দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-১৯২ ॥ ৩০ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ১৪ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৫ রবিঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দোসরদের রেখে সংস্কার সম্ভব নয় : তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ করে দিতে পরাজিত শক্তি ও তার দোসররা কাজ করছে বলে মন্তব্য করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দোসরদের রেখে সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া সম্ভব না। তাই বিএনপি মনে করে এই সরকারকে কোনোভাবেই ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানীর লেডিস ক্লাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, মাফিয়া সরকারের রেখে যাওয়া ভঙ্গুর রাষ্ট্রকে মেরামত করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ইতোমধ্য বিভিন্ন সংস্কার কমিশন গঠন করেছে।

৪০ কোটি পাঠ্যবই ছাপছে এনসিটিবি

স্টাফ রিপোর্টার : এবারও বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই তুলে দিতে চায় সরকার। বর্তমানে সংশোধন ও পরিমার্জন করে বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের কাজ করছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। শিগগির এসব পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় পাঠানো হবে। এরপর শুরু হবে বই ছাপার কর্মযজ্ঞ। এনসিটিবি সূত্র জানায়, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে সারাদেশের প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রায় ৪০ কোটি ১৬ লাখ বই ছাপা হবে। এরমধ্যে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিকের বইয়ের সংখ্যা ১২ কোটি ৮ লাখ ৬৭ হাজার ৭৫২টি। আর ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির অর্থাৎ, মাধ্যমিক পর্যায়ের বইয়ের সংখ্যা ২৮ কোটি ৬ লাখ ২২ হাজার ৩৩৭টি। তাছাড়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সাড়ে ৮ হাজারের বেশি ব্রেইল বই ছাপা হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষকদের জন্য প্রায় ৪১ লাখ 'শিক্ষক সহায়িকা' দেওয়া হবে। মুদ্রণকারীদের কাছে কয়েকটি লটে এসব বই ছাপাতে দেওয়া হবে। মুদ্রণকারীদের কাছে দুই শতাধিক লটে এসব বই ছাপাতে দেওয়া হবে। বই ছাপার কাজে সরকারের খরচ হবে প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এবার বই বেড়েছে সাড়ে ৯ কোটি : ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে সারা দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য ৩০ কোটি ৭০ লাখ ৮৩ হাজার ৫১৭ কপি পাঠ্যবই ছাপা হয়েছিল। এবার ছাপা হচ্ছে ৪০ কোটি ১৬ লাখের বেশি। সেই হিসাবে এবার প্রায় সাড়ে ৯ কোটি বই বেশি ছাপা হচ্ছে। এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান, গত বছরের চেয়ে এবার যে শিক্ষার্থী বেড়েছে, তা নয়। নতুন শিক্ষাক্রমের চেয়ে পুরোনো শিক্ষাক্রমে বই বেশি। অন্তর্বর্তী সরকার যেহেতু আগের অর্থাৎ, ২০১২ সালে প্রণীত (সৃজনশীল) শিক্ষাক্রমে ফিরে গেছে, সেজন্য বইয়ের সংখ্যা বেড়েছে। তাদের দেওয়া তথ্যমতে, নতুন যে শিক্ষাক্রম ২০২৩ সালে চালু হয়েছিল, সেখানে ষষ্ঠ শ্রেণিতে সব মিলিয়ে বই ছিল ১৫টি। আর পুরোনো অর্থাৎ, ২০১২ সালের শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ শ্রেণিতে বইয়ের সংখ্যা ১৯টি। আবার নতুন শিক্ষাক্রমে নবম ও দশম শ্রেণিতে বিভাগ বিভাজন ছিল না। সবার জন্য একই বিষয় ছিল। আর পুরোনো শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য আলাদা করে বই রয়েছে। সবমিলিয়ে এবার সাড়ে ৯ কোটি বই বেশি ছাপতে হচ্ছে। কাজে বিলম্ব, বছরের প্রথম দিনে বই বিতরণ নিয়ে শঙ্কা: চলতি বছরের মাত্র দুই মাস বাকি। এখনো পাঠ্যবই পরিমার্জনের কাজই শেষ করে ছাপার জন্য প্রস্তুত করতে পারেনি এনসিটিবি। ফলে বছরের শুরুতে সব শিক্ষার্থীর হাতে সব নতুন বই তুলে দেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ছাপাখানার একজন মালিক বলেন, কাগজ মিলের সিন্ডিকেট *২-এর পাতায় দেখুন*

খরচ ১২০০ কোটি

- এবার বই বেড়েছে সাড়ে ৯ কোটি
- কাজে বিলম্ব, বছরের প্রথম দিনে বই বিতরণ নিয়ে শঙ্কা

ওএমএসর ভর্তুকি মূল্যে কৃষিপণ্য পাচ্ছে ৩ মহানগরের ১৩ হাজার মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা মহানগরীর মোট ৪৫টি পয়েন্টে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর দিনে প্রায় ১২-১৩ হাজার নিম্নআয়ের মানুষের মধ্যে 'কৃষিপণ্য ওএমএস কর্মসূচি'র আওতায় ভর্তুকি মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য বিক্রি করছে। বিক্রি করা কৃষিপণ্যের উৎপাদনস্থল, হিমাগার পর্যায় থেকে সরাসরি আনা হচ্ছে ফলে উৎপাদক পর্যায়েও একদিকে যেমন ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে সরকারি ভর্তুকি দেওয়ার ফলে ভোক্তারাও সাশ্রয়ী মূল্যে কৃষিপণ্য কিনতে পারছে। মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় সিনিয়র তথ্য অফিসার মোহাম্মদ জাকির হোসেন স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সাম্প্রতিক সময়ে অতিবৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতির মাঝে নিম্নআয়ের সাধারণ মানুষদের স্বস্তি প্রদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর 'কৃষিপণ্য *২-এর পাতায় দেখুন*

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে মঙ্গলবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত ব্দুল্লাহ আলী খাসেইফ আলহমৌদি সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

ড. ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফল হলেই ভারতের স্বার্থ রক্ষিত হবে : ভারতীয় ব্যবসায়ী

স্টাফ রিপোর্টার :ভারতীয় সংবাদ আউটলেট দ্য ওয়্যারে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক নিবন্ধে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনূসের অধীনে বাংলাদেশ কিভাবে একটি সফল রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে এবং এটি ভবিষ্যতে প্রতিবেশী ভারতের একটি শক্তিশালী মিত্র হয়ে উঠতে পারে তা তুলে ধরা হয়েছে।ভারতের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা বিনোদ খোসলা ২৭ অক্টোবর নিবন্ধটি লিখেন। স্বনামধন্য ভারতীয়-আমেরিকান ব্যবসায়ী মনে করেন, অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ তার সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারলে তাতে ভারতের সর্বোত্তম স্বার্থ সুরক্ষিত হবে।নিবন্ধে তিনি বলেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে একজন গর্বিত আমেরিকান ও ভারতের সন্তান হিসেবে তা নিয়ে আমি আশাবাদী।গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার তিন দিন পর ইউনূস বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান হিসেবে শপথ নেনখোসলা বলেন, ইউনূস, যাকে আমি বন্ধু মনে করি এবং কয়েক দশক ধরে চিনি, শিক্ষার্থী আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা ছাত্রদের অনুরোধে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।নতুন আইডিয়ার শক্তিতে বিশ্বাসী ও টেকসই উদ্যোগ ও এর প্রভাব নিয়ে আগ্রহী এ ব্যবসায়ী বলেন, ইউনূস তার জীবনে যা কিছু অর্জন করেছেন তাতে আমি বিস্মিত। আমি আমার বিনিয়োগের *২-এর পাতায় দেখুন*

আমাদের হাতে তো জাদুর চেরাগ নেই : ফাওজুল কবির খান

স্টাফ রিপোর্টার : টিকিট সংক্রান্ত হয়রানিসহ রেলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আরও সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। সময় চেয়ে তিনি বলেছেন, সমস্যার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা। আমাদের সময় দিতে হবে, আমাদের হাতে তো আর জাদুর চেরাগ নেই। মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) বাংলাদেশ রেলওয়ের রুট রেশনালাইজেশন এবং ই-টিকিটিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন উপদেষ্টা। ফাওজুল কবির খান বলেন, অনলাইন টিকিটিং সিস্টেম সহজে টিকিট পাওয়া যায় না, কিন্তু কালোবাজারে পাওয়া যায়। এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। টিকিট কাটার সময় যাত্রীরা যাতে ভিন্ন সময় ও অন্যান্য স্টেশনের চিত্রও দেখতে পায়, সেটার ব্যবস্থা করতে সহজকে বলেছি। টিকিট কালোবাজারিদের হুঁশিয়ার করে তিনি বলেন, রেলের কর্মচারীসহ যারা কালোবাজারি করে, তাদের *২-এর পাতায় দেখুন*

নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটির প্রধান হলেন বিচারপতি জুবায়ের

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটির প্রধান হয়েছেন আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী। এ ছাড়া সদস্য মনোনীত করা হয়েছে হাইকোর্টের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামানকে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অনুমোদনের পর এ ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এর আগে, মঙ্গলবার সকালে সচিবালয়ে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, নির্বাচন কমিশন গঠনসংক্রান্ত সার্চ কমিটি গঠন হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে হয়তো প্রধান উপদেষ্টা স্বাক্ষরও করেছেন। আজ অথবা কালকের মধ্যেই প্রজ্ঞাপন জারি হবে। তিনি বলেন, সার্চ কমিটি হয়ে গেলে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এরপর ভোটার তালিকা সংশোধন করা হবে। আমরা তো ভুয়া নির্বাচন করব না। আমরা অসাধারণ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করব। প্রসঙ্গত, জাতীয় সংসদে পাস হওয়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগসংক্রান্ত আইন অনুযায়ী সার্চ কমিটি (অনুসন্ধান কমিটি) গঠন করেন রাষ্ট্রপতি। আপিল বিভাগের একজন বিচারকের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের এ অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। আইনে বর্ণিত যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিবেচনা করে ১০ জনের নাম প্রস্তাব করবেন তারা। তাদের মধ্য থেকেই ৫ জনকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি গঠন করবেন নতুন নির্বাচন কমিশন। রাষ্ট্রপতি ছয় সদস্যের সার্চ কমিটি গঠন করেন। যার সভাপতি হন প্রধান বিচারপতির মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারক। সদস্য হিসেবে থাকবেন প্রধান বিচারপতির মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারক, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান এবং রাষ্ট্রপতির মনোনীত দুজন বিশিষ্ট নাগরিক। এ দুই বিশিষ্ট নাগরিকের মধ্যে একজন হবেন নারী। তিন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিটির সভার কোরাম হবে। এ কমিটির কাজে সাচিবিক সহায়তা দেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। সার্চ কমিটি গঠনের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সুপারিশ রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করতে বলা হয়েছে।

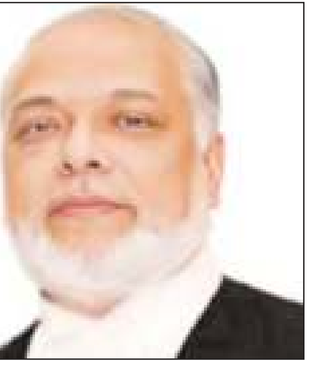

পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা প্রশ্নে করা রিটে পক্ষভুক্ত হলো বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল চেয়ে করা রিটে পক্ষভুক্ত (ইন্টারভেনর হিসেবে) বিএনপিকে পক্ষভুক্ত করেছেন হাইকোর্ট। দলটির পক্ষে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন করলে গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ তা মঞ্জুর করেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। এর আগে ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির পিতা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সংশোধনীর দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। এছাড়াও জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বিদ্যমান ৪৫-এর স্থলে ৫০ করা *২-এর পাতায় দেখুন*

ভাসানচরে পৌঁছেছেন আরও পাঁচ শতাধিক রোহিঙ্গা

জেলা প্রতিনিধি : স্বেচ্ছায় নোয়াখালীর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার ভাসানচরে পৌঁছেছেন ১১১ পরিবারের ৫০৬ জন রোহিঙ্গা। মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে নৌবাহিনীর চারটি জাহাজযোগে কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফের বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে আসেন তারা। একইসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া ৩৯৫ জন রোহিঙ্গাও ভাসানচরে পৌঁছেছেন। এ নিয়ে ভাসানচর আশ্রয়ণ কেন্দ্রে রোহিঙ্গা নাগরিকের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় ৪০ হাজারে। নৌবাহিনী সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ও জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) তত্ত্বাবধানে কক্সবাজার থেকে বানৌজা পেঙ্গুইন, ডলফিন, টুনা ও বানৌজা তিমিযোগে ৯০১ জন রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে আনা হয়। মঙ্গলবার দুপুরে রোহিঙ্গাদের জাহাজ থেকে নামানোর পর নৌবাহিনীর পন্টুন সংলগ্ন হ্যালিপ্যাডে *২-এর পাতায় দেখুন*

গণঅভ্যুত্থান: আহত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি মওকুফের সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহত শিক্ষার্থীদের বেতন বা টিউশন ফি মওকুফের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গণঅভ্যুত্থানে আহত মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের (সব সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরি ও বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষার্থীদের বেতন বা টিউশন ফি মওকুফের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। 'আহত শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্রসহ এ বিষয়ে আবেদন করবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে আবেদন যাচাই করে শিক্ষার্থীদের বেতন বা টিউশন *২-এর পাতায় দেখুন*

রাজশাহীতে সাংবাদিকের উপর হামলা ও মামলার প্রতিবাদে ১০ সংবাদিক সংগঠনের মানববন্ধন

মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী: সারা দেশের ন্যায় রাজশাহীতেও সাংবাদিকের উপর হামলা ও মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। রাজশাহী বরেন্দ্র প্রেসক্লাব আয়োজিত ৪ সাংবাদিক সংগঠনের ব্যানারে আরোও ৬ সাংবাদিক সংগঠনের গণমাধ্যম কর্মীরা উক্ত মানববন্ধনে অংশ নেন। রাজশাহী বরেন্দ্র প্রেসক্লাব আয়োজিত মানববন্ধনে অংশ নেয় রুর‌্যাল জার্নালিস্ট ফাউন্ডেশন (আরজেএফ) রাজশাহী শাখা, বাংলাদেশ সাংবাদিক সংস্থা রাজশাহী মহানগর শাখা, বাংলাদেশ সাংবাদিক কমিউনিটি, বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক সোসাইটি (বিএমএসএস), জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা, রাজশাহী অনলাইন সাংবাদিক ফোরাম, মোহনপুর প্রেসক্লাব ,দূর্গাপুর প্রেসক্লাব ও বাঘা রিপোর্টার্স ইউনিটি'র নেতৃবৃন্দ মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) বেলা ১১ টায় রাজশাহী বরেন্দ্র প্রেসক্লাব চত্বরে উক্ত মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনটি বেলা সাড়ে ১২ টা পর্যন্ত চলমান ছিলো। রাজশাহী বরেন্দ্র প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিমের সঞ্চালনায় মানববন্ধনটির সভাপতিত্ব করেন ক্লাবটি'র সভাপতি শামসুল ইসলাম। মানববন্ধন থেকে রাজশাহী'র বাঘা ও -দূর্গাপুর উপজেলায় সাংবাদিক আবুল হাসেমের উপর হামলা ও দূর্গাপুরে সাংবাদিক শাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার তীব্র নিন্দা প্রতিবাদসহ দোষী পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাঁদের প্রত্যাহার চাওয়া হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সাংবাদিকরা কারো প্রতিপক্ষ নয়, কারো তাবেদারীও করে না। তাঁরা সাধারণ জনগণের কথা বলে। সমাজের অসঙ্গতি জাতির সামনে তুলে ধরে। অসঙ্গতি তুলে ধরতে গিয়ে দূর্নীতিবাজ, মাদক কারবারিসহ অন্যায়কারীদের শত্রু হয়ে যায়। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলেও *২-এর পাতায় দেখুন*

লেবাননের পূর্বাঞ্চলীয় একাধিক জনপদে ইসরাইলের হামলা, নিহত ৬০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লেবাননের পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। এতে অন্তত ৬০ লেবানিজ নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। সোমবার অঞ্চলটির বেকা উপত্যকায় এই হামলায় চালায় ইসরাইল। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি। এতে বলা হয়, সোমবার মোট ১৬টি জনপদে হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। এরমধ্যে বালবেক নামক অঞ্চলে তেল আবিবের বোমার আঘাতে দুই শিশু প্রাণ হারিয়েছে। এছাড়া সেখানে ৫৮ বছর বয়সী এক লোক গুরুতর আহত হয়েছেন বলেও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। হামলাকৃত জনপদগুলোতে এখনও উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বলা হচ্ছে এই অঞ্চলগুলোতে লেবাননের যোদ্ধাগোষ্ঠী হিজবুল্লাহ বেশ শক্তিশালী। যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি ইসরাইল। গত পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে লেবাননের বিভিন্ন জনপদে সহস্রাধিক বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইলের সেনাবাহিনী। হিজবুল্লাহর বিভিন্ন অবকাঠামো, সামরিক ঘাঁটি এবং যুদ্ধযান লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছে তেল আবিব। হিজবুল্লাহর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সংঘাতে জড়ানোর পর থেকে বালবেকের এই হামলাকে ইসরাইলের 'সবচেয়ে সহিংস আচরণ' বলে উল্লেখ করেছেন প্রদেশটির গভর্নর বাচি হোডার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বেশ কিছু আবাসিক ভবন এবং আশপাশের বনে আগুন জ্বলছে। যেখানে উদ্ধারকারীরা *২-এর পাতায় দেখুন*

জনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ আটক ৭

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে দুটি বিদেশি অস্ত্রসহ সাতজনকে আটক করছে সেনাবাহিনী। গত সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে সেনাবাহিনী ২৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর ডেয়ারিং টাইগারস ইউনিট ও মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে তাদের আটক করা হয়। এ সময় দুটি বিদেশী রিভালবার, ২০ রাউন্ড গুলি, তিনটি রামদা (দেশীয় অস্ত্র) ও একটি মোবাইল জব্দ করা হয়েছে। মাদক সাম্রাজ্য ও আধিপত্যকে কেন্দ্র করে জেনেভা ক্যাম্পে গত কয়েকদিনে একাধিক সংঘর্ষের ঘটনায় ৬ জন নিহত হয়েছে। অপরাধের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হওয়া এ ক্যাম্পে প্রায় প্রতিদিনই মাদক কারবারি ও বিভিন্ন অপরাধীদের মধ্যে গোলাগুলি হচ্ছে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সাড়াশি অভিযান চালাচ্ছে সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, জেনেভা ক্যাম্পের মাদক সম্রাট *২-এর পাতায় দেখুন*

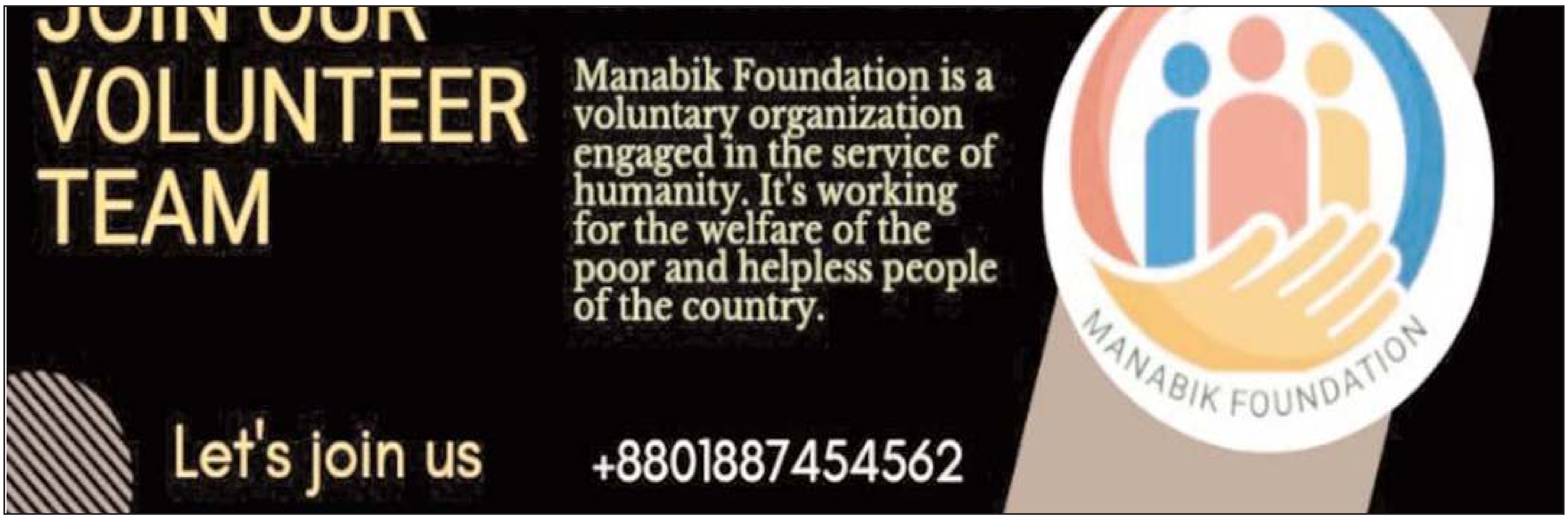

JOIN OUR
VOLUNTEER
TEAM
Manabik Foundation is a voluntary organization engaged in the service of humanity. It's working for the welfare of the poor and helpless people of the country.
Let's join us
+8801887454562
MANABIK FOUNDATION

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বুধবার ॥ ৩০ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ১৪ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

পুঁজিবাজারে বড় উত্থান

CHITTAGONG STOCK EXCHANGE LTD
CSE

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) সূচকের বড় উত্থানের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। টানা চার কার্যদিবস সূচকের পতনের পর আজকে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় ফিরেছে পুঁজিবাজার। এদিন ডিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কিছুটা কমলেও সিএসইতে বেড়েছে। একইসঙ্গে ডিএসই ও সিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম বেড়েছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসই'র প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ১১৮.৮০ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ১৭ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়া সূচক ২৬.২০ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১১৩ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ৫২.৩৮ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৮৫৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৪টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৩১২টি কোম্পানির, কমেছে ৫৭টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৫টির। ডিএসইতে এদিন মোট ৩৪৬ কোটি ২৪ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩৫৭ কোটি ২৪ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ১২১.৯৩ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৫২৭ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১৯৬.১৮ পয়েন্ট বেড়ে ১৪ হাজার ১৭ পয়েন্টে, শরিয়া সূচক ১০.৯৩ পয়েন্ট বেড়ে ৯০৩ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ১৮১.৯৪ পয়েন্ট বেড়ে ১১ হাজার ৬৯১ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে ১৮০টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১০২টি কোম্পানির, কমেছে ৫৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২২টির। দিনশেষে সিএসইতে ১০ কোটি ৮ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩ কোটি ৩০ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জন্য আনা অস্ত্রের চালানসহ দম্পতি আটক

স্টাফ রিপোর্টার : রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সরবরাহের জন্য কক্সবাজার শহরে আনা দেশীয় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্রের একটি চালানসহ এক দম্পতিকে আটক করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাতে কক্সবাজার শহরের বাঁকখালী নদীর ৬ নম্বর জেটিঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্রের এ চালান জব্দ করা হয় বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার মুহাম্মদ রহমত উল্লাহ। আটকরা হলেন, টেকনাফ পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরান পল্লান পাড়ার মৃত আবুল হোসেনের ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৩২) ও তার স্ত্রী খুরশিদা আক্তার (২৬)। পুলিশ সুপার রহমত উল্লাহ বলেন, গত সোমবার সন্ধ্যায় মহেশখালী থেকে স্পিডবোটযোগে সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের কিছু সদস্য অস্ত্রের চালান নিয়ে আসছে, এমন খবর পায় পুলিশ। এ তথ্যের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা শাখার পরিদর্শক প্রতুল কুমার শীলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের ৬নং জেটি এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় সন্দেহজনক একটি স্পিডবোট বাঁকখালী নদীর ৬ নম্বর জেটিঘাট

৭-এর পাতায় দেখুন

ফ্যাসিস্টদের বিচারের আগে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রহিত করা হবে না : আইন উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, 'ফ্যাসিস্টদের বিচার সম্পন্ন করার আগে বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান পরিবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না।' মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ভলকার টুর্কের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। আসিফ নজরুল বলেন, 'বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ব্যক্ত করেছেন ভলকার টুর্ক। তিনি বিচার বিভাগ স্বাধীন করার কথা বলেছেন। তাকে বলেছি, আমরা কাজ করে যাচ্ছি। অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে কথা বলেছেন। মৃত্যুদণ্ডের বিধান রহিত করা যায় কিনা বলেছেন। আমরা বলেছি, ফ্যাসিস্টদের বিচারের আগে এটি পরিবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না।' সরকারের নির্বাচনমুখি যাত্রা শুরু হয়ে গেছে উল্লেখ করে আইন উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচন কমিশন গঠন সংক্রান্ত সার্চ কমিটি গঠন হয়ে গেছে। প্রধান উপদেষ্টা সাইন করলে গেজেট হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে হয়তো উনি সই করেও দিয়েছেন। এসময় জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ভলকার টুর্ক সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, আইন উপদেষ্টার সঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার ইস্যু নিয়ে কথা বলেছি। এই দুটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বর্তমান সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংস্কার উদ্যোগ নিয়েছে সেক্ষেত্রে মানবাধিকার

৭-এর পাতায় দেখুন

মাদারীপুরে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে দুইজন আহত

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুর জেলার শিবচরে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে দুই ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। গত সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৯ টার দিকে পৌর এলাকার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের চরশ্যামাইল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন- ওই এলাকার আবদুল হাকিম মোল্লার ছেলে মো. শাহজালাল মোল্লা (৩৫) ও হালেম সরদারের ছেলে ইসমাইল সরদার (৩৭)। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাদের শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে রাত সাড়ে ৯টার দিকে বাড়ির পাশে ক্যারম খেলছিলেন শাহজালাল মোল্লা ও ইসমাইল সরদার। এমন সময় অটোরিকশায়

৭-এর পাতায় দেখুন

উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : উন্নত চিকিৎসার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন। মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) তিনি গণমাধ্যমকে জানান, খালেদা জিয়াকে প্রথমে লং ডিসটেন্স স্পেশালাইজড এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে লন্ডন নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর সেখানে থেকে তাকে তৃতীয় একটি দেশে মাল্টি ডিসিপ্ল্যানারি মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) শারীরিক সুস্থতার ওপর নির্ভর করে আমরা যাতে দ্রুত তাকে বিদেশে মাল্টি ডিসিপ্ল্যানারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছি। এরই অংশ হিসেবে আমরা লং ডিসটেন্স স্পেশালাইজড এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করার জন্য কাজ শুরু করেছি, যোগাযোগ চলছে। প্রথমে ম্যাডামকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে স্টে ওভারের পরে মাল্টি ডিসেপ্ল্যানারি মেডিকেল সেন্টার যে দেশে আছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহিদ হোসেন বলেন, আমরা আশা করছি, সব কাজ শেষ করেই দ্রুত ম্যাডাম বিদেশে যেতে পারবেন। ম্যাডাম তার গুলশানের বাসায় আগের মতোই মেডিকেল বোর্ডের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর শ্যামপুরে একটি ভবনে গ্যাস বিস্ফোরণে তিন জন দগ্ধ হয়েছেন। গত সোমবার দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে তাদের শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন মো. তরিকুল ইসলাম এ তথ্য জানান। দগ্ধরা হলেন- আবদুর রহমান তুষার (৩৫), মো. জামাল (৫০) ও মো. জামিল খান রাশেদ (২৪)। তুষারের ভাই দিপু বলেন, গত সোমবার দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে ওই ভবনের সাত তলায় তুষারের রুমে জমে থাকা গ্যাস বিস্ফোরণ হয়ে আগুন ধরে যায়। এতে তারা তিন জন দগ্ধ হন। চিকিৎসক মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, 'তুষারের শরীরে শতভাগ,

৭-এর পাতায় দেখুন

চার দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে সাবেক সচিব হেলালুদ্দীন

স্টাফ রিপোর্টার : মকবুল নামে এক বিএনপিকর্মীকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় সাবেক সচিব হেলালুদ্দীন আহমদকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) চারদিনের রিমান্ড শেষে হেলালুদ্দীন আহমদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। অন্যদিকে তার আইনজীবী জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুল হক তার

৭-এর পাতায় দেখুন

হজের প্যাকেজ ঘোষণা করা হচ্ছে আজ কমতে পারে খরচ : ধর্ম উপদেষ্টা

দিনাজপুর প্রতিনিধি : গত বছরের তুলনায় খরচ কমিয়ে আজ ঘোষণা করা হবে হজের প্যাকেজ। এবার সরকারি অর্থায়নে কারও হজ করার সুযোগ থাকছে না বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টার আগমন উপলক্ষে মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে দিনাজপুর শিশু একাডেমিতে সংবর্ধনা ও হজ ওমরাহ বিষয়ক আলোচনা সভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, অনেকেই অর্থ বা সামর্থ্য থাকার পরও হজ করতে চান না। আমাদের উচিত সবার জন্য হজের আগ্রহ তৈরি করা। ২০২৫ সালের হজে দুই ধরনের প্যাকেজ থাকবে। প্রথম প্যাকেজের অবস্থান হবে কাবা শরীফ থেকে এক থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে আর দ্বিতীয় প্যাকেজটি হবে আড়াই থেকে তিন কিলোমিটারের মধ্যে। দুটি প্যাকেজেই গত বছরের তুলনায় এবার খরচ কম হবে। হজের খরচের তিনটি অংশ আছে। বিমান ভাড়া, মক্কা-মদিনায় থাকার খরচ আর সৌদি সরকারকে নির্ধারিত ফি আছে। তবে সব মিলিয়ে খরচ কত কম হবে তা আগামীকাল (বুধবার) জানানো হবে।

তিনি আরও বলেন, সরকারের টাকায় ফ্রি কেউ হজ করতে পারবেন না। কেবল মাত্র হজ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যারা জড়িত তারাই হজ করতে পারবেন সরকারি খরচে।

৭-এর পাতায় দেখুন

আবহাওয়ার পূর্বাভাস রংপুরে বৃষ্টি, অন্য বিভাগে মেঘলা আকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : রংপুর বিভাগে বৃষ্টি হতে পারে। অন্য বিভাগে আকাশ থাকতে পারে মেঘলা। গতকাল মঙ্গলবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ ড. মো. বজলুর রশিদ জানিয়েছেন, মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। বুধবার সকাল পর্যন্ত রংপুর

৭-এর পাতায় দেখুন

চালের আমদানি শুল্ক পুরোপুরি তুলে নেওয়ার সুপারিশ

স্টাফ রিপোর্টার : শুল্ক কমালেও বেসরকারি পর্যায়ে চাল আমদানির তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। এ অবস্থায় বাজারে ভোক্তাদের মধ্যে স্বস্তি ফেরাতে চালের আমদানি শুল্ক পুরোপুরি তুলে নিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিসি)। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গত ২০ অক্টোবর চাল আমদানিতে শুল্ক-কর কমিয়ে দেয় সরকার। ৬২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়। এরপর বিশ্ববাজারে চালের দাম আরও চড়া হওয়ায় এবং আমদানিকারকদের উৎসাহিত করতে এবার আমদানি শুল্ক পুরোপুরি প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) চালের আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ করে আমদানি বাড়াতে শূন্য শুল্ক করার জন্য এনবিআরকে চিঠি দিয়েছে বিটিসি।বিটিসির বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, সরকার চালের সম্ভাব্য ঘাটতি বিবেচনায় গত ২০ অক্টোবর শুল্ক-কর ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনে। তবে ওই হ্রাসকৃত শুল্কে থাইল্যান্ড থেকে চাল আমদানি করলে প্রতি কেজির দাম দাঁড়াবে ৯২-৯৫ টাকা। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে আমদানি করলে স্থানীয় বাজারে দাম দাঁড়াবে ৭৫-৭৮ টাকা। এই দামে চাল আমদানি করলে তা স্থানীয় বাজারের দামের চেয়েও বেশি পড়বে।

এ অবস্থায় আমদানি

৭-এর পাতায় দেখুন

গোমস্তাপুরে সরকারি চাল গায়েব, ভাঙছে না সিন্ডিকেট

মহিলা মাদ্রাসা
অফিস কক্ষ

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ ত্রাণের চাল হরিলুটের অভিযোগ উঠেছে। নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ত্রাণ (চাল) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আহার্য হিসেনে বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা/এতিম খানায়) অধ্যায়নরত দুস্থ ও অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের আহার্য বাবদ ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যায়/বিতরণ করা যাবে না। এমন নিয়ম থাকলেও তা মানছেন না কেউ। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিশাত আনজুম অনন্যা ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) হাবিবুর রহমানের যৌথ স্বাক্ষরে এই বছরের স্থানীয় খাদ্য গুদাম থেকে চাল দেওয়া হয়। সম্প্রতি বিষয়গুলোর অনুসন্ধানে গিয়ে বেরিয়ে আসে রহস্যের জট। এ তথ্য জানা গেছে, অনুসন্ধানে গিয়ে পার্বতীপুর ইউনিয়নে দারুল উলুম হামিউস সুন্নাহ নূরানী ও কৃওমী মাদ্রাসার সভাপতি মজিবুর রহমানের সাথে কথা হলে তিনি বলেন আমরা চাউলের জন্য অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু যারা বরাদ্দে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছে তারা আমাদের চাউল না দিয়ে ৩৩ হাজার টাকা দিয়েছে। চালটা পেলে আমার অনেক উপকার হতো। আমার মাদ্রাসায় অনেক অসহায় দুস্থ ছাত্র-ছাত্রী আছে তাদের আহারের জন্য আমাদের অনেক চাউল ক্রয়

৭-এর পাতায় দেখুন

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শহিদুজ্জামান আর নেই

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহ-৪ কালিগঞ্জ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এম শহিদুজ্জামান বেল্টু (৭৮) ইন্তেকাল করেছেন। গত সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে মারা যান তিনি। শহিদুজ্জামান বেল্টুর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শহিদুজ্জামান বেল্টু ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ উপজেলার রাখালগাছি ইউনিয়নের হাসনহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির মাধ্যমে রাজনীতি শুরু করেন। পরে বেল্টু এরশাদ সরকারের সময়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ ও ২৫২ এসআই বহিষ্কার প্রসঙ্গে যা বললো যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বাংলাদেশের জনগণের মত প্রকাশ ও সমাবেশের স্বাধীনতার মতো মৌলিক স্বাধীনতা চর্চায় বিশ্বাস করে যুক্তরাষ্ট্র। ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রজ্ঞাপন জারির প্রসঙ্গে করা এক প্রশ্নে এমনই জবাব দেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। স্থানীয় সময় সোমবার নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের এ পদক্ষেপের পাশাপাশি সম্প্রতি ২৫২ জন ক্যাডেট এসআইকে বহিষ্কারের বিষয়েও প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয় ম্যাথিউ মিলারের কাছে। সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিক প্রশ্ন রাখেন, বাংলাদেশে সন্ত্রাসবিরোধী আইন ব্যবহার করে ছাত্রলীগ ও ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সম্প্রতি এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেছে। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক মত প্রকাশের ওপর এমন নিষেধাজ্ঞার প্রভাবকে যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে দেখে? বাংলাদেশে ন্যায্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও নাগরিক স্বাধীনতাকে সমর্থন করার জন্য কী পদক্ষেপ নেবে যুক্তরাষ্ট্র? এর জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন,

৭-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা চান ইসি কর্মকর্তারা

স্টাফ রিপোর্টার : অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিতের তাগিদে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা চাইছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কর্মকর্তারা। এ জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনকে একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছেন তারা। ইসি কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতার যৌক্তিকতা তুলে ধরে তারা জানান,

৭-এর পাতায় দেখুন

স্কুলে ভর্তিতে মুক্তিযোদ্ধার নাতি নাতনির কোটা বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকপর্যায়ের দেশের সব সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নীতিমালা ও ভর্তির নির্দেশনা প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরগুলো। গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ-সংক্রান্ত নীতিমালা প্রকাশ করে। নীতিমালায় বীর মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যাদের জন্য ৫ শতাংশ কোটা রাখা হলেও নাতি-নাতনিদের জন্য কোটা বাদ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রেও বীর মুক্তিযোদ্ধার নাতি-নাতনিদের জন্য কোনো কোটা রাখা হয়নি। নীতিমালায় ভর্তির ক্ষেত্রে 'মুক্তিযোদ্ধা কোটার' বিষয়ে বলা হয়, বীর মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যার জন্য ৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। মুক্তিযোদ্ধা আসন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে এবং ভর্তির সময় মূল কপি দেখাতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধা সনদ যথাযথভাবে যাচাই করে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা না পাওয়া গেলে মেধা তালিকা থেকে ওই আসনে ভর্তি করতে হবে। কোনো অবস্থায় আসন শূন্য রাখা যাবে না। গত বছরের নীতিমালায় বলা ছিল- বীর মুক্তিযোদ্ধা-শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-ক্যনা এবং পুত্র-কন্যা না পাওয়া গেলে নাতি-নাতনিদের ভর্তির জন্য শূন্য আসনের ৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ থাকবে। এবারের নীতিমালায় মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নাতি-নাতনিদের জন্য কোটা বরাদ্দ নেই। এছাড়াও নীতিমালায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নূন্যতম যোগ্যতা থাকা শর্তে ভর্তির ক্ষেত্রে ২ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। তবে ওই আসনেও উপযুক্ত কোনো শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শূন্য আসন পূরণ করার কথা বলা হয়েছে। নীতিমালায় বলা হয়েছে, শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সারা দেশে লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে অবস্থানরত সব শিশুকে প্রত্যয়ন সাপেক্ষে নিকটস্থ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ১ শতাংশ আসন সংরক্ষণ থাকবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর বা সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান ভর্তির জন্য নূন্যতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ১ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। ঢাকা মহানগরীর বেসরকারি স্কুলগুলোয় ভর্তির ক্ষেত্রে স্কুল সংলগ্ন ক্যাচমেন্ট এরিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে হবে। অবশিষ্ট আসন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ম শ্রেণি থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ৪০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ প্রযোজ্য হবে না। কোন প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী শিক্ষার্থীর যমজ ভাই/বোন যদি পূর্ব থেকে অধ্যয়নরত থাকে অথবা যে সব যমজ ভাই/বোন নতুন আবেদন করবে তাদের জন্য ৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ সুবিধা কোন দম্পতির মোট তিন সন্তান পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে যমজ ভাই/বোন এর আবেদন পাওয়া না গেলে ওই ৩ শতাংশ সহদোর-সহদোরার জন্য উর্মুক্ত থাকবে। গতকাল মঙ্গলবার ভর্তিনীতিমালা জারি করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। নীমিতালায় বলা হয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের জারি করা ভর্তিনীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। গত ৭ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা নীতিমালায় ভর্তির

৭-এর পাতায় দেখুন

শেয়ারবাজারে দরপতনের কারণ অনুসন্ধানে নেমেছে তদন্ত কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায়ের প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার তিন মাস হয়ে এলো প্রায়। রাষ্ট্র সংস্কারের বিশাল প্রতিশ্রুতি সামনে রেখে বর্তমান সরকার তার বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে চললেও সমালোচনার খোরাক যোগাচ্ছে শেয়ারবাজারের দরপতন। লাগাতার দরপতনের ধারাবাহিকতায় দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৬৭ পয়েন্ট বা প্রায় দেড় শতাংশ কমেছে। তাতে ডিএসইএক্স সূচকটি আরও কমে নেমে এসেছে ৪ হাজার ৮৯৮ পয়েন্টে। এ অবস্থায় শেয়ারবাজারের ধারাবাহিক এমন দরপতনের কারণ অনুসন্ধানে কাজ শুরু করেছে বিএসইসির তদন্ত কমিটি। নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে ইতোমধ্যে তদন্তের কর্মপন্থা ঠিক করেছেন কমিটির সদস্যরা। এদিকে দরপতনের প্রতিবাদে দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীর মতিঝিলে ডিএসই ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেছেন একদল বিনিয়োগকারী।

৭-এর পাতায় দেখুন

আ.লীগ-জাপাসহ ১১ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ চেয়ে করা রিট প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিসহ ১১টি রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণার নির্দেশনা চেয়ে করা রিট এবং দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, এই মর্মে রুল জারির নির্দেশনা চাওয়ার রিট প্রত্যাহার করা হয়েছে। রিটকারীদের আইনজীবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচাপতি মাহমুদুর রাজীর হাইকোর্টে বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এর আগে, সোমবার (২৮ অক্টোবর) সকালে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ, জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক মো. হাসিবুল ইসলামের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আমিনুল হক রিট দুটি করেন। আদালতে রিটকারীদের আইনজীবী আহসানুল করিম বলেন, রিটকারীরা আর রিট আবেদনটি চালাতে চান না। এ কারণে হাইকোর্ট রিট আবেদনটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। দলগুলো হলোড় আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদ, জাতীয় পার্টি (জেপি), তরিকত ফেডারেশন, গণতন্ত্রী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ, বিকল্পধারা, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এম-এল) (দিলীপ বড়ুয়া), বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)। এ বিষয়ে আইনসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, নির্বাচন কমিশন ও পুলিশের মহাপরিদর্শকের প্রতি নির্দেশনা দেওয়ার আরজি জানানো হয় রিটে। এছাড়া ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম, ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত একাদশ ও ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে অন্য একটি রিটও করেন তারা।

রিটে নির্বিচারে মানুষ হত্যা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা, বেআইনি প্রক্রিয়ায় অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য আওয়ামী লীগসহ ১১টি দলের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধের কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না- এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছিল। ১১টি দলের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধের পাশাপাশি ভবিষ্যতে সব ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে দলগুলোকে বিরত রাখতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, সে বিষয়েও রুল চাওয়া হয়েছিল রিটে। এর আগে, আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে অন্তর্বর্তী সরকার। ২৩ অক্টোবর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে স্বরাষ্ট্র

৭-এর পাতায় দেখুন

নেত্রকোনায় যৌথ অভিযানে ভারতীয় চিনি জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার : নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে আড়াই টন (দুই হাজার পাঁচশো কেজি) ভারতীয় চিনি জব্দ করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা। গত সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন মেজর মো. জিসানুল হায়দার। তিনি সেনাবাহিনীর ১৯ পদাতিক ডিভিশনের ৭৭ ব্রিগেডের আওতাধীন ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেত্রকোনা জেলায় দায়িত্বরত সেনা কর্মকর্তা। মেজর জিসানুল হায়দার জানান, গত সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে গোয়েন্দা সূত্রে জেলার পূর্বধলা উপজেলার জারিয়া বাজারে চোরাইপথে আনা ভারতীয় চিনি মজুতের সংবাদ পাওয়া যায়। এ সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পুলিশসহ জরিয়া গ্রামের আবদুল মজিদের গুদামে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় ওই গুদামঘরে প্রতি বস্তায় ৫০ কেজি ওজনের দুই হাজার পাঁচশো কেজি চিনি মজুতরত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে গুদাম ঘরের

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

রাজশাহীতে সাংবাদিকের উপর

সাংবাদিকদের টার্গেট করা হয়। এমন ঘটনায় পুলিশ সেই সকল অপরাধীদের ইন্দনে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা গ্রহণ, ফাঁসানোসহ হয়রানি করেন। এমনকি সাংবাদিকদের সাথে প্রতিহিংসামূলক আচারণও করেন। যার ফল স্বরূপ দূর্গাপুরে শাহবুদ্দিন নামে একজন সাংবাদিককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মিথ্যা নাশতার মামলায় ফাঁসানো হয়। এমন মিথ্যা মামলা ও বাঘায় সাংবাদিকের উপর হামলার আসামী গ্রেফতার না করায় জেলা পুলিশের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তার তীব্র সমালোচনা করা হয় মানববন্ধনে। দ্রুত সেসব কর্মকর্তার অপসারণ চাওয়া হয় মানববন্ধনে। বক্তারা মানববন্ধনে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে দোষী পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বৃহত্তর আনন্দোলনের ঘোষণা দিবেন রাজশাহীর সাংবাদিকরা। মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়।

পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা প্রশ্নে

হয়। তবে চলতি বছরের ১৯ আগস্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। এক রিটের শুনানি নিয়ে বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকারের সমন্বয়ে গঠিত তৎকালীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেছিলেন। পরে গত ২২ অক্টোবর রিট মালাটির রুলের শুনানির জন্য ৩০ অক্টোবর দিন ধার্য করেন হাইকোর্ট। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

ভাসানচরে পৌঁছেছেন আরও

নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে সেখান থেকে গাড়ির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লাস্টারে বসবাসের জন্য হস্তান্তর করা হয়। অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (ভাসনচর) মো. মাহফুজার রহমান (উপসচিব) বলেন, ১১১ পরিবারের ৫০৬ জন রোহিঙ্গা স্বেচ্ছায় ভাসানচরে এসেছেন। এ ছাড়া ভাসানচর সম্পর্কে রোহিঙ্গাদের ধারণা দিতে গো অ্যান্ড সি ভিজিট-এর আওতায় যাওয়া ৩৯৫ জন রোহিঙ্গা ভাসানচরে ফিরে এসেছেন। তিনি আরও বলেন, কক্সবাজারের ঘনবসতিপূর্ণ আশ্রয় শিবির থেকে প্রায় এক লাখ রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে অস্থায়ীভাবে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বর্তমানে ভাসানচরে প্রায় ৪০ হাজার রোহিঙ্গা বসবাস করছে। ভাসানচর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু জাফর বলেন, নৌবাহিনীর চারটি জাহাজে রোহিঙ্গারা এসেছে। এর মধ্যে তিনটিতে মানুষ এবং একটিতে মালামাল এসেছে। কক্সবাজার থেকে ভাসানচর আসা পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষা শেষে রোহিঙ্গাদের নিজস্ব ক্লাস্টারে স্থানান্তর করা পর্যন্ত পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, নোয়াখালীর ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ২০২০ সালের ৪ ডিসেম্বর প্রথম দফায় ১ হাজার ৬৪২ জন রোহিঙ্গা আসেন। তারপর মোট ২৪ ধাপে প্রায় ৪০ হাজার রোহিঙ্গা এসেছে। জানা গেছে, নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরের জন্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ৩ হাজার ৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ভাসানচর আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। ১৩ হাজার একর আয়তনের ওই চরে এক লাখ রোহিঙ্গা বসবাসের উপযোগী ১২০টি গুচ্ছগ্রামের অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ভাসানচরের পুরো আবাসন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে নৌবাহিনী।

জনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনীর

মুনিয়া সোহেল ক্যাম্পে অবস্থান করছেন এমন খবর পেয়ে তাকে গ্রেপ্তারে অভিযান পরিচালনা করা হয়। তবে মুনিয়া সোহেলকে আটক করা যায়নি। তবে তার ৭ সহযোগীকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। মুনিয়া সোহেলের আস্তানায় অভিযানের সময় দুটি বিদেশী রিভালবার উদ্ধার করে তারা। মোহাম্মদপুরকে সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত না করা পর্যন্ত এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানায় সেনাবাহিনী। এদিকে, আইএসপিআর জানিয়েছে, ২৭ অক্টোবর দিন ও রাতে মোহাম্মদপুর এলাকায় সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেড ও পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ২২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এতে খুনের আসামিসহ ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ ও কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা রয়েছে। আইএসপিআর জানায়, দেশের চলমান পরিস্থিতিতে জনসাধারণের জানমাল ও সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বিচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড রোধ ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে দেশব্যাপী পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। সন্ত্রাস দমন এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সেনাবাহিনীর অবস্থান কঠোর থাকবে।

শিগগিরই ঢাকায় অফিস খুলছে

উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।

লেবাননের পূর্বাঞ্চলীয় একাধিক

আহত ব্যক্তিদের সন্ধান করছেন। তবে ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। বৌদাই শহরে, পোস্ট করা ভিডিওগুলোতে দেখা যাচ্ছে হামলার পর বাসিন্দারা আটকে পড়াদের উদ্ধারে সহায়তা করার জন্য ভারী সরঞ্জাম পাঠানোর অনুরোধ করছেন। উল্লেখ্য, লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে ইসরাইলের হামলায় এ পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ২ হাজার ৭০০ মানুষ। এছাড়া আহতের সংখ্যা ১২ হাজার ৪০০ ছাড়িয়েছে। ৩০শে সেপ্টেম্বর নাটকীয় কায়দায় দক্ষিণ লেবাননে অভিযান শুরু করে ইসরাইল। সেসময় তারা হিজবুল্লাহর যোদ্ধা এবং অবকাঠামো টার্গেট করে ব্যাপক হামলা শুরু করে। লেবাননের সরকারি তথ্যমতে, ইসরাইলের আকস্মিক হামলায় কমপক্ষে ১৩ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

দুই কমিশনারসহ দুদক

কমিশনের সঙ্গে দুদকের পূর্বনির্ধারিত বৈঠকটি হবে না বলে জানিয়েছেন দুদকের পরিচালক (আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন) মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম।

সরকারি চাকরি : ৭ শতাংশ কোটা

মুক্তিযোদ্ধা কোটা বহালের দাবিতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের পক্ষে অহিদুল ইসলাম তুষার নামে এক ব্যক্তি উচ্চ আদালতে ২০২১ সালে একটি রিট করেন। রিটের শুনানি শেষে বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গত ৫ জুন ২০১৮ সালের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করেন। এতে সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাসহ ৫৬ শতাংশ কোটা ব্যবস্থা পুনরায় ফিরে আসে। ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শিক্ষার্থীরা। ওইদিন থেকেই ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জগন্নাথ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী আন্দোলনে নামেন। তারা ২০১৮ সালে কোটা বাতিল করে দেওয়া পরিপত্র পুনর্বহালেরর দাবি জানান। একই সঙ্গে কোটা ব্যবস্থার যৌক্তিক সংস্কারের দাবি করেন। তুমুল আন্দোলনে কার্যত অচল হয়ে পড়ে দেশ। জারি করা হয় কারফিউ। ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট ৭ শতাংশ কোটা রেখে রায় ঘোষণা করেন। ফলে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ, ?মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৫ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটায় ১ শতাংশ, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ কোটায় ১ শতাংশ প্রার্থী নিয়োগ পাবেন।

যৌক্তিক সংস্কারের পক্ষে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কোটা সংস্কারের দাবিতে গড়ে ওঠে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। তৎকালীন সরকারের দমন-পীড়নে তা রূপ নেয় সরকার হটাও আন্দোলনে। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর কার্যত দেশের দায়ভার চলে যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কাঁধে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিলেও নানান কাজে ব্যস্ত এ সংগঠনের সমন্বয়করা। ফলে কোটা সংস্কারের বিষয়টি অনেকটা আড়ালে চলে যায়। সম্প্রতি সাংবাদিক খালেদ মহিউদ্দিনের টকশোতে এ নিয়ে কথা বলেন সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ। ৭ শতাংশ কোটা তারা মেনে নিয়েছেন কি না, এমন প্রশ্নে তিনি জানান, তারা আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত মেনে নেননি। কোটার যৌক্তিক সংস্কার চান। জানতে চাইলে হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, ‘পতিত আওয়ামী লীগ সরকার বাধ্য হয়ে আজ্ঞাবহ সুপ্রিম কোর্ট বসিয়ে ৭ শতাংশ কোটা পদ্ধতি দিয়ে যায়। তারপর আমরা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করেছিলাম। সেখানে নাহিদ হাসান ও সারজিস আলমও ছিলেন। তখন তো আমরা ৭ শতাংশ কোটা বণ্টন পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। কারণ আওয়ামী লীগ নারী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা না করে এটা করেছিল।’ বিভিন্ন ইস্যুর ব্যস্ততায় কোটা পদ্ধতির সবশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত নন জানিয়ে তিনি বলেন, ‘কোটা নিয়ে কোনো কাজ চলছে কি না, সেটা নিয়ে আমি আপডেটেড নই। আমরা মনে করি, নারীদের বাদ দেওয়া হয়েছে, প্রান্তিক জনপদের পিছিয়ে পড়া মানুষদের বাদ দেওয়া হয়েছে; এটা যৌক্তিক নয়। কোটা বণ্টনে আরও যৌক্তিক সংস্কার দরকার। প্রয়োজনে বাড়ানোও যেতে পারে।’ কোটা পদ্ধতি নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত চায় পিএসসি নভেম্বরে ৪৭তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি হবে। এ নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। কোটা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার চিন্তা-ভাবনা থাকলে তা দ্রুত করা উচিত বলে মনে করেন কমিশনের কর্মকর্তরা। শুধু বিসিএস নয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক, পুলিশের এসআই, ভূমি অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগের আগে বিষয়টির সুরাহা করা উচিত বলে একমত সংশ্লিষ্টরা। তা না হলে আইনি জটিলতায় পড়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে যেতে পারে। পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার শাখা) আনন্দ কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘সব সময় আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা সবশেষ প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করি। সেক্ষেত্রে ২৩ জুলাই, ২০২৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন সবশেষ। সেটাই আমরা অনুসরণ করবো। যদি মন্ত্রণালয় থেকে কোনো নির্দেশনা আসে, সেক্ষেত্রে সেটা মানা হবে। যেহেতু একটি বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি আসন্ন, তাই ৭ শতাংশ কোটায় যদি পরিবর্তন আনার চিন্তা-ভাবনা থাকে সেটা দ্রুত করা গেলে ভালো হবে।’ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পলিসি অ্যান্ড অপারেশন্স বিভাগের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, ‘তৃতীয় ধাপের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ নিয়ে আমরা আটকে আছি। কোটা পদ্ধতি কোনটা মানতে হবে, সেটা জানতে আইন মন্ত্রণালয়ে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। তারা মতামত পাঠালে তা মেনে কাজ করা হবে। তার মধ্যেই আবারও পরিবর্তন হলে ঝামেলা আরও বাড়বে। সেজন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলে প্রার্থীরা উপকৃত হবে, আমাদেরও কাজ করতে সুবিধা হবে।’ দ্রুত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে একমত হাসনাত আব্দুল্লাহও। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এতদিন সরকারি চাকরির তেমন সার্কুলার ছিল না। এখন যেহেতু বিসিএসসহ বিভিন্ন জায়গায় সার্কুলার হবে, সেক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটা বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় লাগবে, এটা বলা যাবে না।’ কোটা সংস্কারে ইতিবাচক সরকার, চলছে আলোচনা ৭ শতাংশ কোটা পদ্ধতিতে পরিবর্তন নিয়ে সরকারও ইতিবাচক বলে জানিয়েছেন খোদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও। তাদের ভাষ্য, বিষয়টি নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা যত দ্রুত প্রস্তাব দেবেন, তত দ্রুত এটা করা সম্ভব হবে। বাস্তবতা হলোড়তাদের দেওয়া রূপরেখায় সরকার বাস্তবায়ন করবে। কোটা পদ্ধতিতে আবারও সংস্কার আনার বিষয়টি গণমাধ্যমে কথা বলতে নারাজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ বিভাগের একজন কর্মকর্তা নাম ও পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘এটা নিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। নানা ব্যস্ততায় তা এগোয়নি। শিক্ষার্থীরা চাইলে হয়তো দ্রুত সেটা নিয়ে কাজ শুরু হবে। সম্ভবত কোটা কিছুটা বাড়তে পারে।’ একই মন্ত্রণালয়ের সংস্কার ও গবেষণা বিভাগের আরেকজন কর্মকর্তা বলেন, ‘যত দূর জানি, শিক্ষার্থীর্‌মানে যারা সমন্বয়কের দায়িত্বে রয়েছেন তারা নারী, পিছিয়ে পড়া জেলা কোটা, মাইনরিটিসহ কিছু কোটা বাড়াতে চান। সেক্ষেত্রে কোটা ১০ শতাংশ বা তার বেশিও হতে পারে। আবার মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটা ৫ শতাংশের জায়গায় কিছুটা কমিয়ে অন্য কোটার জন্য বরাদ্দ দেওয়ার আলোচনাও রয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে সেটা সবাইকে জানানো হবে।’ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুর রউফ বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে ওই সময়ে (২৩ জুলাই) প্রজ্ঞাপন হয়েছিল। এটাতে পরিবর্তন আনতে হলে আবার আইনি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন আছে কি না, সেটাও আলাপ করে দেখতে হবে। বিষয়টি নিয়ে সরকারের উর্ধ্বতনরা কোনো নির্দেশনা দিলে তখন আমরা দেখবো।’ আইনগত দিক নিয়ে জানতে চাইলে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার অনীক আর হক বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি। এখন এ নিয়ে কিছু বলাও সম্ভব নয়।’

কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ফলাফল ও ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটে (https://acas.edu.bd) পাওয়া যাবে। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিভাসু) উপাচার্য ও কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লুৎফুর রহমানের সভাপতিত্বে তার অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় ফলাফল চূড়ান্ত করা হয়। উল্লেখ্য, সিভাসু'র সার্বিক তত্ত্বাবধানে কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষা গত ২৫ অক্টোবর সারাদেশে ১১টি কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। এবার কৃষি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্বমোট আসন রয়েছে ৩ হাজার ৭১৮টি। আবেদন করেছিল ৭৫ হাজার ১৭ জন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ৫১ হাজার ৮৩৬ জন ভর্তিচ্ছু। ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ছিল ৬৯.১০ শতাংশ। কৃষিগুচ্ছে থাকা ০৯টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো-বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (আসন সংখ্যা-১১১৬), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (আসন সংখ্যা-৪৩৫), শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (আসন সংখ্যা-৬৯৮), পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (আসন সংখ্যা-৪৪৮), চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (আসন সংখ্যা- ২৭০), সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (আসন সংখ্যা-৪৩১), খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (আসন সংখ্যা-১৫০), হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (আসন সংখ্যা-৯০) ও কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (আসন সংখ্যা-৮০)।

গণঅভ্যুত্থান: আহত শিক্ষার্থীদের

ফি মওকুফের ব্যবস্থা নেবে। ’আহত শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের বর্তমান পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেতন বা টিউশন ফি মওকুফের এ সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়। এতে আরও বলা হয়, সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

আমাদের হাতে তো জাদুর চেরাগ

বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবো। এটা চলতে দেওয়া যায় না। এটা আগে চলেছে, এখন বন্ধ করতে হবে। রেল রুট রেশনালাইজেশনের জন্য কাজ শুরু হবে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, অনেক জায়গায় যাত্রী বেশি থাকলেও স্টেশন নাই, আবার যাত্রী তেমন না থাকলেও স্টেশন আছে। সেক্ষেত্রে রেল রুট রেশনালাইজেশনের জন্য আমরা কাজ করা শুরু করব। এটার জন্য আমাদের সময় দিতে হবে, আমাদের হাতে তো আর জাদুর চেরাগ নেই। প্রত্যেক সমস্যার গভীরে যেতে চাচ্ছি। এছাড়া রেলের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে ফাওজুল কবির খান বলেন, আমরা প্রকল্প রিভিউ করছি। অনেক প্রকল্প হয়ে গেছে, আমরা চেষ্টা করছি, কীভাবে সেগুলোর ব্যবহার বাড়ানো যায়। সামনের প্রকল্প আমরা যাত্রীস্বার্থ বিবেচনা করে আনবো। কারো পছন্দের জন্য আর রেললাইন যাবে না, রেলস্টেশন হবে না। অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প পুনর্বিবেচনায় কাজ করব।

ওএমএসর ভর্তুকি মূল্যে কৃষিপণ্য

ওএমএস কর্মসূচি-২০২৪’ উদ্যোগ নেয়। কৃষিপণ্য ওএমএস কর্মসূচি'র আওতায় ডিম, আলু, পেঁয়াজ, পটল, পেঁপে, করলা, কচু, শসা, লাউসহ কয়েকটি কৃষিপণ্য বিক্রি করা হচ্ছে। ক্রেতারা ১ ডজন ডিম ১১০ টাকা, ১ কেজি আলু ৩০ টাকা, ১ কেজি পেঁয়াজ ৭০ টাকা, ১ কেজি কাঁচা পেপে ১৫ টাকা, ১ কেজি পটল ৩০ টাকা, ১ কেজি করলা ৪০ টাকা, ১ কেজি শসা ১৫ টাকা, ১ কেজি কচু ৩০ টাকা, ১ পিস লাউ ২০ টাকা দরে কিনতে পারছেন। সপ্তাহের সাত দিনই এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু আছে। এছাড়াও সব গ্রাহক যেন পণ্য পায় তা নিশ্চিত করার জন্য প্যাকেজ আকারে এসব পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে এবং একইসঙ্গে সব পণ্যের সর্বোচ্চ ক্রয়সীমাও উল্লেখ করা হচ্ছে। এদিকে প্রাথমিকভাবে ১৫ অক্টোবর থেকে ঢাকা মহানগরীর ২০টি পয়েন্টে কৃষিপণ্য ওএমএস কর্মসূচির আওতায় ভর্তুকি মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য বিক্রি শুরু করা হয়। পরবর্তীতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের ভিত্তিতে ১৮ অক্টোবর থেকে ঢাকা মহানগরীতে আরও ১০টি পয়েন্ট বাড়ানো হয়। বর্তমানে খাদ্য ভবন, রামপুরা, দক্ষিণ খান, উত্তরখান, নতুন বাজার, উত্তর মুগদা, বাসাবো, বছিলা, রূপনগর, মিরপুর, কালসি, কামরাঙ্গীরচর, গাবতলী, হাজারীবাগ, রাজারবাগ, মালিবাগ, কাঁঠালবাগান, রায়েরবাজার, পলাশীমোড়, মহাখালী, বেগুনবাড়ি, জিগাতলা, মোহাম্মদপুর, আদাবর, তালতলা, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ ও বিএডিসিসহ (৪টি) মোট ৩০টি পয়েন্টে ভর্তুকি মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য বিক্রি হচ্ছে। এর পাশাপাশি ২২ অক্টোবর থেকে চট্টগ্রাম মহানগরীর স্বল্পআয়ের মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে ৫টি পয়েন্টে কৃষিপণ্য ওএমএস কর্মসূচির আওতায় ভর্তুকি মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য বিক্রি কার্যক্রম শুরু করা হয়। সরকারি এ কর্মসূচি চালুর পর নিম্নআয়ের মানুষের মধ্যে এটি ব্যাপক সাড়া ফেলায় ২৭ অক্টোবর থেকে চট্টগ্রাম মহানগরীতে আরও পাঁচটি পয়েন্ট বাড়ানো হয়। চট্টগ্রাম মহানগরীতে বর্তমানে চকবাজার, দেওয়ানহাট, ষোলশহর, ফিরিঙ্গিবাজার, ফিরোজশাহ্‌, সিটি গেইট, হালিশহর, আগ্রাবাদ, বহদ্দারহাট ও ফ্রি-পোর্টসহ মোট ১০টি পয়েন্টে ভর্তুকি মূল্যে কৃষিপণ্য ওএমএস কর্মসূচি চলছে। এছাড়াও খুলনা মহানগরীর নিম্নআয়ের মানুষদের স্বস্তি প্রদানে ২৮ অক্টোবর থেকে পাঁচটি পয়েন্টে চালু হয়েছে কৃষিপণ্য ওএমএস কর্মসূচি। মহানগরীর শিববাড়ি মোড়, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড়, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খালিশপুর ও দৌলতপুরে কৃষিপণ্য ওএমএস কর্মসূচির আওতায় ভর্তুকি মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য বিক্রি কার্যক্রম চলছে।

ড. ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ

মাধ্যমে বিশ্বে সকল প্রাণের জন্য মঙ্গলজনক এমন প্রযুক্তির জন্য কাজ করি।'তিনি বলেন, ড. ইউনূস অন্তহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ইতিবাচক প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের মডেলগুলোর একটি সিরিজ তৈরি করেছেন।বিনোদ খোসলা উল্লেখ করেন যে ১৯৯৬ সালে তি. ইউনূস বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কয়েক হাজার দরিদ্র নারীর হাতে মোবাইল ফোন তুলে দিতে সফল হয়েছিলেন, যাতে তারা নিজ উদ্যোগে অর্থ উপার্জন করতে পারে।নিবন্ধে বলা হয়, 'আমি জনজীবন ও পরিবেশ রক্ষায় উৎসাহী। অধ্যাপক ইউনূস ১৯৯৫ সালে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন যেটি ১ দশমিক ৮ মিলিয়ন সোলার হোম সিস্টেম এবং ১ মিলিয়ন ক্লিন কুক স্টোভ ইনস্টল করেছে। এটিও মূলত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলেই হয়েছে। এতে বলা হয়, গ্রামীণ ব্যাংকের অবদানও এখানে স্মরণীয়, যা ১০ মিলিয়নেরও বেশি দরিদ্র নারীদের ৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দিয়েছে। এই ক্ষুদ্রঋণ থেকে অনেকেই উপার্জনের পথ খুঁজে পেয়েছেন। ভারত এবং অন্যান্য অনেক দেশেও একই মডেলে কাজ হয়েছে।নিবন্ধে বলা হয়, জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশ, যেখানে ১৭০ মিলিয়নেরও বেশি লোক বাস করেন। এটি এমন একটি দেশ যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা বাস করে, অথচ যার আয়তন ইলিনয় রাজ্যের সমান।বিনোদ খোসলা বলেন, বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা ইউনূসের সাফল্য কামনা করেন। আমি তাদের অন্যতম। কিন্তু এমনও অনেকে আছেন যারা তাকে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ব্যর্থ করতে চায়; অনেকে তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে মিথ্যা বয়ানও ছড়িয়ে যাচ্ছেন।

খোসলা ড. ইউনূসের মূল্যবোধ, তাঁর পদ্ধতি ও প্রাথমিকভাবে তাঁর নেতৃত্বের ফলাফল নিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি জানাতে গিয়ে বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দুই মাসে তিনি পুলিশ বাহিনীকে কাজে ফিরিয়েছেন, যা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করেছে। সনাতন ধর্মাবলম্বী-সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা নিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করেছেন, আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে পরামর্শ দিয়েছেন সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে (যেটি তিনি দায়িত্ব গ্রহণের সময় বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিল)।

তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে কার্যকরভাবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং নিউইয়র্কে থাকাকালীন বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে ৫০টিরও বেশি ফলপ্রসূ বৈঠক করেছেন।

ম খোসলা বলেন, আমি তাঁকে তাঁর ক্যারিয়ার জুড়ে যে মূল্যবোধ এবং পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখেছি নতুন ভূমিকায় কাজ করার সময়ও তিনি তা প্রয়োগ করেছেন। সেগুলো হলো- মূল বিষয়গুলোতে একটি জাতীয় ঐক্যমত তৈরি করা, কোনটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে তা নির্ধারণ করার জন্য পরীক্ষা করা, নাগরিকদের (বিশেষ করে যুবকদের) ব্যবহারিক এবং গঠনমূলক কাজে যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করা, ধর্ম, লিঙ্গ বা জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্মান করা । তিনি বাস্তববাদী ও সেইসঙ্গে প্রচ- উদ্যমী (৮৪ বছর বয়সী হওয়া সত্ত্বেও)। ড. ইউনূসের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটি সরকারকে নেতৃত্ব দেওয়া সামাজিক ব্যবসা এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান চালানোর চেয়ে বহুগুণ বেশি কঠিন হতে পারে। ক্ষমতা হারানো পূর্ববর্তী সরকার দ্বারা সুবিধাপ্রাপ্ত একটি গোষ্ঠীও চায় তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোক। বছরের পর বছর ক্ষমতার বাইরে থাকা দলটি দ্রুত ফিরতে চায়। তবে আমি বিশ্বাস করি ইউনূস তার কাজ করে যেতে পারবেন।

গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের জনগণ এবং সারা বিশ্বের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে ৯২ জন নোবেল বিজয়ীসহ ১৯৮ জন বিশ্ব নেতার এক চিঠিতে বিনোদ নিজেও সই করেছিলেন উল্লখ করে বলেন, সেখানে বলা হয়েছিল, ‘অধ্যাপক ইউনূসকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশের, বিশেষ করে সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করার জন্য মুক্ত হতে দেখে আমরা উচ্ছ্বসিত, যে আহ্বান তিনি ছয় দশক ধরে অত্যন্ত জোরালোভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন।’ এই ভূমিকায় তার প্রথম দিকের সাফল্য বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য শুভ সূচনা।ব্যর্থ বাংলাদেশের তুলনায় একটি সফল বাংলাদেশ ভারতের শক্তিশালী মিত্র হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বিনোদ খোসলা বলেন, আমাদের সবার উচিত অধ্যাপক ইউনূসের এই গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তীকালীন ভূমিকার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার দিকে মনোনিবেশ করা, কারণ বাংলাদেশের সম্ভাবনায় পৌঁছানোতেই ভারতের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষিত হবে।

৪০ কোটি পাঠ্যবই ছাপছে এনসিটিবি

বন্ধ, ইন্সপেকশন এজেন্ট নিয়োগে সতর্কতা, গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে মনিটর, সেনাবাহিনীর হাতে বইয়ের কিছু অংশ ছাপার দায়িত্ব দেওয়াসহ কয়েকটি উদ্যোগের কারণে এবার ভালো মানের কাগজেই পাঠ্যবই যাবে বলে আশা করা যায়। বছরের শুরুতেই নতুন বই সব শিক্ষার্থী পাবে না মন্তব্য করে তিনি বলেন, হাতে একেবারে সময় কম। স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে এনসিটিবির উচিত দ্রুত ছাপাখানাগুলোকে কাজ দেওয়া। সেটি তো করা হচ্ছে না। শেষ সময়ে একসঙ্গে সব লটের কার্যাদেশ দেওয়া হলে ছাপাখানার ওপর চাপ বাড়বে। ছাপাখানার মালিকদের এত দ্রুত বই ছাপিয়ে দেওয়ার সক্ষমতা নেই। এনসিটিবি বলছে, সব পাঠ্যবইয়ের পরিমার্জন শেষ না হলেও এরই মধ্যে প্রাথমিকের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির সব বইয়ের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করে ছাপাখানায় পাঠানো হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বইয়ের পাণ্ডুলিপির কাজ শেষে এক সপ্তাহের মধ্যে ছাপাখানায় যাবে। মাধ্যমিকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির বইয়ের কাজ চলছে পুরোদমে। কবে নাগাদ এসব শ্রেণির বইয়ের পরিমার্জন শেষ হবে, তা এখনই জানাতে পারেনি এনসিটিবি। জানতে চাইলে এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান বলেন, আমরা বই পরিমার্জন ও সংশোধন করছি। তাছাড়া এবার এক দফা টেন্ডার বাতিল করতে হয়েছে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে এটা হয়েছে। তারপরও আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা রয়েছে। আশা করি, সব শিক্ষার্থী বছরের শুরুর দিনে নতুন বই হাতে পাবে। ২০১০ সাল থেকে সরকার বছরের শুরুতে সারাদেশের সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই দিয়ে আসছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রতি বছর এ কাজ করে থাকে। এবার অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিলেও কাজের প্রক্রিয়া একই থাকছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক সরকারের আমলে বই ছাপার কাজের টেন্ডার একচেটিয়াভাবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পেলেও এবার তাতে কিছুটা স্বচ্ছতা আনা হচ্ছে। বই ছাপার কাজে সংশ্লিষ্টতা থাকছে সেনাবাহিনীরও।

গাজীপুরে বসতবাড়িতে ঢুকে গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের শ্রীপুরে বসতবাড়িতে ঢুকে গৃহবধূ স্মৃতি রানি পালকে (২৪) কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। তিনি ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের সুনীল পালের মেয়ে। গত সোমবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বরমীবাজারের কামারপট্টি এলাকার নিমাই চন্দ্রের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। তবে কী কারণে কে বা কারা তাকে হত্যা করেছে তা জানা যায়নি। নিহত স্মৃতি রানি পালের স্বামী কাব্য সরকার শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পশ্চিমখণ্ড গ্রামের কেশব চন্দ্র সরকারের ছেলে। বাবার সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে বরমীবাজার কামারপট্টি এলাকায় নিহতের মামা নিমাই চন্দ্রের বাড়িতে বসবাস করতেন। পুলিশ ও বরমী বাজার এলাকার লোকজন জানান, গত সোমবার রাত পৌনে ১২টার দিকে বরমীবাজার কামারপট্টি এলাকার নিমাই চন্দ্রের বাড়িতে হামলা করে দুর্বৃত্তরা। পরে স্মৃতি রানি পালের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এসে তাকে আহতাবস্থায় উদ্ধার করে। শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রতিবেশী শ্রীপুর উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমন বলেন, রাতে নিমাই চন্দ্রের বাড়িতে চিৎকার শুনে গিয়ে স্মৃতি রানি পালকে রক্তাক্ত অবস্থায় বারান্দায় পড়ে থাকতে দেখি। আমি ঘটনাস্থল থেকে ভোর ৫টার দিকে বাসায় এসেছি। মর্মান্তিক এ ঘটনা কে বা কারা ঘটিয়েছে তা বলা যাচ্ছে না। নিহত স্মৃতি রানি পালের বাবা সুনীল পাল বলেন, গত সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে স্মৃতির সঙ্গে কথা হয়। তার স্বামী সন্ধ্যায় ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন বলে জানায়। এর কিছুক্ষণ পর স্মৃতির স্বামী কাব্য আমাকে ফোন করে বলে স্মৃতি অসুস্থ হয়ে গেছে। তাকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাচ্ছে। পরে ওই হাসপাতালে গিয়ে স্মৃতির লাশ দেখতে পাই। শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক সুদেব চক্রবর্তী বলেন, গৃহবধূ স্মৃতি রানি পালকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। তার ডান হাতের কবজির পাশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। শ্রীপুর থানার এসআই হারুন-অর রশিদ বলেন, গৃহবধূ স্মৃতি রাণীর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গৃহবধূর স্বামী কাব্য সরকারকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে একটি দা উদ্ধার করা করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ ২ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ ছয় জনের মধ্যে সোহেল (২০) ও ইসমাইল (১১) নামে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনিস্টিউটের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল মঙ্গলবার ভোরে ইসমাইল এবং সকাল ৯টার দিকে সোহেল মারা যান। বার্ন ইনিস্টিউটের আবাসিক সার্জন মো. তরিকুল ইসলাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সোহেলের শরীরের ৭০ শতাংশ এবং ইসমাঈলের ৫৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। বাকিদের অবস্থাও শঙ্কামুক্ত নয়। গত ২৫ অক্টোবর রাত ১১টার দিকে রূপগঞ্জ ডরগাঁও গ্রামের একটি টিনসেট বাসায় জমে থাকা গ্যাস থেকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে ওই বাসার ছয় জন দগ্ধ হন। পরে তাদের বার্ন ইনস্টিউটে ভর্তি করা হয়। দগ্ধ অন্যরা হলেন-বাবুল (৪৭), সেলি (৩৬) মো. সুয়েল (২২) মুন্নি (২০) ও তাসলিমা (১৩)।

চুক্তিতে হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডা. আবদুল ওয়াদুদ

স্টাফ রিপোর্টার : চুক্তিতে আরও দুই বছরের জন্য জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক থাকছেন অধ্যাপক ডা. আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার তাকে আরও দুই বছরের জন্য নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৪৯ অনুযায়ী অধ্যাপক ডা. আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরীকে তার অবসরোত্তর ছুটি ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি স্থগিতের পর ২৬ অক্টোবর অথবা যোগদানের তারিখ থেকে দুই বছর মেয়াদে ইনস্টিটিউটের পরিচালক কাম অধ্যাপক (কার্ডিওলজি) পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হলো।

চাঁদপুর শহরে অস্ত্র নিয়ে কিশোর গ্যাংয়ের মহড়া-হামলা, আটক ৮

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুর শহরে আবারও কিশোর গ্যাং অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিয়ে হামলা চালিয়েছে। পৃথক ঘটনায় দুই কিশোরকে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। এসব ঘটনায় থানায় মামলা হয় এবং দুজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। গত কয়েকদিন কিশোর গ্যাংয়ের অস্ত্রের মহড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শহরের বাসিন্দারা। গত সোমবার সন্ধ্যায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাহার মিয়া, থানা পুলিশ ও ডিবি পুলিশ সদস্যরা শহরে অভিযান চালান। এ সময় আট জনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শহরের কালিবাড়ী, কোর্ট স্টেশন, সিএনজিচালিত অটোরিকশা স্ট্যান্ড, রেললাইন, মিশন রোড, হাসান আলী সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠ, বড় স্টেশন ও প্রেসক্লাব সড়কে অভিযান চালানো হয়। এ সময় সন্দেহভাজন কিশোর ও যুবকদের তল্লাশি করে পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ওসি বাহার মিয়া হাসান আলী স্কুল মাঠ এলাকায় থেকে ইয়াবাসহ বাবুরহাট এলাকার শুকুর শেখের ছেলে শামীম শেখ ওরফে মান্না ও মনির মিজির ছেলে তাসফির মিজিকে আটক করেন। চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাহার মিয়া বলেন, শহরের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে এটি পুলিশের নিয়মিত অভিযান। আটক কিশোরদের বিষয়ে যাচাই বাছাই শেষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং তাদের অভিভাবকদের ডাকা হবে। তিনি আরও বলেন, অভিযানকালে আমরা রেললাইন এলাকায় সন্ধ্যার পর কিশোর বয়সীরা যাতে আড্ডা না দিতে পারে, সে বিষয়ে স্থানীয়দের সতর্ক করেছি। সেই সঙ্গে শহরের অটোরিকশা স্ট্যান্ডের ব্যবসায়ীদের কিশোর গ্যাং বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্যও বলা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইয়াসির আরাফাত বলেন, শহরে কিশোর গ্যাং দমাতে পুলিশ ও ডিবি যৌথ অভিযান চালিয়েছে। এ সময় সন্দেহভাজন কয়েকজন কিশোরকে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি মাদকসহ দুজনকে ধরতে সক্ষম হয় পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হবে। এর আগে, রোববার সন্ধ্যায় শহরের ছায়াবানী এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে এক পক্ষের দেশীয় অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হয় ঢালীর ঘাট এলাকার স্কুলছাত্র রাশেদ (১৫)। পূর্ব শত্রুতার জেরে তাকে ধাওয়া করে সড়কে ফেলে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করা হয়। পরে তাকে চাঁদপুর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তারও আগে, শনিবার রাতে শহরের পুরাণ বাজার জাফরাবাদ এলাকায় ওয়াজ শুনতে গিয়ে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় আহত হয় আল-আমিন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সিফাত পাটোয়ারী। তাকেও চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

ছুরিকাঘাতে সদ্যবিবাহিত প্রবাসফেরত তরুণের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : দুই সপ্তাহ আগে সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরেন তরুণ প্রবাসী সোহান আহমদ (২৩)। সাত দিন আগে বিয়ে করে নববধূকে ঘরে তোলেন। স্বপ্ন ছিল স্ত্রীকে নিয়ে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমাবেন। কিন্তু তার আগেই এলোমেলো সব। ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারালেন সোহান। হাতে থাকা মেহেদির রঙ এখনো ওঠেনি, তার আগেই পাড়ি জমালেন না ফেরার দেশে। গত সোমবার সন্ধ্যায় হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলা ও সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার সীমান্তে অবস্থিত ইনাতগঞ্জ বাজারে প্রতিপক্ষের হামলায় প্রাণ হারান সোহান আহমদ। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন দুজন। নবীগঞ্জ থানার ওসি মো. কামাল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ যায়। হত্যাকাণ্ডের স্থান জগন্নাথপুর থানা এলাকায়। নিহত সোহান ইনাতগঞ্জ ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের সিরাজ মিয়ার ছেলে। আহতরা হলেন সোহানের চাচাতো দুই ভাই নুর আলমের ছেলে মোসাদ্দেক আলম (২৪) ও আবু সায়েদের ছেলে শহীদুল্লা (২৫)। আহতদের মধ্যে মোসাদ্দেকের অবস্থা সংকটাপন্ন। নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, দুই সপ্তাহ আগে সৌদি আরব থেকে দেশে আসেন সোহান আহমদ। এক সপ্তাহ আগে পাঞ্জারাই গ্রামে বিয়ে করেন। স্ত্রীকে নিয়ে যুক্তরাজ্য যাওয়ার কথা ছিল তার। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত সোমবার সন্ধ্যায় ইনাতগঞ্জ ইউনিয়নের উমরপুর গ্রামের মৃত গিয়াস উদ্দিনের ছেলে নুরকাছ ও তার সহযোগীদের সঙ্গে সোহানের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে সোহানের ওপর হামলা চালায় তারা। দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন সোহান, কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। ইনাতগঞ্জ বাজারের গলিতে ফেলে প্রকাশ্যে নুরকাছ ও তার সহযোগীরা ধারালো ছুরি দিয়ে সোহানকে একাধিক জখম করে। এ সময় সোহানকে বাঁচাতে মোসাদ্দেক ও শহীদুল্লা এগিয়ে এলে তাদেরও ছুরিকাঘাত করা হয়। ইনাতগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান ও নিহত সোহানের চাচা মাসুদ আহমেদ জিহাদী জানান, গুরুতর অবস্থায় সোহান ও মোসাদ্দেককে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। শহীদুল্লাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। সন্ধ্যা ৭টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোহানের মৃত্যু হয়। তিনি বলেন, আমার ভাতিজাকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারীরা এলাকায় নানা অপকর্মে জড়িত। প্রতিনিয়ত তারা অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আগেও একাধিকবার অপরাধ কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। দুই সপ্তাহ আগে সৌদি আরব থেকে দেশে আসে সোহান, তার স্বপ্ন ছিল বিয়ে করে স্ত্রীসহ যুক্তরাজ্যে যাবে, এজন্য গত এক সপ্তাহ আগে পাঞ্জারাই গ্রামে বিয়ে করে। কিন্তু তার স্বপ্ন আর সত্যি হলো না। ইনাতগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নোমান হোসেন বলেন, সোহানের বাসার সামনে নুরকাছ ও তার এক সহযোগীর মধ্যে পাওনা টাকা নিয়ে বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে সোহান ঘটনাস্থলে গিয়ে নুরকাছকে বলেন, তার বাসার সামনে যেন কোনো ঝামেলা না করেন তারা। এতে সোহানের ওপর ক্ষিপ্ত হয় নুরকাছ ও তার সহযোগীরা। একপর্যায়ে সোহানের ওপর তারা হামলা চালায়। সোহানের মৃত্যুর খবরে নববধূসহ নিহতের পরিবারে চলছে মাতম। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। অভিযুক্তদের অবিলম্বে আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

হবিগঞ্জে মা-মেয়েকে গলা কেটে হত্যায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার দিগাম্বর বাজারে মা ও মেয়েকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় তিন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে তাদের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হবিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-২ আদালতের বিচারক মো. ইয়াছির আরাফাত এ রায় দেন। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- আমীর হোসেন, আবদুল হান্নান ও মনির মিয়া। রায় ঘোষণার সময় আসামি তিনজনকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সালের ১১ মার্চ গভীর রাতে হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার দ্বিগাম্বর বাজারে একটি ভাড়া বাসায় অঞ্জলী দাস (৩৫) ও তার মেয়ে পূজা দাসকে (৮) গলা কেটে হত্যা করে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা লুট করা হয়। তারা লামাপুটিজুরী গ্রামের সবজি ব্যবসায়ী সঞ্জিত দাসের স্ত্রী ও মেয়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলের পাশ থেকে আমীর হোসেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ ব্যাপারে ঘটনার পরদিন সঞ্জিত দাস বাহুবল মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। পরে আমীর হোসেন আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিতে হত্যার দায় স্বীকার করে আবদুল হান্নান ও মনির মিয়ার নাম প্রকাশ করেন। পরে মামলাটি তদন্ত করেন বাহুবল মডেল থানার সেই সময়ের ওসি আলমগীর কবির ও প্রদীপ কুমার দাশ। মামলার তদন্ত শেষে তিনজনের নামে ২০২২ সালের ৩১ আগস্ট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তারা। মামলায় ২০ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। দীর্ঘ শুনানি শেষে অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় গতকাল মঙ্গলবার এ রায় দেন বিচারক। রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মামলার বাদী সঞ্জিত দাস। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অতিরিক্ত পিপি অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান খান বলেন, এ রায়ে রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট। তিনি দ্রুত এ রায় বাস্তবায়নের দাবি জানান। এদিকে আদালতে আসা আসামিদের স্বজনরা জানান, এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন তারা।

সুনামগঞ্জে মা-ছেলের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : সুনামগঞ্জে বসত ঘর থেকে ফরিদা বেগম (৪৫) ও তার ছেলে মিনহাজ উদ্দিনের (২০) গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে এসপি বাংলো সংলগ্ন হাসননগর এলাকার একটি ঘর থেকে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে পুলিশ লাশ দুটি উদ্ধার করে। খবর পেয়ে সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। নিহতদের গ্রামের বাড়ি জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলায়। নিহতের স্বজনদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, পৌর শহরের এসপি বাংলো এলাকার একটি বাসায় ফরিদা বেগম তার ছেলে ভাড়া থাকতেন। পাশের কক্ষে তার খালাতো বোন ও বোনের ছেলেকে ভাড়া দিয়েছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে বাসায় গৃহকর্মী এসে ঘর খোলা ও মা-ছেলের লাশ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে স্বজনদের খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে লাশ উদ্ধার করে। সুনামগঞ্জ সদর থানার ওসি নাজমুল হক বলেন, গত সোমবার দিবাগত রাতে কোনো একসময় মা-ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার সময় ঘরের দরজা খোলা ছিল, মরদেহে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। পারিবারিক বিরোধ থেকেই এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অবশ্য সিআইডির ক্রাইম সিন আলামত সংগ্রহের পর ক্লু মিলতে পারে। সুনামগঞ্জ পুলিশ সুপার আ ফ ম আনোয়ার হোসেন খান বলেন, পারিবারিক কলহের জেরে ডাবল মার্ডারের ঘটনা ঘটতে পারে। সিআইডি ও পিবিআই এসে আলামত সংগ্রহ করেছে। তিনি বলেন, বাসায় থাকা খালাতো বোনের ছেলে ফয়সাল ও ফাহমিদ পলাতক রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহ থেকে তাদের হত্যা করা হতে পারে। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতের পর নিহতদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে বলে জানান তিনি। নিহত ফরিদা বেগম খালা-চাচি দুই সম্পর্কে আত্মীয় হন জানিয়ে রুপজ আহমদ নামে এক যুবক বলেন, তিনি ঢাকায় থাকেন। বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। সকালে তাদের কাছে ফোন যায় কে বা কারা তাদের ঘরে অ্যাটাক করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে এসে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দেখতে পান। যেহেতু এসপির বাংলোর কাছেই ঘটনা, তাই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করে হত্যাকারীদের আইনের আওতায় এনে চূড়ান্ত শাস্তির দাবি জানান তিনি।

মহাখালী ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনায় নিহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মহাখালী ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি মারা গেছেন। নিহত মিলন (৪০) পিকআপ গাড়ির চালক ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার এই তথ্য নিশ্চিত করে পুলিশ। গত সোমবার দিবাগত রাত ১টার দিকে মহাখালী ফ্লাইওভারের ওপরে ঘটনাটি ঘটে। দেখতে পেয়ে পথচারীরা ওই ব্যক্তিকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক রাত সোয়া ২টার দিকে মিলনকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতালে পথচারী জহিরুল ইসলাম জানান, গতরাত ১টার দিকে মহাখালী ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে প্রাইভেটকার নিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ওই ব্যক্তি রক্তাক্ত অবস্থায় আমার গাড়ির সামনে পড়েন। পরে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে এলে মারা যান তিনি। জহিরুল ইসলাম আরো জানান, ওই ব্যক্তি পিকআপ চালক। তার সঙ্গে পিকআপের হেলপারও ছিলেন। মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে পিকআপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন হাত থেকে মোবাইল ফোন রাস্তায় পড়ে যায়। পিকআপ থামিয়ে মোবাইল আনতে রাস্তায় গেলে যেকোনো একটি যানবাহনের চাপায় গুরুতর আহত হন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, রাতে মহাখালী থেকে ওই ব্যক্তিকে মুমূর্ষু অবস্থায় পথচারীরা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন মিলনকে। ময়নাতদন্তের জন্য তার লাশ মর্গে রাখা হয়েছে বলেও জানান ফারুক।

সাভারে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে বাসের যাত্রী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভারে ছিনতাইকারীর এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে আসাদুজ্জামান নামে এক বাসের যাত্রী নিহত হয়েছেন।

গোমস্তাপুরে সরকারি চাল গায়েব

করতে হয়। একই ইউনিয়নের হালিমা তালিমুল কুরআন নুরানী ও ক্বওমী মাদ্রাসা এতিমখানার সভাপতি আব্দুল্লাহ আনসারী বলেন আমাদের দেয়া বরাদ্দ ২ টন চাউলের পরিবর্তে ২৭ হাজার টাকা দিয়েছে। বরাদ্দের ২ টন চাউলের কথা জিজ্ঞেস করলে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেয়া হয় । এভাবে তারা ২১ টির মধ্যে ১৬টি প্রতিষ্ঠানে চালান আত্মসাৎ করে। অনুসন্ধানে আরও বেরিয়ে আসে মুক্তারুল ও সেরাজুলসহ বিভিন্ন চিহ্নিত দালাল চক্র এ অপকর্মের সাথে জড়িত। তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম সরকারী বরাদ্দ নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দকৃত চাউল প্রতিষ্ঠানকে না দিয়ে নামমাত্র কিছু টাকা দিয়ে চাল আত্মসাৎ করে । প্রতিষ্ঠানগুলো নায্য পাওনা চাইতে গেলে দেওয়া হয় বিভিন্ন হুমকি। এদিকে বোয়ালিয়া ইউনিয়নের আদর্শগ্রাম প্রি-ক্যাডেট নূরানী মাদ্রাসায় খোঁজ নিতে গেলে প্রকল্প কমিটির সভাপতি তুহিন রেজা বলেন তারা আমাকে ২ টন চাউলের পরিবর্তে ৩০ হাজার টাকা দিয়েছে। ত্রানের আবেদন দেওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন মুক্তারুলকে আবেদন দেয়ার কথা বলেন। একই ইউনিয়নের গৌরিপুর নুরানি হাফেজিয়া মাদ্রাসা সভাপতি শফিকুল ইসলাম বলেন ২ টন চাউলের বরাদ্দের বিপরীতে তারা ৩০ হাজার টাকা দিয়েছে। এ টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে দিয়ে দিয়েছি। এ বিষয়ে গোমস্তাপুর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান বলেন ত্রানের জন্য আবেদন (ইউএনও) অফিস ও জেলায় জমা হয়। তারপর আমার কাছে আসে যাচাই-বাছাই করার জন্য তারপর যাচাই বাছাই করে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কে বরাদ্দ দেওয়া হয়। পরে সে বরাদ্দ উঠিয়ে নিয়ে কি করলো সেটা আমাদের আর জানার বিষয় না। এ বিষয়ে খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন আমার কাছে ডিও লেটার নিয়ে আসে। সই নিয়ে কাকে চাল দিবে এবং ফরওয়ার্ডিং এ সই নিয়ে মাল দিয়ে দেওয়া হয়। ফরওয়ার্ডিং এর বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন। চাল তো প্রতিষ্ঠানে খাবে না তখন অন্য ডিলারের কাছে বিক্রি করতে হয় যে ডিলারের নামে ফরওয়ার্ডিং দেবে সে ডিলারকে দিয়ে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে অভিযুক্ত মুক্তারুল ইসলাম বলেন আমি কাগজ দিয়েছিলাম টাকা পয়সা সব সেরাজুল লেনদেন করেছে। চাল ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলাম ফোনে জানিয়েছেন টাকা পয়সা লেনদেনের বিষয়ে আমি ফোনে কথা বলতে চাই না বলে ফোন কেটে দেন। এ বিষয়ে জানতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিশাত আনজুম অনন্যা মুঠো ফোনে বলেন জেলা থেকে যখন বরাদ্দ গুলো দিয়ে দেয়, সে প্রতিষ্ঠানগুলোতে দিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমাদের দায়িত্ব শেষ। সে প্রতিষ্ঠানগুলো চাল বেঁচে কি করল না করল আমাদের মন্তব্যের বাইরে, যদি এ ধরনের দালালের খোঁজ পাওয়া যায় তাহলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিব। এদিকে জেলা প্রশাসকের ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মীর আল মুনসুর সোয়াইব মুঠো ফোনে বলেন বিষয়টি আমি শুনলাম। গোমস্তাপুরে কথা বলে আপনাকে জানাচ্ছি, পরে তিনি আর সাড়া দেননি। এ বিষয়ে আরও জানতে জেলা প্রশাসক ও জেলা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুস সামাদ মুঠোফোনে বলেন চাউলের বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই, যদি এরকম হয়ে থাকে অভিযোগ আসলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির

জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন। এরশাদের পতনের পর তিনি বিএনপিতে যোগদান করেন এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনের অংশ নিয়ে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর তিনি ২০০১ সাল পর্যন্ত পর পর নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বেল্টু সংসদ সদস্য থাকা কালে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতির ও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ জানান, শহিদুজ্জামান বেল্টুর প্রথম জানাজা গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টায় ঝিনাইদহ শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে, একই দিন জোহর বাদ কালীগঞ্জ সরকারি ভূষণ স্কুল মাঠ ও এশাবাদ তার গ্রামের বাড়ি কালীগঞ্জ উপজেলার হাসানহাটি গ্রামে জানাজা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হবে। বিএনপি নেতা শহিদুজ্জামান বেল্টুর মৃত্যুতে তার নিজ নির্বাচনী এলাকাসহ জেলাতে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুর খবর পেয়ে নেতাকর্মীরা দলে দলে ঝিনাইদহ শহরের কলাবাগান পাড়াস্থ বেল্টুর নিজ বাস ভবনে জড়ো হন। এদিকে বিএনপি নেতা বেল্টুর মৃত্যুতে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনাসহ বিএনপির সব অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ শোক জানিয়েছেন।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস রংপুরে বৃষ্টি

বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বুধবার সকাল থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত রংপুর ও খুলনা বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনে রাতের তাপমাত্রা কমতে পারে।

শেয়ারবাজারে দরপতনের কারণ

এর আগে গত রোববারও বাজারে বড় ধরনের দরপতন হওয়ায় কয়েক শতাধিক বিনিয়োগকারী মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ করেছিলেন। বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ, টানা দরপতনে পুঁজি হারিয়ে নিস্ব হয়ে গেছেন লাখ লাখ বিনিয়োগকারী। অথচ, পুঁজির নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে বিএসইসি। তারা বলছেন, বিনিয়োগকারীরা রাজপথে থাকতে চান না। কিন্তু সরকার ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা 'পতন ঠেকাতে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায়' বাধ্য হয়ে বিনিয়োগকারীরা রাস্তায় নেমে এসেছেন। বিএসইসি সূত্রে জানা গেছে, যেসব কোম্পানির শেয়ারের দরপতন সাম্প্রতিক সময়ে সূচকে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, সেসব শেয়ারের বিক্রিতে কোনো ধরনের অনিয়ম হয়েছে কি না, এ সময় ঋণ সমন্বয়ে কী পরিমাণ ফোর্সড সেল বা জোর করে বিক্রি হয়েছে, তার তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এছাড়া বাজারের পতন ঠেকাতে করণীয়বিষয়ক সুপারিশের জন্য নবগঠিত কমিটি বাজারসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করারও প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ্য, গত রোববার বিএসইসির অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ শামসুর রহমানকে প্রধান করে চার সদস্যের এ তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল সংস্থাটি। কমিটিকে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়। তদন্তের জন্য বেঁধে দেওয়া সময় কম হওয়ায় কমিটি গঠনের পরদিন থেকেই কাজ শুরু করেছে কমিটি।

নেত্রকোনায় যৌথ অভিযানে ভারতীয়

মালিক যৌথবাহিনীর কাছে নিশ্চিত করেছেন মজুতকৃত ভারতীয় চিনির মালিক পূর্বধলার নাটেরকোণা গ্রামের মৃত আফসর আলীর ছেলে মো. স্বপন মিয়া। তিনি আরও জানান, জব্দকৃত চিনি সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশের হেফাজতে দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত মামলা দায়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং সেনাবাহিনীর নিয়মিত টহল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আ.লীগ-জাপাসহ ১১ দলের কার্যক্রম

মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক শাখা-২ থেকে এ বিষয়ে গেজেট জারি করা হয়। এতে সই করেন জননিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক শাখা-২ এর সিনিয়র সচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন।

স্কুলে ভর্তিতে মুক্তিযোদ্ধার নাতি

ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর গতকাল মঙ্গলবার ভর্তির নির্দেশনা জারি করে। এতে বলা হয়, ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের শূন্য আসনসহ অন্যান্য তথ্যাদি ৩০ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বরের মধ্যে টেলিটকের লিংক gsa.teletalk.com.bd এ প্রবেশ করে টেলিটকের দেওয়া ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। সরকারি স্কুলের মতো এ বছর বেসরকারিতেও ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন ও ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এন্ট্রি শ্রেণিতে (প্রথম শ্রেণি) এবং আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে নবম শ্রেণি পর্যন্ত সব শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যাবে। নতুন শিক্ষাবর্ষ হবে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতি শ্রেণি শাখায় শিক্ষার্থী সংখ্যা হবে ৫৫ জন। নীতিমালা অনুযায়ী, এবার রাজধানীর এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বোচ্চ ভর্তি ফি নিতে পারবে ৫ হাজার টাকা। আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভর্তি ফি নিতে পারবে ৮ হাজার টাকা। তবে ইংরেজি ভার্সনে ভর্তি ফি ১০ হাজার টাকা। আর রাজধানীর প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়ন ফি ৩ হাজার টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না। একই প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রতি বছর সেশন চার্জ নেওয়া যাবে। তবে পুনঃভর্তি ফি নেওয়া যাবে না। নীতিমালায় বলা হয়েছে, 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' অনুযায়ী ৬ বছরের বেশি বয়সী শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাবর্ষের ১ জানুয়ারি তারিখে শিক্ষার্থীর সর্বনিম্ন বয়স ৫ বছর এবং ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সর্বোচ্চ ৭ বছর পর্যন্ত হবে। যেমন- ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকালে কোনো শিক্ষার্থীর বয়সসীমা সর্বনিম্ন ৫ বছর হবে। অর্থাৎ সর্বনিম্ন জন্ম তারিখ হবে ১ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত এবং সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৭ বছর পর্যন্ত, অর্থাৎ জন্মতারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত। পরবর্তী শ্রেণিগুলোতে বয়স নির্ধারণের বিষয়টি প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ধারবাহিকভাবে প্রযোজ্য হবে। শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদন ফরমের সঙ্গে অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বয়স নির্ধারণে সর্বোচ্চ ৫ বছরের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া যাবে।

নির্বাচনে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা

অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে বাধ্য করা। আর এ জন্য নির্বাচন কমিশনে দায়িত্বরতদের হাতে তাৎক্ষণিক শাস্তি বিধানের ক্ষমতা ন্যস্ত করা জরুরি। ইসি কর্মকর্তারা বলছেন, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের আচরণবিধি মানাতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিনের আগেই নির্বাচন কমিশনের প্রতি রাজনৈতিক দল তথা প্রার্থীদের মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মাঠপর্যায়ে আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হলে সার্বক্ষণিক নিবিড় তদারকি ও আইন ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের এ বিষয়টি দেখভাল করার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হলো নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা প্রতিনিয়ত আচরণবিধি ভঙ্গ করার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রতিহত করার জন্য তাকে আইনি ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। কর্মকর্তারা জানান, নির্বাচনে যেকোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনগণ মনে করেন নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। ফলে নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের ইলেক্টোরাল ম্যাজিস্ট্রেসি দেওয়া প্রয়োজন। যাতে তারা নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের ঘটনায় তাৎক্ষণিক শাস্তির বিধান করতে পারেন এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেন। প্রস্তাবনায় আরও জানানো হয়, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের ইলেক্টোরাল ম্যাজিস্ট্রেসি প্রদান করে আচরণবিধি তদারকিতে নিয়োজিত করা হলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা সহজ হবে। আরপিও প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচনী আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একটি বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে নির্বাচন কর্মকর্তাদের ইলেক্টোরাল ম্যাজিস্ট্রেসি প্রদান করতে পারে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি তদারকি করার জন্য চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে বা চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে বলে জানায় সংস্থাটি।

ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ ও ২৫২ এসআই

আমরা বাংলাদেশের জনগণের মত প্রকাশ, সমাবেশের স্বাধীনতার মতো মৌলিক স্বাধীনতা চর্চায় বিশ্বাস করি। বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দল যেই থাকুক না কেন, আমাদের বিশ্বাস এটিই এবং আমরা এই মঞ্চ থেকে তা বহুবার স্পষ্ট করেছি। এরপর মিলারের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়, বাংলাদেশে ২৫২ জন ট্রেইনি পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরকে (এসআই) চূড়ান্ত নিয়োগ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, তাদের মধ্যে যত হিন্দু ট্রেইনি এসআই ছিলেন, তাদের সবাইকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় বৈষম্যের বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কোনো প্রতিক্রিয়া আছে কি না। জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, আমি এই বিষয়ক প্রতিবেদনটি দেখিনি। তবে, আমরা বাংলাদেশে বা বিশ্বের যে কোনো জায়গায় যে কোনো ধর্মীয় বৈষম্যের বিরোধিতা করবো। তাকে আবারও প্রশ্ন করা হয়, স্টেট ডিপার্টমেন্ট কীভাবে বাংলাদেশের সরকারি চাকরিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যহীন নিয়োগের অনুশীলন সমর্থন করার জন্য বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করছে? মিলার বলেন, এ প্রসঙ্গে আমি আগে যা বলেছি, তার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য নতুন কিছু নেই। এ ধরনের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র প্রশ্নকর্তাকে বলেন, আপনি আমাকে এমন একটি প্রতিবেদন সম্পর্কে অনুমানমূলক ?উত্তর দিতে বলছেন, যা আমি দেখিনি। আমি এমনটা করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি। এরপর প্রশ্নকারী জানতে চান, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব। তিনি ডেপুটি সেক্রেটারি ভার্মা, আন্ডার সেক্রেটারি জন বাস ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু ছাড়াও এনএসসি ও গ্লোবাল অ্যান্টি-করাপশন কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র তার সম্পর্ক কীভাবে পুনর্মূল্যায়ন করছে, সে সম্পর্কে আপনার কাছে কি কোনো তথ্য আছে?

চালের আমদানি শুল্ক পুরোপুরি তুলে

আরও সহজ করতে এবং আমদানিকারকদের উৎসাহিত করতে চালের শুল্ক শতভাগ তুলে নেওয়া জরুরি বলে মনে করছে বিটিসি। বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, সম্প্রতি বন্যায় চালের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় স্থানীয় বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধি ও মূল্য স্থিতিশীল করতে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে চাল আমদানিতে বর্তমানে প্রযোজ্য শুল্ক প্রত্যাহার দরকার। কৃষি বিভাগের তথ্য দিয়ে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগস্ট-অক্টোবরে অতি বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে দুই দফা বন্যায় মোট আট লাখ ৩৯ হাজার টন চালের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এর প্রভাবে দেশের বাজারে চালের দাম বেড়ে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সরু চাল ৯ দশমিক ৯ শতাংশ, মাঝারি সরু চাল ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ এবং মোটা চাল ৭ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

রাজধানীতে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩

জামালের শরীরে ৭৫ শতাংশ এবং জামিলের শরীরে ৫৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদের সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যাচ্ছেন

আছেন। তার অবস্থা স্থিতিশীল। তিনি জানান, খালেদা জিয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাবেন সে বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও তার কার্যালয় থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কারণ তার সঙ্গে চিকিৎসক-নার্সসহ আত্মীয়স্বজন যারা যাবেন তা জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসনের লিভার ট্রান্সপারেন্ট করতে হবে। এটি যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র দুই-একটি সেন্টার রয়েছে। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ৭৯ বছর বয়সী খালেদা জিয়া লিভার সিরোসিস, হৃদরোগ, ফুসফুস, আর্থ্রাইটিস,কিডনি, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন। ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে বিভিন্ন সময়ে আইসিইউতে রেখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে তাঁকে দীর্ঘ সময়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। ছাত্র-জনতার গণ আন্দোলনে সরকার পতনের পর গত ২১ আগস্ট এভারকেয়ার হাসপাতালে এক মাস চিকিৎসাধীন থেকে বাসায় ফেরেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী।

মাদারীপুরে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে

করে পাঁচ/ছয়জনের এক দল এসে অতর্কিত হামলা চালায় তাদের ওপর। শাহজালালকে বুকের বাম পাশে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। এবং ইসমাইলকে পায়ে চাপাতি দিয়ে আঘাত করে। তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এলে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। দ্রুত তাদের উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয় তাদের। এদিকে অভিযোগ করে আহত শাহজালালের ছোট ভাই আল আমিন মোল্লা বলেন, কিছুদিন আগে আমি বিএনপির একটি ব্যানার টাঙাই। এরপরই আমাদের এলাকার শাহীন মোল্লা হুমকি-ধামকি দেওয়া শুরু করে। শাহীন ছাত্রলীগ নেতা। এ ঘটনার জেরেই আমার ভাইয়ের ওপর তারা সন্ত্রাসী হামলা চালায়। আমরা এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডা. মো. তুহিন বলেন, রাতে আহত দুইজনকে হাসপাতালে আনা হয়। একজনের বুকের বাঁ পাশে ছুরির আঘাত। অন্যজনের পায়ে জখম। আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে অবস্থা গুরুতর থাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। শিবচর থানার ওসি মো. মোকতার হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পূর্ব শত্রুতা থেকে এ ঘটনা ঘটেছে। রাতে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। তদন্ত চলছে।

হজের প্যাকেজ ঘোষণা করা হচ্ছে

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এস এম হাবিবুল হাসান, দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি রেজা হুমায়ুন ফারুক চৌধুরী শামীম, চেম্বারের পরিচালক সহিদুর রহমান পাটোয়ারী মোহন, দিনাজপুর সম্মিলিত কওমি পরিষদের সভাপতি হযরতুল আল্লাম শামসুল হুদা খানসহ বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামরা উপস্থিত ছিলেন।

চার দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে

জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এর আগে, ২৩ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে চট্টগ্রাম নগরীর খুলশী থানার তুলাতলী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার (২৫ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তার তার চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বর একদফা দাবি আদায়ের কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি। এর আগে ৭ ডিসেম্বর ডিবি পুলিশের হারুন অর রশীদ, মেহেদী হাসান ও বিপ্লব কুমার বিএনপির নয়াপল্টন কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে কার্যালয়ে ভাঙচুর চালান। কার্যালয়ের পাশে থাকা নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয় এ সময়। এতে মকবুল হোসেন নামে এক কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এ ঘটনায় গত ৩০ সেপ্টেম্বর মাহফুজুর রহমান বাদী হয়ে শেখ হাসিনাসহ ২৫৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

ফ্যাসিস্টদের বিচারের আগে

যেন নিশ্চিত করার বিষয়টি বলেছি। জুলাই গণহত্যার বিষয়ে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি কাজ করছে। আমরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছি। আমাদের হেড অফিস পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জন্য আনা অস্ত্রের

এলাকায় পৌঁছালে বোটটি থামিয়ে তল্লাশি করা হয়। স্পিডবোটে পাশাপাশি সিটে বসা দুইজন নারী-পুরুষের আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। এ সময় ব্যাগের ভেতরে দেশীয় তৈরি বিভিন্ন আকারের ৪টি বন্দুক পাওয়া যায়। পরে তাদের আটক করা হয়। এসপি রহমত উল্লাহ আরও বলেন, আটকরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের চালান তারা মহেশখালীর অস্ত্র কারখানা থেকে সংগ্রহ করেছে। আর এসব অস্ত্র টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সরবরাহের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট আইনে কক্সবাজার সদর থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

ঝালকাঠিতে আওয়ামী লীগ কর্মীকে কুপিয়ে জখম

স্টাফ রিপোর্টার : ঝালকাঠির নলছিটিতে আওয়ামী লীগ কর্মী ব্যবসায়ী রিপন হাওলাদার ওরফে 'হঠাৎ রিপন'কে কুপিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষরা। গত সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার মোল্লারহাট ইউনিয়নের কামদেবপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নলছিটি থানার ওসি আবদুস সালাম। আহত রিপন ওই এলাকার মৃত লতিফ হাওলাদারের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার মোস্তফা প্যাদার ছেলে রাজ্জাক প্যাদার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক বিরোধ চলছিল। সেই বিরোধকে কেন্দ্র করে তাকে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হাত,পা ও মাথায় কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। নলছিটি থানার ওসি আবদুস সালাম বলেন, একটি অভিযোগ পেয়েছি। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শর্ত না মেনে আত্মীয়দের পদোন্নতি দেওয়ার অভিযোগ চট্টগ্রাম ওয়াসার এমডির বিরুদ্ধে

স্টাফ রিপোর্টার : যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে নিজের দুই আত্মীয়কে পদোন্নতি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে চট্টগ্রাম ওয়াসার এমডির বিরুদ্ধে। এনিয়ে ওয়াসা সচিবের অপত্তি জানালেও একক ক্ষমতায় তাদের এ দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করেন এমডি। যা ওয়াসার প্রবিধানমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। ওয়াসার প্রবিধানমালা-২০২১ অনুযায়ী, রাজস্ব কর্মকর্তা পদোন্নতির ক্ষেত্রে অফিস তত্ত্বাবধায়ক, রাজস্ব তত্ত্বাবধায়ক বা হিসাবরক্ষক পদে নূন্যতম সাত বছর চাকরি এবং সার্টলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে ন্যুনতম দশ বছর চাকরি হতে হবে। অন্যদিকে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিধি-১ শাখার ২০২৩ সালের ১৮ এপ্রিলের স্মারক অনুযায়ী, চলতি দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে পদোন্নতির জন্য প্রণীত জ্যেষ্ঠতা সংক্রান্ত গ্রেডেশন তালিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করা এবং এই ক্ষেত্রে চাকরি সন্তোষজনক থাকলে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে বাদ দিয়ে কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না। কিন্তু ওয়াসা সূত্র জানায়, চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত মো. সালাহ উদ্দিন ও আয়েশা আখতারের চাকরির বয়স ৬ বছরেরও কম। এ ছাড়া চলতি দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা মানার কথা থাকলেও পদোন্নতির তালিকায় থাকা ১২ জনের মধ্যে ১১ ও ১২ তম ব্যক্তিদের (আয়েশা, সালাহউদ্দিন) সুপারিশ করা হয়েছে। জানা গেছে, চলতি দায়িত্ব প্রাপ্ত আয়েশা হোসেন ও মো. সালাহউদ্দিন বর্তমানে আছেন রাজস্ব তত্ত্বাবধায়ক পদে। আয়েশা ও সালাহউদ্দিন দুইজনই সম্পর্কে এমডির আত্মীয় হন। গত ২৫ আগস্ট ওয়াসা সচিব শাহিদা ফাতেমা চৌধুরী স্বাক্ষরিত চিঠিতে রাজস্ব তত্ত্বাবধায়ক সালাহউদ্দিন এবং আয়েশা হোসেনকে চলতি দায়িত্ব হিসেবে রাজস্ব কর্মকর্তার দায়িত্ব দিয়ে সুপারিশ করা হয়। যদিও এর আগে ২১ আগস্ট তিনিই (ওয়াসা সচিব) এক চিঠিতে তাদের চলতি দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। সচিবের দ্বিমত থাকার পরও ওই দুইজনকে দায়িত্ব দিতে এমডি লিখিতভাবে সুপারিশ করেন চিঠিতে। এ ব্যাপারে ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রকৌশলী একেএম ফজলুল্লাহ সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি তার মনে নেই বলে এড়িয়ে যান। এর আগে ৪ মার্চ ওয়াসার উপ সচিব নাজিম উদ্দীন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে ওই দুই কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে রাজস্ব কর্মকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। শুধু আয়েশা বা সালাহউদ্দিন নন, নিয়ম না মেনে সহকারী মিটার পরিদর্শক পদে থাকা এমডির আরও দুই আত্মীয় রাবেয়া বেগম ও নুর নাহার বেগমকে মিটার পরিদর্শকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। চাকরির শর্ত পূরণ না হওয়ার পরও দুইজনকে রাজস্ব কর্মকর্তার দায়িত্ব দেওয়ারে বিষয়ে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম ওয়াসার উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) মো. আশরাফ হোসেন বলেন, আমি এ পদে নতুন এসেছি। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। যেহেতু ওয়াসা কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেক্ষেত্রে কোনো কারণ থাকতে পারে। একই বিষয়ে ওয়াসার সচিব শাহিদা ফাতেমা চৌধুরীর সঙ্গে একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভি করেননি।

নড়াইলে বাসের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় বাসের ধাক্কায় হারেজ মোল্লা (৭৫) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে লোহাগড়া উপজেলার যশোর-কালনা মহাসড়কের বসুপটি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। হারেজ লোহাগড়া উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের গীলাতলা গ্রামের বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে হারেজ সাইকেলে করে গীলাতলা থেকে এড়েন্দা এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে বসুপটি এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে আসা নড়াইল এক্সপ্রেস নামে একটি বাস তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। এ বিষয়ে লোহাগড়া থানার ওসি মো. আশিকুর রহমান বলেন, বসুপটি এলাকায় বাসের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

খুলনা থেকে কৃষিপণ্য ছাড়াই চলছে স্পেশাল ট্রেন

স্টাফ রিপোর্টার : কৃষিপণ্য পরিবহনে স্পেশাল ট্রেনটি প্রথম দিনের মতো গতকাল মঙ্গলবারও সবজি ছাড়াই যশোর থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে গেছে। পণ্য পরিবহনে কম খরচ, নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত পরিবেশে ঢাকায় সবজি পাঠানোর সহজ পদ্ধতি হলেও চাষিরা এই বিশেষ ট্রেন ব্যবহার করছেন না। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, তিন কারণে তারা সবজি পরিবহনে ট্রেন ব্যবহার করছেন না। সেগুলো হলো- এ বছর জুলাইয়ের শেষ থেকে অক্টোবরের মাঝপর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাতে সবজি উৎপাদন কম, যশোরের যেসব ক্ষেতে সবজি রয়েছে কৃষকরা সেখান থেকেই বিক্রি করে দিচ্ছেন এবং সবজি ক্ষেত থেকে স্টেশন পর্যন্ত আনতে মাধ্যম (ভ্যান, নসিমন, করিমন ইত্যাদির ভাড়া, লেবার কষ্ট ইত্যাদি) খরচের কারণে আগ্রহ হারিয়েছেন। অবশ্য, সবজির উৎপাদন বাড়লে কৃষকরা ট্রেন ব্যবহার করবেন বলে আশা প্রকাশ রেল কর্মকর্তার। নিত্যপণ্যের দাম উর্ধ্বমুখীর কারণে নাকাল মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে দেশের ১৫টি উৎপাদক অঞ্চল থেকে কৃষিপণ্য সংগ্রহ করে দেশব্যাপী সরবরাহ নিশ্চিতের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল কর্তৃপক্ষ। তারই অংশ হিসেবে গত মঙ্গলবার সকালে খুলনা থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায় 'কৃষিপণ্য স্পেশাল ট্রেন'। সেই দিন কৃষিপণ্য বা খাদ্যসামগ্রী বুকিং ছাড়াই যশোর থেকে ঢাকার উদ্দেশে যায় ট্রেনটি। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে গতকাল মঙ্গলবারও। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ যশোর রেলওয়ে স্টেশনে থামে বিশেষ এই ট্রেনটি। মিনিট দশেক বিরতির পর ফের ঢাকা অভিমুখে চলে যায় সবজি বা খাদ্যপণ্য বুকিং ছাড়াই। বিশেষ এই ট্রেনের পরিচালক শেখ কামরুজ্জামান বলেন, ঠিক সময়েই আমরা খুলনা থেকে রওনা দিয়েছি। সেখান থেকে কোনো সবজি ওঠেনি। যশোর স্টেশন ত্যাগ করছি একইভাবে। কেন ট্রেনে কৃষকরা সবজি পাঠাচ্ছেন না, সে বিষয়ে আমি বলতে পারবো না। এদিকে, সবজিচাষি ও সবজির ব্যাপারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, যশোর থেকে ট্রেনে সবজি পাঠানো হচ্ছে, বিষয়টি তারা প্রথম দিকে জানতেন না। ব্যাপারী আতিয়ার রহমানের মতে, আড়ত থেকে সবজি পাঠানোর জন্যে তাদের কাছে ট্রাকই সুবিধাজনক। কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্য আড়তে দিয়ে যান। আর ট্রাক একদম আড়তের সামনে দাঁড়িয়ে লোড দিতে পারে। এতে কৃষক ও ব্যাপারী দুই পক্ষের সুবিধা। আর স্টেশনে যাওয়া কষ্টকর, সেখানে মাল ওঠানো-নামানো ঝামেলার। বিশেষ ট্রেন সার্ভিস চালু হয়েছে, অথচ যশোর থেকে সবজি পাঠাচ্ছেন না কৃষক, এ বিষয়ে জানতে চাইলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (ইনচার্জ) সালাম তরফদারবলেন, প্রান্তিক কৃষকের পক্ষে দুই-চার মণ সবজি ঢাকায় নিয়ে বিক্রি করা অসম্ভব ব্যাপার। এখন বিভিন্ন সবজি উৎপাদন এলাকার নানা জায়গায় কালেকশন পয়েন্ট রয়েছে। সেখানে বিক্রি করাই তাদের জন্যে সুবিধাজনক। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ ট্রেনের হ্যাসেল সম্পর্কে অবহিত। স্টেশনে কুলিদের দৌরাত্ম্য, মালামাল নিয়ে টানাটানি তাদের মনে গেঁথে আছে। এখন যদিও অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তিনি বলেন, আমি সবজি ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও আলাপ করেছি। তারা বলেছেন, মাঠ থেকে সবজি আড়তে, সেখান থেকে স্টেশনে এরপর ঢাকায় সব মিলিয়ে লেবার কষ্ট অনেক পড়ে যায়। তা ছাড়া ব্যবসায়ীদের মার্কেট প্লেস হচ্ছে কারওয়ান বাজার, কিন্তু সেখানে কোনো স্টপেজ নেই। ঢাকার বিমানবন্দর, তেজগাঁ ও কমলাপুর স্টেশনে থামবে। আবার সেখান থেকে মালবোঝাই করে নিয়ে যাওয়া একটা হ্যাসেল। এসব ব্রেক জার্নির কারণে তারা ট্রেনে সবজি পরিবহনে তেমন ইন্টারেস্টেড নয়। যশোর রেলওয়ে জংশনের স্টেশনমাস্টার আয়নাল হাসান বলেন, যশোর অঞ্চল থেকে সবজি ঢাকায় দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্যে সপ্তাহের একদিন প্রতি গতকাল মঙ্গলবার এই বিশেষ ট্রেনটি চালু করা হয়েছে। কিন্তু আমরা আশানুরূপ সাড়া পাচ্ছি না। কৃষকদের আগ্রহ বেশ কম। কৃষি বিভাগ ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছি, যাতে সবজি পরিবহনে তারা সচেষ্ট হয়। তিনি বলেন, ট্রেনে পরিবহন করা হলে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা চাঁদাবাজি, হয়রানিমুক্ত পরিবেশ পাবেন। শুধু স্টেশনে এসে মাল ট্রেনে উঠিয়ে দেবেন এবং গন্তব্যে নামিয়ে নেবেন। কোনো মিসইউজ হবে না। ট্রেনে একটা এসি কম্পার্টমেন্ট রয়েছে, সেখানে পচনশীল দ্রব্য (যেগুলো ফ্রিজিং করা লাগে) পরিবহন করতে পারবেন। সাম্প্রতিক অতি বৃষ্টিতে ফসলহানিকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি বলেন, উৎপাদন কম বলে কৃষক এখন পাঠাচ্ছে না। সবজির উৎপাদন বাড়লে ট্রেনে সবজি পরিবহনের বিষয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গত, সবজির স্পেশাল এই ট্রেনটি ৭ বগির। খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটি যশোর ছাড়াও মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্টেশন, ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন, বারবাজার, মোবারকগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, সফদারপুর, আনসারবাড়িয়া, উথলি, দর্শনা প্রভৃতি স্টেশনে থামবে। রাতে ট্রেনটি ঢাকার বিমানবন্দর, তেজগাঁ ও কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছাবে। ট্রেনটি মঙ্গল বার খুলনা, বৃহস্পতিবার পঞ্চগড় ও শনিবার চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ঢাকায় কৃষিপণ্য নিয়ে যাতায়াত করবে। এই ট্রেনে প্রতিকেজি সবজি ও কৃষিপণ্য বহনে ১ টাকা ০৮ পয়সা থেকে সর্বোচ্চ ১ টাকা ৪৭ পয়সা খরচ পড়বে। এই ট্রেনের মাধ্যমে প্রতিদিন ১২০ টন পণ্য পরিবহনের সুবিধা মিলবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আ. লীগ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অসীম কুমার পালকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে মিছিলে হামলার ঘটনায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ভোর রাতে নাসিরনগর উপজেলার ফান্দাউক এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার হয়। নাসিরনগর থানার ওসি আবদুল কাদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ওসি জানান, ডিবি পুলিশ অসীম কুমারকে নাসিরনগর থানায় হস্তান্তর করেছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলার ঘটনায় মামলায় তিনি আসামি। তাকে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

বরিশালে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় মোটরসাইকেল ও অটোরিকশার সংঘর্ষে গুরুতর আহত মোটরসাইকেলচালক মাওলানা বেলাল হোসাইন (৩৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। এ ঘটনায় আরও দুই মোটরসাইকেল আরোহী আহত হয়েছেন। বেলাল উপজেলার কান্ডপাশা গ্রামের মৃত আইয়ুব আলীর ছেলে। তিনি বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর উপজেলার নলচিড়া ইউনিয়ন শাখার অর্থসম্পাদক ছিলেন। গৌরনদী মডেল থানার ওসি মো. ইউনুস মিয়া জানান, গত সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার নলচিড়া-পিঙ্গলাকাঠী সড়কে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন বেলাল। একইদিন সন্ধ্যায় বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

সৌদি আরব যাওয়ার ৩ দিনের মাথায় যুবকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : সৌদি আরবে পাড়ি জমানোর মাত্র তিনদিন পরই মো. বায়েজিদ হাওলাদার (৪০) নামে এক যুবক মৃত্যুবরণ করেছেন। অর্থাভাবে লাশ দেশে আনতে পারছেন পরিবার। বায়েজিদের মৃত্যু খবরটি নিশ্চিত করেছেন সৌদি প্রবাসী এবং পাশের রুমের থাকা কবির নামে এক যুবক। লাশটি বর্তমানে রিয়াদের একটি হাসপাতালের হিমাগারে রয়েছে বলে জানান তিনি। বায়েজিদ বরগুনার তালতলী উপজেলার বড়বগী ইউনিয়নের চরপাড়া গ্রামের মো. ইউনুছ হাওলাদারের ছেলে। জানা গেছে, পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফেরাতে ঋণ করে কাজের সন্ধানে গত বৃহস্পতিবার সকালে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ছাড়েন বায়েজিদ। সৌদি পৌঁছানোর তিন দিনের মাথায় রোববার রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পরে গত সোমবার সকালে বায়েজিদের পাশের রুমের বাসিন্দা পটুয়াখালীর মহিপুরের প্রবাসী কবির নামে একজন বায়েজিদের মৃত্যুর সংবাদ পরিবারকে জানায়। একমাত্র উপার্জন ক্ষম ব্যক্তি বায়েজিদের মৃত্যুর খবর শোনার পর পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বায়েজিদের পরিবারে বৃদ্ধ মা রাহিমা বেগম, স্ত্রী শিমু বেগম আর আট বছরের ফেরদৌস নামে এক ছেলে রয়েছে। ছোট ভাই ওবায়দুল সে মানসিক ভারসাম্যহীন। বাবা ইউনুছ হাওলাদার প্রায় ১০ বছর আগে মারা যান। মা রাহিমা বেগম বৃদ্ধ শয্যাশায়ী। বায়েজিদের বসত বাড়ি ছাড়া জমি বলতে কিছু নেই। দিনমজুরির কাজ কাজ করে সংসার চালাতেন তিনি। পরিবারের স্বচ্ছতা ফেরাতে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে চড়া সুদ আর ধার দেনা করে এবং আরডিএফ নামের একটি এনজিও থেকে ৮০ হাজার টাকা ঋণ করে ছয় লাখ টাকা খরচ করে সৌদি যান বায়েজিদ। স্ত্রী শিমু বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, স্বামীই ছিল একমাত্র ভরসা। আমাদের সুখের জন্য সৌদি আরব গিয়ে মারা গেছে। এখন আমাদের কি হবে। কীভাবে চলবো। কি খাবো। কি দিয়ে মানুষের দেনা দেনা পরিশোধ করবো। লাশটাই বা কীভাবে দেশে আনবো। আমার স্বামীকে দেশে এনে দেন। স্বামীর মুখটা একটু দেখতে চাই। তিনি আরও বলেন, একদিকে স্বামীর লাশ আনতে অর্থের প্রয়োজন। অন্যদিকে পরিবারের ঋণের বোঝা এবং একটি নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছি। সরকার এবং সমাজের বিত্তবান সহৃদয়বান ব্যক্তিদের সহযোগিতা পেলে স্বামীর লাশটা দেশে আনা সম্ভব। অসুস্থ শরীর নিয়ে বায়েজিদের বৃদ্ধা মা রাহিমা বেগম শুয়ে আছেন বিছানায়। ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতেই হাউ মাই করে কেঁদে কেঁদে বলেন, বাবা মোরে তো দেহার আর কেউ রইলো না। আল্লাহ মোরে না নিয়া কিরলইগ্যা মোর পোলাডারে নিলো। মুই বিছানায় মৃত্যুর অবস্থায় আছি এহন কে মোরে ওষুধ কিনে দেবে। কেডায় আমার ভাত খাওয়াইবে। ও আল্লাহ মোর পোলাডার এরম অইলো কে। তিনি আরও বলেন, মোর পোলাডার লাশটা দেশে আইন্যা দেন। মুই শেষবারের মতো মোর পোলাডার মুখ দেখতে চাই। সরকারের কাছে দাবি জানাই মোর পোলার লাশটা যেন সরকার দেশে আনার ব্যবস্থা করে। তালতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উম্মে সালমা বলেন, বায়জিদ নামে এক প্রবাসীর মৃত্যুর খবর পেয়েছি। সৌদি আরব থেকে বায়েজিদের লাশ আনার ব্যাপারে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। এজন্য তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে জমা দেওয়ার জন্য বলেছি। এ ছাড়া তাদের পরিবারকে অর্থিকভাবেও সহযোগিতা করা হবে।

রাজশাহীতে অর্ধকোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার একটি বসতবাড়ির চুলার ভেতর অভিনব কায়দায় লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ৬০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র?্যাব) সদস্যরা। এ সময় ওই বাড়ির মালিক আরিফুল ইসলামকে (৪০) আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া হেরোইনের আনুমানিক বাজার মূল্য ৬০ লাখ টাকা। মাদককারবারি আরিফুলের বাড়ি গোদাগাড়ী উপজেলার সাগুয়ান ঘুণ্টি গ্রামে। গতকাল মঙ্গলবার ভোর ৪টার দিকে র?্যাব-৫ এর একটি দল গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করে। পরে দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভারত সীমান্তবর্তী গোদাগাড়ী উপজেলার ওই বাড়িতে হেরোইনের প্যাকেজিং করা হতো। এরপর প্যাকেজিং করা হেরোইনগুলো দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হতো। আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখকে ফাঁকি দিতে আরিফুল এই প্যাকেজিং করা হেরোইন বসত বাড়ির চুলার ভেতর অভিনব কায়দায় লুকিয়ে রাখতেন। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ভোরে আরিফুলের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৬০ লাখ টাকার হেরোইন উদ্ধার কর হয়েছে। এ ছাড়া ওই বাড়িতে হেরোইন প্যাকেজিং মেশিন ও একটি ওজন পরিমাপক যন্ত্রও জব্দ করা হয়েছে। আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরিফুলকে প্রথমে র?্যাব-৫ এর সদর দপ্তরের নিয়ে আসা হয়েছে। তবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষ তাকে গোদাগাড়ী থানায় সোপর্দ করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

অপরাধের স্বর্গ মোহাম্মদপুর

ভগ্ন-মনোবল পুলিশ কী করবে?

স্টাফ রিপোর্টার : গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়। যা এখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেখানে একের পর এক ঘটছে ছিনতাই-ডাকাতির মতো ঘটনা। ঘটছে সন্ত্রাসীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও। এসব ঘটনায় এরই মধ্যে প্রাণ গেছে ১০ জনের। আহত হয়েছেন প্রায় অর্ধশত। স্থানীয়দের মতে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর না হওয়ায় অপরাধ কমছে না। শেখ হাসিনার পতনের পর থেকে এখন পর্যন্ত মোহাম্মদপুর এলাকায় বহু অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সম্প্রতি কিছু ঘটনা সবার নজরে এসেছে। যেমন- নেসলে কোম্পানির গাড়ি থেকে ১১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা ছিনতাই, অস্ত্রের মুখে নারী শিক্ষার্থীর ব্যাগ কেড়ে নেওয়া, সাদেক খান আড়তের সামনে দুই জনকে কুপিয়ে হত্যা, একতা হাউজিংয়ে ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় নিরাপত্তা কর্মীকে কুপিয়ে খুন, কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্যে একের পর এক হত্যাকাণ্ড, জেনেভা ক্যাম্পের গোলাগুলি ইত্যাদি। এসব ঘটনায় পুলিশ ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা বা উদাসীনতা পরিষ্কার চোখে পড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করছেন। কয়েকদিন আগে তারা বিক্ষোভ মিছিলও করেন। অবশ্য দুদিন আগে থেকে সেখানে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। ছিনতাইয়ের জন্য এলাকা ভাগ করে নেয় অপরাধীরা প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, মোহাম্মদপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনাগুলো বেশি ঘটছে ৩৩নং ওয়ার্ডে। আর একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে তীব্র ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে কিছু এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী চাঁদ উদ্যান, সাত মসজিদ হাউজিং, লাউতলা, নবীনগর হাউজিং, ঢাকা উদ্যান, তুরাগ হাউজিং, বসিলা ৪০ ফিট, কাটাসুর, গ্রিন হাউজিং, বসিলা গার্ডেন সিটি, একতা হাউজিং, চাঁন মিয়া হাউজিং, মোহাম্মদীয়া হাউজিং লিমিটেড, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, নবোদয় হাইজিং, বোটঘাট, সাদেক খান রোড, ক্যান্সার গলি, রায়েরবাজার, পুলপাড় বটতলা, শেরে বাংলা রোড এলাকায় সবচেয়ে বেশি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। সরেজমিনে মোহাম্মদপুর এলাকা ঘুরে ও খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সরকার পতনের পর মোহাম্মদপুরে দীর্ঘদিন পুলিশের অনুপস্থিতি ছিল। পুলিশ থানায় দায়িত্ব গ্রহণের পরও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। থানা পুড়িয়ে দেওয়া, অস্ত্র লুট, বিট অফিস পুড়িয়ে দেওয়া, জনবল সংকটসহ নানা কারণে পুলিশ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। আবার পুলিশের অনেক কর্মকর্তা ঢাকার বাইরে থেকে বদলি হয়ে এলেও তারা এলাকার অলিগলি এখনো চিনতে পারেননি।ফযধশধঢ়ড়ংঃস্থানীয়রা বলছেন, এলাকায় পুলিশের পেট্রোলিং না থাকায় আগে যেসব অপরাধী গোপনে তাদের অপরাধ কার্যক্রম সেরে সটকে পড়ত তারা এখন প্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ ভয়ে তাদের কিছু বলতে পারছে না।

আবার ছিনতাইকারীরা সামনে দিয়ে ঘুরলেও পুলিশ তাদের চিনতে পারছে না। এসব অপরাধীদের বিরুদ্ধে হত্যা ছিনতাই চাঁদাবাজিসহ একাধিক মামলা থাকলেও আইনের ফাঁক দিয়ে তারা বারবার বেরিয়ে যায় এবং জেল থেকে বের হয়ে আবার একই কাজ করে। সক্রিয় ছিনতাইকারীদের ১২টি গ্রুপ গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে মোহাম্মদপুরে ছোট-বড় মিলিয়ে অন্তত ১২টি ছিনতাইকারী গ্রুপ সক্রিয় আছে। এর বাইরে কোনো গ্রুপের নিয়মিত সদস্য নন, এমন অর্ধশত কিশোর-যুবক অস্ত্র হাতে ছিনতাইয়ে নেমেছে। যৌথ বাহিনীর অভিযানে তাদের কেউ কেউ ধরা পড়লেও বেশিরভাগ ছিনতাইকারী প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সম্পাদকীয়

ঢাকায় পয়োনিষ্কাশন লাইনের ব্যবস্থা নেয়া জরুরি

ঢাকা মহানগরীর মাত্র ২০ শতাংশ এলাকায় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকলেও ৮০ শতাংশ এলাকায়ই সেটি অনুপস্থিত। এর কুফল টের পাওয়া যায় বর্ষাকাল ছাড়াও যে কোনো সময় মহানগরীর বেশিরভাগ এলাকায় হালকা বৃষ্টিপাতে পানি জমে যাওয়া, তীব্র দুর্গন্ধ দেখা দেয়া এবং আশপাশের খাল ও নদ-নদীর পানির ভয়ানক দূষণের মধ্য দিয়ে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, কেবল রাজধানীতেই নয়, বিভাগীয় জেলা-উপজেলা শহরেও মানসম্মত ড্রেনেজ, স্যুয়ারেজ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ফলে বর্ষাকাল ছাড়াও বছরব্যাপী মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়, বিশেষত স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী ও নারী-শিশুদের ভোগান্তির শেষ থাকে না। স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা না থাকায় সবচেয়ে করুণ ঢাকা মহানগরীর পরিস্থিতি। অপরিকল্পিত ভবন ও আবাসনের কারণে বৃষ্টির পানি খালে-বিলে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কেবল সাধারণ এলাকাগুলোয় নয়, নামিদামি আবাসিক এলাকাগুলোর অবস্থাও তাই। রাজধানীতে পানি সরবরাহের পাশাপাশি পয়োনিষ্কাশন সেবা দেওয়ার দায়িত্বও ঢাকা ওয়াসার। অথচ রাজধানীর ৮০ শতাংশের বেশি এলাকায় পয়োবর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থাই নেই। কাগজে কলমে যে ২০ শতাংশ এলাকায় ওয়াসার পয়োনালা রয়েছে, সেগুলোর বেশির ভাগই এখন অকেজো। ফলে অধিকাংশ পয়োবর্জ্য কোনো না কোনো পথে খাল ও নদীতে যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোনো ধরনের সংস্কারকাজ না হওয়ায় ওয়াসার বিদ্যমান পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা পুরো ভেঙে পড়েছে। ঢাকা ওয়াসা নিজেদের তৈরি মহাপরিকল্পনাতেই পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা অকার্যকর থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেছে। পয়োনিষ্কাশনের জন্য ২০১৩ সালে মহাপরিকল্পনা তৈরি করে ঢাকা ওয়াসা। এতে বলা হয়, পয়োবর্জ্য পরিবহনের প্রধান পাইপলাইন 'ট্রাংক সুয়ারস' নামে পরিচিত। ঢাকা ওয়াসার তিনটি ট্রাংক সুয়ারস আছে। এই লাইনগুলোর বেশির ভাগ এখন আর কার্যকর নেই। বর্তমানে যে ডেঙ্গুর প্রকোপ চলছে, এর পেছনেও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা না থাকার বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় পানি চলাচল করতে না পেরে বিভিন্ন জায়গায় আটকে থাকছে। এর ফলে ডেঙ্গুজ্বরের ভাইরাসবাহী এডিস মশাসহ নানা ধরনের মশা-মাছি ও কীটপতঙ্গের উপদ্রব দেখা দিচ্ছে, যা মানসম্মত নগরে কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। মানসম্মত স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা না থাকার কারণে ওয়াসার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন লাইন একাকার হয়ে যাওয়ার ঘটনাও অনেক। এ অবস্থায় আধুনিক নগর জীবনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং পরিবেশ দূষণ রোধে ঢাকা মহানগরীসহ সব বিভাগীয় জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে শতভাগ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যেমন নিশ্চিত করতে হবে, তেমনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মশক নিধন এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য জরুরি কার্যক্রম বছরব্যাপী চালু রাখতে হবে। অন্যথায় পরিস্থিতির উন্নয়ন ও মানসম্মত নগরজীবন স্বপ্নই থেকে যাবে।

> মানসম্মত স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা না থাকার কারণে ওয়াসার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন লাইন একাকার হয়ে যাওয়ার ঘটনাও অনেক। এ অবস্থায় আধুনিক নগর জীবনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং পরিবেশ দূষণ রোধে ঢাকা মহানগরীসহ সব বিভাগীয় জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে শতভাগ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যেমন নিশ্চিত করতে হবে, তেমনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মশক নিধন এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য জরুরি কার্যক্রম বছরব্যাপী চালু রাখতে হবে। অন্যথায় পরিস্থিতির উন্নয়ন ও মানসম্মত নগরজীবন স্বপ্নই থেকে যাবে

সড়কে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু কমাতে যথাযথ পদক্ষেপ নিন

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিবছর অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। এছাড়াও আহত হয়ে সারাজীবনের জন্য পঙ্গুত্বেও ভুগছেন হাজারো মানুষ। এই ঘটনাগুলোকে নিত্যদিনের সঙ্গী করেই মানুষ জীবন পার করছে। অথচ যুগ যুগ ধরে এত বড় একটি বিষয়ে কোনো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আনতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। বরং যে ক্ষমতায় থাকুক না কেন, তারা শুধু সড়ক দুর্ঘটনা নির্মূলের বুলী শুনিয়েই গেলেও কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি রোড সেফটি ফাউন্ডেশন একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যমে। বিজ্ঞপ্তিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে চলতি বছরের ৯মাসের সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে। বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে পাঁচ হাজার ৪৮৫টি। এসব দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে পাঁচ হাজার ৫৯৮ জন এবং আহত হয়েছে ৯ হাজার ৬০১ জন। নিহতের মধ্যে নারী ৬৭৭ জন ও শিশু ৭২৯ জন। দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে দুই হাজার ৪১টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে এক হাজার ৯২৪ জন, যা মোট নিহতের ৩৪.৩৬ শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার ৩৭.২১ শতাংশ। দুর্ঘটনায় এক হাজার ১২১ জন পথচারী নিহত হয়েছে, যা মোট নিহতের ২০ শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছে ৬৮৮ জন, অর্থাৎ ১২.২৯ শতাংশ। এই সময়ে ৮৩টি নৌদুর্ঘটনায় ১২৪ জন নিহত, ১২৫ জন আহত এবং ১৯ জন নিখোঁজ রয়েছে। ২৪৩টি রেলপথ দুর্ঘটনায় ২২৭ জন নিহত এবং ২২৩ জন আহত হয়েছে। প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, যানবাহনের গতি ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটারের ওপরে প্রতি পাঁচ কিলোমিটার বৃদ্ধিতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি দুই থেকে চার গুণ বৃদ্ধি পায়। সড়কে এমন দুর্ঘটনা নতুন কোনো বিষয় নয়। দেশ পরিচালন কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কতটুকু সচেতন তাই মুখ্য বিষয়। বিগত দিনে এমন দুর্ঘটনার শামিল হয়েছে অগণিত মানুষ। তবে আগামীতে যেন এমন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে না হয় সে জন্য সরকারকে নিতে কার্যকরী পদক্ষেপ। এই বিষয়ে বিগত সরকার ব্যর্থ হলেও বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আনবেন, এমনটাই জনগণের প্রত্যাশা। সড়কে শৃঙ্খলা ফিরাতে প্রথমে সরকারকে কঠোরভাবে উদ্যোগী হতে হবে। বিশেষ করে সড়কে নির্দিষ্ট যানবাহনের নির্দিষ্ট গতিসীমা বেধে দিতে হবে। এছাড়াও সড়ক আইন মেনে চলার জন্য জনসচেতনতা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। আশা করব, সরকার সর্বোচ্চ আইন প্রয়োগ করে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে জনমনে স্বস্তি গড়ে তুলবেন।

> সড়কে শৃঙ্খলা ফিরাতে প্রথমে সরকারকে কঠোরভাবে উদ্যোগী হতে হবে। বিশেষ করে সড়কে নির্দিষ্ট যানবাহনের নির্দিষ্ট গতিসীমা বেধে দিতে হবে। এছাড়াও সড়ক আইন মেনে চলার জন্য জনসচেতনতা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। আশা করব, সরকার সর্বোচ্চ আইন প্রয়োগ করে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে জনমনে স্বস্তি গড়ে তুলবেন

কুসুম্বা মসজিদ একটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি

মোঃ হায়দার আলী

গত শনিবার গেলাম পারিবারিক কাজে নওগাঁর মান্দা গিয়েছিলাম, কাজ শেষে কুসুম্বা মসজিদ দেখার জন্য গেলাম, সেখানে এর আগে অনেক বার গিয়েছিলাম, এবার সেখানে কিছু সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজ চোখে পড়লো। দেখে খুবই ভাল লাগলো তাই তো এ সম্পর্কে লিখার খুব ইচ্ছা হলো। আল্লাহর নাম নিয়ে লিখা শুরু করলাম। কুসুম্বা মসজিদ (কঁংসনধ গড়ংয়ঁব) নওগাঁ জেলায় অবস্থিত প্রায় সাড়ে চারশত বছর পুরোনো একটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি। নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলাধীন ৮ নং কুশুম্বা ইউনিয়নের কুশুম্বা গ্রামে কুসুম্বা মসজিদের অবস্থান। নওগাঁ থেকে মসজিদটির দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার এবং মান্দা উপজেলা থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৪ কিলোমিটার। সুলতানি আমলের সাক্ষী কুসুম্বা মসজিদ এর ছবি বাংলাদেশের পাঁচ টাকার নোটে মুদ্রিত আছে। কুসুম্বা মসজিদকে নওগাঁ জেলার ইতিহাস এবং মুসলিম স্থাপত্য শিল্পরীতির অনবদ্য নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা হয়। এ অঞ্চলের মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর প্রথম যুগের ঐতিহ্যবাহী মসজিদ দেখতে সারাদেশ থেকে অসংখ্য লোকের সমাগম ঘটে। কুসুম্বা মসজিদ আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরস্থ নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার অন্তর্গত কুসুম্বা গ্রামের নাম অনুসারে পরিচিত। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আঙ্গিনার ভেতরে মসজিদটি অবস্থিত। এ আঙ্গিনায় প্রবেশের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় একটি প্রবেশদ্বার যেখানে প্রহরীদের দাঁড়ানোর জায়গা রয়েছে। বাংলায় আফগানদের শাসন আমলে শূর বংশের শেষ দিকের শাসক গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ-এর রাজত্বকালে জনৈক সুলায়মান মসজিদটি নির্মাণ করেন। তিনি সম্ভবত একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। পূর্বদিকের কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের উপরে স্থাপিত আরবিতে (শুধু নির্মাতা শব্দটি ফারসিতে) উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে এ মসজিদের নির্মাণকাল ৯৬৬ হিজরি (১৫৫৮-৫৯ খ্রি.)। মসজিদটি শূর আমলে নির্মিত হলেও এ মসজিদে উত্তর ভারতে ইতঃপূর্বে বিকশিত শূর স্থাপত্যের প্রভাব মোটেই দেখা যায় না, বরং এটি বাংলার স্থাপত্য রীতিতেই নির্মিত। ইটের গাঁথুনি, সামান্য বক্র কার্নিশ এবং সংলগ্ন অষ্টকোণাকৃতির পার্শ্ববুরুজ প্রভৃতি এ রীতির পরিচায়ক বৈশিষ্ট্যাবলি। এ মসজিদ ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। মসজিদটির মূল গাঁথুনি ইটের তৈরি হলেও এর বাইরের দেওয়ালের সম্পূর্ণ অংশ এবং ভেতরের দেওয়ালে পেন্ডেন্টিভের খিলান পর্যন্ত পাথর দিয়ে আবৃত। এর স্তম্ভ, ভিত্তি মঞ্চ, মেঝে এবং পাশের দেওয়ালের জালি নকশা পাথরের তৈরি। আয়তাকার এ মসজিদ তিনটি 'বে' এবং দুটি 'আইলে' বিভক্ত। পূর্ব দিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পশ্চিম দেওয়াল থেকে সামান্য অভিক্ষিপ্ত। অভ্যন্তরভাগের পশ্চিম দেওয়ালে (কিবলা দেওয়ালে) দক্ষিণ-পূর্ব দিকের এবং মাঝের প্রবেশপথ বরাবর মেঝের সমান্তরালে দুটি মিহরাব আছে। তবে উত্তরপশ্চিম কোণের 'বে'তে অবস্থিত মিহরাবটি একটি উচু প্লাটফর্মের মধ্যে স্থাপিত। পূর্বদিকে স্থাপিত একটি সিঁড়ি দিয়ে এ প্লাটফর্মে উঠা যায়। মিহরাবগুলি খোদাইকৃত পাথরের নকশা দিয়ে ব্যাপকভাবে অলংকৃত। এগুলিতে রয়েছে বহুখাজ বিশিষ্ট খিলান। সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত পাথরের তৈরি স্তম্ভের উপর স্থাপিত এ খিলানগুলির শীর্ষে রয়েছে কলস মোটিফের অলংকরণ। স্তম্ভগুলির গায়ে রয়েছে ঝুলন্ত শিকল ঘণ্টার নকশা। মিহরাবের ফ্রেমে রয়েছে প্রায় সর্পিল আকারে খোদিত আঙ্গুর গুচ্ছ ও লতার নকশা। এ ছাড়া রয়েছে প্রায় বিন্দুর আকার ধারণকারী কলস, বৃক্ষলতা ও গোলাপ নকশা। প্লাটফর্মের প্রান্তেও রয়েছে আঙুর লতার অলংকরণ। আর এ প্লাটফর্মের ভারবহনকারী খিলানের স্প্যান্ড্রিল এবং মসজিদের কিবলা দেওয়াল জুড়ে রয়েছে গোলাপ নকশা। বাইরের দেওয়ালে আস্তরণ হিসেবে ব্যবহৃত পাথরগুলি অমসৃণ এবং এতে রয়েছে গভীর খোদাই কার্য। বাইরের দিকে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন অলংকরণগুলি ছাঁচে ঢালা। এগুলি দেওয়াল গাত্রকে উঁচু নীচু অংশে বিভক্ত করেছে। এছাড়া বক্র কার্নিশ জুড়ে, পাশ্ববুরুজগুলিকে ঘিরে, কার্নিশের নিচে অনুরূপ অলঙ্করণ বিস্তৃত। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালের গায়ে আয়তাকার খোপ নকশাকে ঘিরে ফ্রেম হিসেবে ছাঁচে ঢালা অলংকরণ রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের খিলানের স্প্যান্ড্রিল ছোট ছোট কলস ও গোলাপ নকশায় পরিপূর্ণ। উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে রয়েছে জালি ঢাকা জানালা। বাংলার প্রকৃতিতে এখন পৌষ-পার্বণ। বলা হয় যে, কোনো ভ্রমণের জন্য সেরা মৌসুম হচ্ছে শীতকাল। তাই শীতকালে দেশের পর্যটন শিল্প চাঙা হয়ে ওঠে। প্রাণ ফিরে পাচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যটনস্পট। একটু নির্মল আনন্দ ও বিনোদনের আশায় মানুষ ছুটে যাচ্ছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। প্রাণভরে উপভোগ করছেন সব নৈসর্গিক সৌন্দর্য। আমাদের সবুজ শ্যামল বাংলার এমনিতেই রূপের অভাব নেই। দেশের যে প্রান্তেই যান না কেন, আপনি প্রাণ ভরে পান করতে পারবেন এ দেশের রূপসুধা। ঘোরাঘুরি করতে চাইলে এদেশের ভেতরেই আছে অসংখ্য জায়গা। এই শীতে ঘুরে আসতে পারেন রাজশাহীর পাশের জেলা নওগাঁ শহরে। এখানে অনেক প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে রয়েছে সুলতানি আমলের ঐতিহ্য 'কুসুম্বা' মসজিদ। রাজশাহী বিভাগের উত্তরেই নওগাঁ জেলার অবস্থান। এটি বিভাগের বরেন্দ্রীয় অংশ। ভারত সীমারেখা ঘেঁষে থাকা নওগাঁ জেলার মোট উপজেলার সংখ্যা ১১টি। এর মধ্যে মান্দা অন্যতম। কারণ প্রায় সাড়ে চারশ বছরের ঐতিহ্য ও স্মৃতি ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে 'কুসুম্বা মসজিদ'। রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কের মান্দা ব্রিজের পশ্চিম দিকে ৪শ মিটার উত্তরে ঐতিহাসিক এই মসজিদের অবস্থান। নওগাঁ জেলা সদর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার। স্থানীয়দের কাছে এর আরেক নাম কালাপাহাড়। কুসুম্বা মসজিদকে তাই নওগাঁ জেলার ইতিহাস ও মুসলিম ঐতিহ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বলা হয়। মসজিদের উত্তর-দক্ষিণ দিকে রয়েছে ৭৭ বিঘা বিশিষ্ট একটি বিশাল দিঘি। গ্রামবাসী ও মুসল্লিদের খাবার পানি, গোসল ও অজুর প্রয়োজন মেটানোর জন্য এ দিঘিটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এর পাড়েই তৈরি করা হয়েছে কুসুম্বা মসজিদ। কুসুম্বা মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে ৫৮ ফুট লম্বা, চওড়া ৪২ ফুট। চারদিকের দেয়াল ৬ ফুট পুরু। মসজিদের সামনের দিকে রয়েছে তিনটি দরজা। এই কুসুম্বা মসজিদ সুলতানি আমলের একটি পুরাকীর্তি। চারদিকের দেয়ালের ওপর বাইরের অংশ পাথর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। মসজিদের সামনে থাকা তিনটি দরজার মধ্যে দু'টি বড়, একটি অপেক্ষাকৃত ছোট। দরজাগুলো খিলানযুক্ত মিহরাব আকৃতির। মসজিদের চার কোণায় রয়েছে চারটি মিনার। মিনারগুলো মসজিদের দেয়াল পর্যন্ত উঁচু ও আট কোণাকার। ছাদের ওপর রয়েছে মোট ছয়টি গম্বুজ। যা দু'টি সারিতে তৈরি। বাংলায় আফগানদের শাসন আমলে শূর বংশের শেষদিকের শাসক গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহর রাজত্বকালে জনৈক সুলাইমান মসজিদটি নির্মাণ করেন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। এ মসজিদের নির্মাণকাল ৯৬৬ হিজরি (১৫৫৮-৫৯ খ্রিষ্টাব্দ)। ইতিহাসবিদদের মতে, কুসুম্বা মসজিদ মুসলিম স্থাপত্যকলার এক অনুপম নিদর্শন। সবর খান বা সোলায়মান নামে ধর্মান্তরিত এক মুসলিম এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মূল প্রবেশপথে শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় এ মসজিদটি ৯৬৬ হিজরি বা ১৫৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে শের শাহ'র বংশধর আফগান সুলতান প্রথম গিয়াস উদ্দিন বাহাদুরের শাসনামলে (১৫৫৪-১৫৬০) নির্মিত। সে হিসাবে মসজিদটির বর্তমান বয়স ৪৭৪ বছর। কেন্দ্রীয় মেহরাবের ওপরাংশ শেরশাহের শাসনামলে নির্মিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজশাহী জেলা পরিষদের ওভারশিয়ার সুরেন্দ্র মোহন চৌধুরি কুসুম্বা গ্রামের প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেন। শিলালিপিটি বর্তমানে রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী বরেন্দ্র জাদুঘরে রয়েছে। যে কেউ জাদুঘরে গেলে শিলালিপিটি দেখতে পারবেন। ১৮৯৭ সালের এক ভূমিকম্পে কুসুম্বা মসজিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বর্তমানে এটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষিত। মসজিদটির মূল গাঁথুনি ইটের তৈরি হলেও এর বাইরের দেয়ালের সম্পূর্ণ অংশ এবং ভেতরের দেয়ালে পেনডেন্টিভের খিলান পর্যন্ত পাথর দিয়ে আবৃত। এর স্তম্ভ, ভিত্তি মঞ্চ, মেঝে ও পাশের দেয়ালের জালি-নকশা পাথরের তৈরি। আয়তাকার এ মসজিদ তিনটি 'বে' ও দুটি 'আইলে' বিভক্ত। পূর্বদিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশপথ আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পশ্চিম দেয়াল থেকে সামান্য অবিক্ষিপ্ত। মসজিদের অভ্যন্তরভাগের পশ্চিম দেয়ালে (কিবলামুখী দেয়ালে) দক্ষিণ-পূর্ব দিকের এবং মাঝের প্রবেশপথ বরাবর মেঝের সমান্তরালে দু'টি মিহরাব আছে। তবে উত্তরপশ্চিম কোণে থাকা মিহরাবটি একটি উঁচু প্ল্যাটফর্মের মধ্যে স্থাপিত। পূর্বদিকে স্থাপিত একটি সিঁড়ি দিয়ে এ প্ল্যাটফর্মে ওঠা যায়। মিহরাবগুলো খোদাই করা পাথরের নকশা দিয়ে ব্যাপকভাবে অলংকৃত। কারুকার্য খচিত পাথরের তৈরি স্তম্ভের ওপর স্থাপিত এ খিলানগুলোর শীর্ষে রয়েছে কলস মোটিফের অলংকরণ। স্তম্ভগুলোর গায়ে রয়েছে ঝুলন্ত শিকল ঘণ্টার নকশা। মিহরাবের ফ্রেমে রয়েছে প্রায় সর্পিল আকারে খোদিত আঙুরগুচ্ছ ও লতার নকশা। এছাড়া প্রায় বিন্দুর আকার ধারণকারী কলস, বৃক্ষলতা ও গোলাপ নকশা রয়েছে গা ঘেঁষে। প্ল্যাটফর্মের প্রান্তেও রয়েছে আঙুরলতার অলংকরণ। আর এ প্ল্যাটফর্মের ভারবহনকারী খিলানের স্প্যান্ড্রিল ও মসজিদের কিবলা দেয়ালজুড়ে রয়েছে গোলাপ নকশা। বাইরের দেয়ালে আস্তরণ হিসেবে ব্যবহৃত পাথরগুলো অমসৃণ। বর্তমানে বছরের যে কোনো উৎসবে বা শীত মৌসুমে দর্শনার্থীরা ঐতিহাসিক এই কুসুম্বা মসজিদ দেখতে যান। তবে মসজিদটি ঘিরে পর্যটন শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা থাকার পরও প্রয়োজনীয় নজরদারির অভাবে ঐতিহাসিক কুসুম্বা মসজিদটি আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে ওঠেনি। রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতি বছর শীতের সময় অনেকে এ মসজিদ পরিদর্শনে আসেন। কুসুম্বা মসজিদকে ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা প্রশ্নে নওগাঁ জেলা প্রশাসক (ডিসি) হারুন-অর-রশিদ জানান, ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাটি ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। কুসুম্বা মসজিদ যেতে হলে রাজধানী ঢাকা থেকে প্রথমে রাজশাহী যেতে হবে। রাজশাহীর ওপর দিয়ে ছাড়া এখানে যাওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ঢাকা-রাজশাহীর বাস ভাড়া লাগবে ৫০০ টাকা। এরপর রাজশাহী মহানগরের গোরহাঙ্গা রেলগেট বাসস্টপেজ থেকে নওগাঁর বাসে উঠে ৫০ টাকা ভাড়ায় মান্দার ফেরিঘাটের আগে কুসুম্বা মোড়ে নামতে হবে। এখানে নেমে হেঁটে এক মিনিটের পথ কুসুম্বা মসজিদ। আর থাকার জন্য নওগাঁ শহরে রয়েছে বিভিন্ন আবাসিক হোটেল। সেখানে সর্বনিম্ন ৫০০ থেকে এক হাজার টাকায় একদিনের জন্য রুম ভাড়া পাওয়া যাবে।

লেখক : কলামিস্ট

> রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতি বছর শীতের সময় অনেকে এ মসজিদ পরিদর্শনে আসেন। কুসুম্বা মসজিদকে ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা প্রশ্নে নওগাঁ জেলা প্রশাসক (ডিসি) হারুন-অর-রশিদ জানান, ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাটি ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। কুসুম্বা মসজিদ যেতে হলে রাজধানী ঢাকা থেকে প্রথমে রাজশাহী যেতে হবে। রাজশাহীর ওপর দিয়ে ছাড়া এখানে যাওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ঢাকা-রাজশাহীর বাস ভাড়া লাগবে ৫০০ টাকা। এরপর রাজশাহী মহানগরের গোরহাঙ্গা রেলগেট বাসস্টপেজ থেকে নওগাঁর বাসে উঠে ৫০ টাকা ভাড়ায় মান্দার ফেরিঘাটের আগে কুসুম্বা মোড়ে নামতে হবে। এখানে নেমে হেঁটে এক মিনিটের পথ কুসুম্বা মসজিদ। আর থাকার জন্য নওগাঁ শহরে রয়েছে বিভিন্ন আবাসিক হোটেল। সেখানে সর্বনিম্ন ৫০০ থেকে এক হাজার টাকায় একদিনের জন্য রুম ভাড়া পাওয়া যাবে

গণঅভ্যুত্থানে সরকার অপসারণ ও পদত্যাগপত্রের গুরুত্বহীনতা

শেখ ওমর

> বাংলাদেশে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ফ্যাসিস্ট হাসিনা শুধু ক্ষমতাচ্যুতই হননি, তিনি পালিয়েও গিয়েছেন এবং ভারতের আশ্রয়েও আত্মগোপনেই আছেন। শেখ হাসিনারই নিয়োগকৃত ও অনুগত বিচারপতিদের সমন্বয়ে গঠিত আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সাংবিধানিক বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছে

গণঅভ্যুত্থান হলো জনগণের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা ও শক্তির বহিঃপ্রকাশড় যার ফলে কোনো দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা/শাসন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। সাধারণত, এমন পরিস্থিতিতে সরকার পতনের প্রক্রিয়ায় সাংবিধানিক নিয়ম বা পদত্যাগপত্রের তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা থাকে না। ক্ষমতা চলে আসে জনগণের ইচ্ছা/অভিপ্রায়ের অধীনে, আর জনগণের সেই সম্মিলিত অভিপ্রায় বা ইচ্ছাই তখন নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। এই বাস্তবতা বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের অনেক দেশে দেখা গেছে।

১৯৭৯ সালের ইরানের উদাহরণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। যখন প্রবল গণআন্দোলনের চাপে ইরানের শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভি সরকারের পতন ঘটে, তখন তিনি কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক পদত্যাগপত্র স্বাক্ষর করেননি। ১৬ জানুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে তিনি সপরিবারে বিমানে চড়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং তার অনুপস্থিতিতেই ইরানে একটি নতুন ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে ইরানের জনগণের ইচ্ছাই নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় এবং সাংবিধানিক নিয়ম-কানুন হয়ে পড়ে একেবারেই গৌণ। এ ধরনের ঘটনার পেছনে মূলত আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি কাজ করে: জনগণের অভিপ্রায় বা ইচ্ছাই হলো যে কোনো রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনব্যবস্থার বৈধতার ভিত্তি। একটি শাসনব্যবস্থা বা সরকার তখনই বৈধতা পায়, যখন তা জনগণের সমর্থন লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাকে স্বীকৃতি দেয়। সাংবিধানিক বা আইনি প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত সরকারও যদি জনগণের ইচ্ছার বিপক্ষে অবস্থান নেয়, সেই সরকার তার ক্ষমতায় থাকার বৈধতা হারায় এবং তার পতন ঘটে। রোমানিয়ার স্বৈরশাসক নিকোলাই চশেস্কুর উদাহরণটিও বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাদৃশ্যপূর্ণ। নিকোলাই চশেস্কু ছিলেন রোমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান এবং তিনি ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত রোমানিয়ার শাসনক্ষমতা ধরে রেখেছিলেন। চশেস্কুর শাসনকাল ছিল কঠোর দমনমূলক, জনগণের ওপর নির্যাতন, অত্যাচার ও অর্থনৈতিক সংকটের সময়। ১৯৮০-এর দশকে তার পরিচালিত অর্থনৈতিক নীতি দেশকে একটি বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। জনগণের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত নিম্নমুখী হতে থাকে এবং সেই সময়ে রোমানিয়ায় ব্যাপক অভাব দেখা দেয়। ১৯৮৯ সাল থেকে পূর্ব ইউরোপের অন্য কমিউনিস্ট শাসনগুলো একের পর এক পতনের সম্মুখীন হচ্ছিল। এই পটভূমিতে রোমানিয়ার জনগণও চশেস্কুর শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করতে শুরু করে। ডিসেম্বরের শুরুতে রোমানিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর টিমিসোয়ারাতে একটি বিদ্রোহ শুরু হয়, যা দ্রুত অন্য শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে এই বিক্ষোভ চশেস্কুর অনুগত সেনাবাহিনী দমন করার চেষ্টা করে, কিন্তু জনগণের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে থাকে।

প্রবল বিক্ষোভের মুখে ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৯ তারিখে চশেস্কু সপরিবারে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে সেনাবাহিনীও তখন বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। মরিয়া অবস্থায় চশেস্কু কেন্দ্রীয় কমিটির ভবনের সামনে জড়ো হওয়া জনতাকে শেষবারের মতো একটি ভাষণ দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু সমবেত জনতা তার দিকে পাথর ছুড়তে শুরু করে। তিনি ভাষণের আশা ত্যাগ করে ভবনের ভিতরে আশ্রয় নেন এবং জনগণের ধাওয়ার মুখে কোনো মতে ভবনের ছাদ থেকে একটি হেলিকপ্টারে স্ত্রীকে নিয়ে রাজধানী ছেড়ে অন্য শহরে পালিয়ে যান।

জনতার ইচ্ছা এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, চশেস্কুর কোনো রকমের আনুষ্ঠানিক পদত্যাগের প্রয়োজন হয়নি এবং রোমানিয়ার কেউ তার পদত্যাগপত্রও খোঁজেনি। একইভাবে ২০১৪ সালে ইউক্রেনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ তীব্র গণআন্দোলনের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং কোনো আনুষ্ঠানিক পদত্যাগপত্র ছাড়াই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। ইউক্রেনেও কেউ ইয়ানুকোভিচের পদত্যাগপত্রের সন্ধানে নামেননি। ২০১১ সালে মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক আরব বসন্তের বিক্ষোভে ক্ষমতাচ্যুত হন। হোসনি মুবারকের সরকারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ওমর সুলাইমান রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে হোসনি মুবারকের পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন। হোসনি মুবারকও আসলে কোনো আনুষ্ঠানিক পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করেননি এবং কেউ সেটার অপেক্ষায়ও থাকেনি। বাংলাদেশে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ফ্যাসিস্ট হাসিনা শুধু ক্ষমতাচ্যুতই হননি, তিনি পালিয়েও গিয়েছেন এবং ভারতের আশ্রয়েও আত্মগোপনেই আছেন। শেখ হাসিনারই নিয়োগকৃত ও অনুগত বিচারপতিদের সমন্বয়ে গঠিত আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সাংবিধানিক বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এমনকি ভারতসহ সব গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও রাষ্ট্র বাংলাদেশের এই অন্তর্বর্তী সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আড়াই মাস পরে এসে ক্ষমতাচ্যুত শাসকের পদত্যাগপত্র খোঁজা কেবলই অতি উৎসাহী সাংবাদিকতা নয়, এটা অপরিণামদর্শী ও চক্রান্তমূলক পদক্ষেপ।

লেখক : অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

সমাজে সুখ নয় অসুখ সংক্রামক!

রাজু আহমেদ

আমরা একজনের বক্তব্য শুনেই রায় দিয়ে ফেলি! কারো কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণাও পোষণ করি! অথচ ভুলে যাই, যিনি যখন বলে তখন তাকেই সত্য-সঠিক মনে হয়! কারো যদি একটু কাঁদার, অভিনয়ের ভালো দক্ষতা ও ক্ষমতা থাকে তবে তাকে পরাজিত করে এমন সাধ্য কার! পৃথিবীতে বোধহয় মানুষের মুখোশে এমন কোন ফেরেশতারও আগমন ঘটেনি যে নিজের দোষ এবং পরের গুণ নিরপেক্ষভাবে বলবে! যদি তাই হতো, তবে বাহ্যিক আইন-আদলতের প্রয়োজন হতো না। প্রত্যেকের বিবেক বিচারক হতো এবং নিজেই বাদী-বিবাদী-সাক্ষীর ভূমিকা নিতো! বাস্তবে এসব হয় না; হলে কিঞ্চিৎ-আংশিক! আমরা প্রত্যেকেই গ্রাম্য মোড়লদের চরিত্রও কিছুটা ধারণ করি! কেউ যখন কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তখন অভিযোগকারীর তুলনায় অভিযুক্তের দিকে আমাদের রি-অ্যাকশান আরো জোরালো থাকে! সিমপ্যাথি দেখিয়ে কায়দা করে কিছু ফায়দা যদি আদায় করা যায়! খোঁজ নিলে জানা যাবে, বেশিরভাগ মধ্যস্থতাকারী চতুরের ভূমিকায় বহু ফায়দা লুটেছে! মিঠা মিঠা কথা বলে অসৎ উদ্দেশ্য সাধন করেছে। কারো লোভ সম্পদে আবার কারো নজর শরীরে! কেউ কেউ তো আবার আগে যা সমস্যা ছিল, সালিশি করতে গিয়ে সে সমস্যা আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে! যেখানে বিচ্ছেদ হতো না, দূরত্ব বাড়তো না সেখানেও চরম পরিণতিতে ঠেকেছে! মধ্যস্থতাকারীদের ভাষা কিঞ্চিৎ সুমিষ্ট হয়, অন্তরে যে ইচ্ছা থাকে মুখে তার রেশ রাখে না! অতঃপর, অতঃপরের ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটে। অথচ মধ্যস্থতাকারীর সম্পর্কে খোঁজ নিলে জানা যাবে, তিনি যে সমস্যার সালিসদার সেটার থেকে চৌ-গুন সমস্যা তার জীবনে ঘোরে! তার দক্ষতা হচ্ছে, তিনি হাড়ির খবর পরশীকে জানতে দেন না! এবং নিজের অশান্তি ট্রান্সমিট করে অন্যের শান্তিকে চিরতরে হত্যা করেন! সমস্যা সমাধানের ভার কাকে দেয়া হচ্ছে সেটা বিবেচনায় রাখা উচিত! অবশ্য যিনি সমস্যাগ্রস্ত তার বোধ-বুদ্ধি হ্রাস পায়! তিনি তখন আয়ুর্বেদ-ওঝা, ফকির-প্রজা কারো পরামর্শ ফেলতে পারেন না! বলতে বলতে এমন কারো কবলে পড়েন যে জীবনে যা ছিল আগুন সেখানে ঘি ঢেলে এখন ফাগুনের আশায় বসে থাকেন! জীবনে কিছু সমস্যা থাকবে, জটিল হবে আবার সহজ হবে! নিজেদেরকে অথবা আপন কাউকে দিয়ে সমস্যার জট খোলাতে হবে। হ্যারিকেন এমন কারো কাছে দেয়া ঠিক হবে না যিনি আলো কেড়ে নিয়ে বাঁশ উপহার দিয়ে চলে যাবে! আমরা আসলে কাউকেই চিনি না! দুদন্ডের পরিচয় তো দূরের কথা দুইবার জীবন পেয়েও মানুষ চেনা কঠিন! আপনার ব্যথার কথা, আপনার কষ্টের গান এমন কাউকে শোনাবেন না যে সেখানে আরও কঠিন কথা, জটিল সুর যুক্ত করে দেবে! আপনার সাময়িক দুর্বলতা জেনে কেউ কেউ আপনাকে স্থায়ীভাবে জ্বালাতন করতে পারে! নিজেকে বিশ্লেষণ করতে শিখুন। ভুল স্বীকার করে, ক্ষমা চেয়ে, নত হয়ে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব। দেয়ালে পিঠ ঠেকার আগে কারো দ্বারস্থ হবেন না যেন! সমাজে সুখ সংক্রামক নয়, অসুখ সংক্রামক। কথা হজম করতে শিখুন। ভালো থাকবেন এবং ভালো রাখবেন।

> হ্যারিকেন এমন কারো কাছে দেয়া ঠিক হবে না যিনি আলো কেড়ে নিয়ে বাঁশ উপহার দিয়ে চলে যাবে! আমরা আসলে কাউকেই চিনি না! দুদন্ডের পরিচয় তো দূরের কথা দুইবার জীবন পেয়েও মানুষ চেনা কঠিন! আপনার ব্যথার কথা, আপনার কষ্টের গান এমন কাউকে শোনাবেন না যে সেখানে আরও কঠিন কথা, জটিল সুর যুক্ত করে দেবে! আপনার সাময়িক দুর্বলতা জেনে কেউ কেউ আপনাকে স্থায়ীভাবে জ্বালাতন করতে পারে! নিজেকে বিশ্লেষণ করতে শিখুন

লেখক : কলামিস্ট

দানার প্রভাবে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গে ভারী বৃষ্টি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ওড়িশা রাজ্যে গত বৃহস্পতিবার রাত ১১ টার পর শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় দানার তাণ্ডব শুরু হয়। এর প্রভাবে রাত থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। মধ্যরাতে প্রবল জলোচ্ছ্বাসও দেখা গেছে দিঘায়। আবহাওয়া পূর্বাভাসকে সত্যি করে গতকাল শুক্রবার সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এ প্রভাবে কোথাও কোথাও গাছ ভেঙে পড়েছে তো, কোথাও জমেছে এক হাঁটু জল। জলাবদ্ধতায় হলদিরাম-কৈখালি-চিনার পার্কে প্রায় হাঁটু সমান পানি জমেছে। নিকাশি নালার কঙ্কালচারের চেহারাও সামনে এলো। বিধাননগর করপোরেশন বৈঠক শেষে একাধিক পাম্পের মাধ্যমে জল সরানোর ব্যবস্থা করে। তবে এতেও কোনো সুরাহা হচ্ছে না। সল্টলেকের আইএ ব্লকের রাস্তার ওপর গাছ ভেঙে পড়ে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। একটি লেনই এখন চালকদের ভরসা। ঠনঠনিয়াসহ একাধিক স্থানে পানি জমেছে। বৃষ্টির পানি জমেছে কলকাতা পৌরসভার ভিতরেও। রাস্তায় বেরিয়ে নাজেহাল দশায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টা থেকে গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টা পর্যন্ত লোকাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকার কথা ছিল। তবে গতকাল শুক্রবার সকালে শিয়ালদহ ডিভিশনে নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগেই রেল পরিষেবা স্বাভাবিক হলো। এদিন সকাল থেকেই সব লাইনের লোকাল ট্রেন চালু হয়েছে। তবে যাত্রীর সংখ্যা অনেক কম। একই ছবি হাওড়া স্টেশনেও। সকাল ১০টার আগেই নামখানা, সোনারপুর, ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিংসহ বিভিন্ন স্থানে ট্রেন পরিষেবা চালু হয়েছে। তবে কোনো কোনো ট্রেন পৌঁছাতে ৩০ মিনিট দেরি হয়েছে। স্টেশনে জমেছে অপেক্ষারত যাত্রীদের ভীড়। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র নগরী দিঘায় মধ্যরাতে জলোচ্ছ্বাসও বেড়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে সৈকতে পর্যটকদের যেতে দিচ্ছে না প্রশাসন। ঝড়টি ওড়িশা রাজ্যের ভিতরকণিকা, বালেস্বর, ভদ্রকসহ পুরো এলাকায় অবস্থান করেছিল। এর জেরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত উপকূলে বইছে ঝড়ো হাওয়া। সঙ্গে শুরু হয়েছে প্রবল বৃষ্টিও। বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটায় ঝড়টি আছড়ে পড়ার সঙ্গে প্রবল জলোচ্ছ্বাসও দেখা যায়। দিঘার আবহাওয়া ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে। কখনও আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তো কখনও আবার ঢেকে যাচ্ছে কালো মেঘে। রাতে ঝড়ের দাপট সবচেয়ে বেশি ছিল সুন্দরবন এলাকায়। সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমায় বেশ কিছু গাছের ডাল ভেঙেছে।

যে শর্তে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে রাজি পুতিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে আগ্রহী পুতিন। তবে অবশ্যই সেটি বাইডেন প্রশাসনের আমলে নয়। গত বৃহস্পতিবার কাজান শহরে ব্রিকস সম্মেলনের সমাপ্তিতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে চান তিনি। তবে সেটি অবশ্যই নির্ভর করবে ওয়াশিংটনের মনোভাবের ওপর। এ সময় ইউক্রেন সংঘাতের অবসান ঘটানো নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যকে 'আন্তরিক' বলে স্বাগত জানিয়েছেন পুতিন।

ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির বরাতে রুশ সংবাদমাধ্যম দ্য মস্কো টাইমস এই খবর জানিয়েছে। তবে ক্রেমলিন নেতা কঠোর ভাষায় পশ্চিমকে সতর্ক করে বলেন, রাশিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করা যেতে পারে মনে করাটা একটি 'ভ্রম'। তিনি জোর দিয়ে বলেন, যে কোনো শান্তি চুক্তির জন্য ইউক্রেনের বিশাল ভূখণ্ডের রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণকে স্বীকৃতি দিতে হবে। কাজানে সাংবাদিকদের পুতিন বলেন, 'নির্বাচনের পর রাশিয়া-আমেরিকান সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠবে তা নির্ভর করবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর। তারা যদি সম্পর্কের দরজা খোলা থাকে, তবে আমরাও উন্মুক্ত থাকব। তবে যদি তারা তা না চায়, তাহলে তাদেরই জরিমানা।

ট্রামির তাণ্ডবে ফিলিপাইনে নিহত বেড়ে ৬৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিপাইনে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬ জন। গ্রীষ্মকালীন ঝড় 'ট্রামি'র আঘাতের ফলে এ বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ফিলিপিন্সের সবচেয়ে জনবহুল দ্বীপ লুজানের উত্তর-পূর্ব উপকূলে আঘাত হানে। ঝড়ের কারণে বন্যা ও ভূমিধস হয়। ট্রামির তাণ্ডবে প্রথমে অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু কথা বলা হয়। ট্রামি গতকাল শুক্রবার ভোরবেলা ফিলিপাইন থেকে পশ্চিমে সরে যায় দক্ষিণ চীন সাগরের দিকে। এর পরেই মৃতের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে এবং নতুন করে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। গত বৃহস্পতিবার একটি সরকারী পরিসংখ্যান জানিয়েছে, বন্যার মুখে ১ লাখ ৯৩ হাজার লোককে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। রাস্তাগুলো নদীতে পরিণত হয়েছে এবং ঝড়ের ফলে আলগা হয়ে যাওয়া আগ্নেয়গিরির পলিতে কিছু শহর ডুবে গেছে। বিকেলে উপদ্বীপে ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। সেখানে বন্যার কারণে অন্তত ৩০ হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সেখানে রাস্তাগুলো প্লাবিত হয়ে নদীর মতো হয়ে গেছে। ঝড়ের কারণে উত্তর ফিলিপিন্সে স্কুল ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে। দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাতাঙ্গাস প্রদেশের এক কর্মকর্তা বলেছেন, ঝড়বৃষ্টি থামছেই না। প্রায় ২০টি বড় ঝড় এবং টাইফুন প্রতি বছর ফিলিপাইন বা এর আশেপাশের এলাকায় আঘাত হানে। এতে ঘরবাড়ি, বিভিন্ন অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ ছাড়া বহু মানুষের মৃত্যু হয়। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, এ অঞ্চলের ঝড়গুলো ক্রমবর্ধমানভাবে উপকূলরেখার কাছাকাছি তৈরি হচ্ছে এবং আরো তীব্র হচ্ছে।

তুরস্কের অভিযানে ২৭ সিরীয় নাগরিক নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : তুরস্কের ২৪ ঘণ্টার সামরিক অভিযান ও ড্রোন হামলায় সিরিয়ায় ২৭ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সিরিয়ার এক যুদ্ধ পর্যবেক্ষক এ কথা জানান। গত বুধবার আঙ্কারার কাছে সরকারি প্রতিরক্ষা কোম্পানিতে ভয়াবহ হামলায় পাঁচজন নিহত এবং ২২ জন আহত হওয়ার পর এই সামরিক অভিযান জোরদার করে তুরস্ক। সিরিয়ার মানবাধিকারবিষয়ক পর্যবেক্ষক সংস্থা জানায়, বৃহস্পতিবার থেকে তুর্কি বাহিনী সিরিয়ার উত্তর ও পূর্বে তাদের বিমান ও স্থল হামলা বাড়িয়েছে। সংস্থাটি আরো জানায়, যুদ্ধবিমান দিয়ে পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস স্টেশনসহ অন্যান্য অবকাঠামো লক্ষ্য করে চারটি যুদ্ধ বিমান ও ৪৫টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে। তুরস্ক সরকার বলেছে 'খুব সম্ভব' নিষিদ্ধ ঘোষিত কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পিকেকে) হামলা চালিয়েছে। তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, 'কয়েক ঘন্টা পর ইরাক ও সিরিয়ার উত্তরে সন্ত্রাসীদের বিভিন্ন স্থাপনায় বিমান হামলা চালানো হয়।' মোট ৩২টি স্থাপনা সফলভাবে ধ্বংস করা হয়েছে বলেও জানা মন্ত্রণালয়। কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্স (এসডিএফ) গত বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছে, তুর্কি বিমান হামলায় সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ১২ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত ও ২৫ জন আহত হয়েছে। তুরস্কের হামলার খবর জানিয়ে এসডিএফ আরো জানায়, 'জনবসতিপূর্ণ এলাকা ছাড়াও যুদ্ধবিমান ও ইউএভি ড্রোনগুলো বেকারি, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও তেল স্থাপনাসহ কুর্দিদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীর চেকপোস্টগুলো টার্গেট করা হয়।'

'ঘূর্ণিঝড় 'দানা'য় ওড়িশার বহু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি জানান, প্রস্তুতি হিসাবে ওড়িশার উপকূলবর্তী জেলাগুলি থেকে অন্তত ৬ লাখ মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই ছয় লাখ মানুষের মধ্যে ছিলেন ৬ হাজার নারী গর্ভবতী। তাদেরকে তড়িঘড়ি বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হওয়া ১৬০০ জন প্রসূতি সন্তান জন্ম দেন। তিনি জানান, ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানি রুখতে আগেই ৮৩২২টি সাইক্লোন সেন্টার প্রস্তুত রেখেছিল ওড়িশা প্রশাসন। গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার মধ্যে দুর্গতদের অন্তত ৬০০৮টি সেন্টারে রাখা হয়েছিল। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় তাঁর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার কী কী পদক্ষেপ করেছে, তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জানানো হয়েছে।

ট্রাম্পের প্রচারে ১৫ দিনে ৪ কোটি ৪০ লাখ ডলার দিলেন মাস্ক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অক্টোবরের প্রথম ১৫ দিনে আমেরিকা পিএসি বা পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটিকে চার কোটি ৪০ লাখ মার্কিন ডলার দিয়েছেন টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইলন মাস্ক। আমেরিকা পিএসি রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের প্রকাশ করা এক নথিতে এই খবর বলা হয়েছে। রিপাবলিকান সমর্থকগোষ্ঠীর পাশাপাশি ট্রাম্পের পক্ষে ব্যাপকভাবে নির্বাচনী প্রচারে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এর মালিক ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠিত আমেরিকা পিএসিকে বেশ নির্ভরযোগ্য গ্রুপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে ইলন মাস্ক আমেরিকা পিএসসি গ্রুপকে সাত কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার দিয়েছিলেন। এরপরই অক্টোবরের প্রথম ১৫ দিনে দিয়েছেন চার কোটি ৪০ লাখ ডলার। যেসব অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প এবং ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিসের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আমেরিকা পিএসি সেসব অঙ্গরাজ্যে ভোটারদের ট্রাম্পের পক্ষে আনতে কাজ করছে। মার্কিন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন বলছে, আলাদাভাবে ট্রাম্পের প্রচারশিবির চলতি মাসের প্রথমার্ধে বিজ্ঞাপনে আট কোটি ৮০ ডলার ব্যয় করেছে। চূড়ান্ত প্রচারের জন্য তাদের এখনো তিন কোটি ৬০ লাখ রয়েছে। এদিকে আগামী ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন জরিপে দুই প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

বিনোদন

আমি কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি না

বিনোদন ডেস্ক : নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি স্কুলে থাকতেই, বাংলাদেশ বেতারের কলকাকলিতে নিয়মিত গান এবং বিটিভি-তে নাচের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। ২০০৫ সালে সদ্য কলেজপড়ুয়া ন্যান্সি হঠাৎ করেই বাংলা চলচ্চিত্রে গান গাওয়ার সুযোগ পান। এরপরের গল্প আর কারো অজানা নয়। একের পর এক গান নিয়ে পৌঁছে গেছেন শ্রোতাদের হৃদয়ের খুব কাছে। স্বীকৃতির ঝুলিও ক্রমশ হয়েছে বড়ো! সেরা নারী কণ্ঠশিল্পী হিসেবে মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার জিতেছেন টানা সাত বার (২০০৯- ২০১৫)। মাত্র ২৩ বছর বয়সে, ২০১১ সালে 'প্রজাপতি' চলচ্চিত্রে 'দু'দিকেই বসবাস' গানটি গেয়ে, পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। পেয়েছেন, সিটিসেল- চ্যানেল আই অ্যাওয়ার্ড, বিনোদন বিচিত্রা স্টার অ্যাওয়ার্ডসহ আরো অনেক সম্মাননা, পুরস্কার। স্বর্ণকণ্ঠী এই সংগীতশিল্পীর সঙ্গে কথা বলেছেন সংবাদমাধ্যম।

পরিবর্তিত বাংলাদেশে কেমন আছেন? কেমন লাগছে? : দেশ এখন ভালো আছে যদিও কিছু অস্থিরতা কাজ করছে। তবে ক্ষেত্রে এখনো মানসিকভাবে খুব ভালো আছি। যখন থেকে ফ্যাসিস্ট নিয়েছে, তখন থেকেই স্বস্তি ফিরে স্নকার বিদায় এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে চলচ্চিত্র জুরি বোর্ডে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি, কেমন উপভোগ করছেন? অনুভূতি ভালো। একটা সময় শুনেছি আমার গান থাকলেই নাকি সেন্সরে সমস্যা সৃষ্টি হতো, আমি এখন সেখানে গুরুত্বপূর্ণ দয়িত্বে আছি-এটা নিঃসন্দেহে আমার জন্য ভালো লাগার। জুরি বোর্ড থেকে কাঞ্চন ভাই সরে গেছেন, অপি আপাও নেই, এমনকি প্রিন্স মাহমুদ ভাইও নেই যেহেতু তার গন এই বছর জমা পড়েছে। নিয়ম অনুযায়ী কোনো কাজ জমা থাকলে সেখানে তিনি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। সে কারণেই নেই তিনি। এই তিন জনের শূন্যতা এখনো পূরণ হয়নি। পূরণ হলে কমিটির কাজ শুরু হবে।

নিজের গানের সংখ্যা কত-সিনেমা এবং আধুনিক দুই শাখা মিলিয়ে? : গানের হিসাব নেই আমার কাছে দুই থেকে আড়হিশোর মতো হতে পারে।

সংগীতজীবনের শুরু কীভাবে? হাবিব ওয়াহিদের সাথে কাজ করার শুরুটা সম্পর্কে জানতে চাই। তিন বছর বয়স থেকে গান শিখি। আমার মায়ের ওস্তাদ তারাপদ দাস। মা'র সাথে আমিও তাঁর কাছে গান শিখেছি। আমার মা আমাকে নাচ, গান, আবৃত্তি, ছবি আঁকা সবকিছু শিখিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত গান শেখাটা কাজে লেগেছে আমাদের বাসার কাছেই একটি কালচারাল প্রোগ্রামে ফেরদৌস ওয়াহিদ গান গাইতে গিয়েছিলেন। মা গিয়েছেন গান শুনতে, আমিও সেই স্টেজে গান গেয়েছিলাম, সেই থেকে শুরু। হাবিব ওয়াহিদ তখন ফ্রেশ কিছু ভয়েস খুঁজছিলেন হাবিব ভাই ডাকলেন, 'ভালোবাসবো বাসবোরে বন্ধু তোমায় যতনে'-পুরো গানটা শেষে সবাই এক সাথে যে কেরাস অংশটা গায় তাদের সাথে দুই লাইন আমাকেও গাইতে হলো। ভয়েস রেকর্ড শেষ, আমার মন খুব খারাপ, আমি এসেছি গান গহিতে, দুই লাইন গাওয়ার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে-এটা তো আমাকে বলা হয়নি। এদিকে আমি যে সিনেমায় গান গাইলাম-এটা তো কাউকে বলতেও পারছি না। পুরো গানটা হাবিব ওয়াহিদের। কোরাসে কে কে গাইছে তা বোঝা যাচ্ছে না। তো যাই হোক, এই দুটো লাইন শুনেই হাবিব ওয়াহিদ আমাকে নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন।

কোন মাধ্যমে গান করতে বেশি ভালো লাগে? : সিনেমাতে গান গাইতে বেশি ভালো লাগে। আমার যাত্রা শুরু সিনেমা দিয়ে। ফিল্মে ৪-৫ বছর কাজ করার পর অ্যালবামে এসেছি।

বাংলা গানের সময় সামগ্রিকভাবে এখন ভালো নাকি আগে বেশি ভালো ছিল? : আগে শ্রোতার অনেক ডেডিকেটেড ছিল। এখন কম। আমি ২০০৫ থেকে কাজ শুরু করেছি, প্রচার শুরু হয়েছে ২০০৬ সাল থেকে। সেই সময়টার কিছু আগে আমরা অডিও ক্যাসেটের সময়ে ছিলাম তারপর সিডি, ডিভিডি, আর এখন তো মোবাইল অতি দ্রুত এই পরিবর্তন শিল্পী এবং শ্রোতা-দুইয়ের মধ্যেই একটি পরিবর্তন এনেছে। একসময় উৎসবে রস্তার মোড়ে মোড়ে গান বাজত, অ্যালবামের কভার পেজে শিল্পীর ছবি এবং গানের কথা দেখে দেখে গান শোনা, কোনো তারকার ইন্টারভিউ পত্রিকায় এলে সেই পেপার কাটিং যত্ন করে রেখে দেওয়ার মতো ইমোশনটা আর নেই এখন। সব কিছু সহজলভ্য হয়ে গেছে। মোবাইলের ভেতর ঢুকে গেছে সব। এত দারুণ কণ্ঠ আপনার, পৃথিবীর অন্য কোথাও বা বাংলাদেশের অন্য সময়ে থাকলে আরো ভালো গান উপহার দিতে পারতেন বলে মনে করেন? : আমি যদি গায়িকা না হয়ে নায়িকা হতাম আমি যদি পাখি হতাম-এগুলো কথার কথা। আর মূল্যায়ন অবমূল্যায়ন সব জায়গাতেই আছে। ভারতে এমন অনেক গুণী শিল্পী আছেন যাদের বলিউড ইন্ডাস্ট্রি চেনেই না। আমার দেশ এবং দেশের মানুষ আমাকে অনেক দিয়েছে। কখনোই ভাবি না অন্য দেশে জন্মালে আরো ভালো কিছু করতাম।

শিল্পীজীবনে তিক্ত অভিজ্ঞতা কী? : আমাদের এখানে যে বিষয়টি আমার খারাপ লাগে, সেটা পলিটিক্স। যদি শিল্পীদের পলিটিক্স হতো, গানের পলিটিক্স হতো, মেনে নিতাম। কিন্তু একটি দেশের সরকার শিল্পীদের নিয়ে রাজনীতি করবে-এটা মানতে পারি না। শিল্পীদের শিল্পসত্তার বিকাশে বাধা দেওয়া কোনো গোত্র কখনোই সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। শিল্পীদের চাল হিসেবে ব্যবহার করা এবং যাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না, যাদের আলাল মতাদর্শ আছে, তাদের নাম শিল্পীর খাতা থেকে কেটে ব্ল্?াকলিস্টে ফেলে দেওয়া-এটা প্রচণ্ড খুশিত একটি কাজ। আমার জীবন থেকে প্রায় এক যুগ সময় কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই সময় কি আমি ফেরত পাব?

আমাদের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কী বলবেন? : নতুন করে পান তৈরির ইচ্ছে শিল্পীদের মরে যাচ্ছে। কারণ নতুনরা চিন্তা করছে, অন্য শিল্পীর গাওয়া ১০টা হিট গান কভার করে স্টেজ করলেই নাম ও ইনকাম হচ্ছে এজন্যে মৌলিক গান করার ইচ্ছে কমে যাচ্ছে। নতুন নতুন গান সৃষ্টি না হলে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

স্টেজ এবং স্টুডিও-এই দুটির মাঝে কোনটি বেশি উপভোগ করেন?

নয় মাস পর স্টেজ শো করতে যাচ্ছি। দীর্ঘদিন পর স্টেজে গান করতে যাচ্ছি। ভালো লাগছে। স্টুডিওতে আমি বেশি কমফোর্ট। তবে ভালো লাগে সবার উপস্থিতিতে গান গাইতে।

বর্তমান সময়ে কী নিয়ে ব্যস্ত আছেন?

সম্প্রতি দুটি গানের রেকর্ড করেছি। রেহান রাফির সাথে রাফাতের কম্পোজিশনে একটি গান করেছি ইউটিউব চ্যানেলের জন্য আর নতুন একজন কম্পোজার শামীম, তার সাথে আরেকটি কাজ করেছি।

সমসাময়িক কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন?

আমি কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি না আমার বড়ো মেয়ের নাম রোদেলা, ছোটবেলায় ও আমার সাথে কোথাও গেলে লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করত, বড়ো হয়ে মা'র মতো বিখ্যাত শিল্পী হতে চাও? ও সবসময় বলত না, আমি রোদেলা হতে চাই। শুরুতে আমার মন খারাপ হতো, আমার মেয়ে আমার মতো হতে চায় না। একটা পর্যায়ে এসে ভাবলাম, রোদেলাই ঠিক আছে। আমি কি কখনো অন্য কারো মতো হতে চেয়েছি? আমি অন্য কারো গান কভার করেছি, কিন্তু কখনো আমার গায়কী বিসর্জন দেইনি।

সংগীতজীবনে কোনো আফসোস আছে? : ওই গান আমার হলে ভালো হতো-এমন অনেক গান আছে। যেমন-ফোক গান আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু আমার কণ্ঠে অতটা মানায় না। কিন্তু আমার গা(তে ইচ্ছে করে।

সংগীতজীবনে সবচেয়ে সুখের এবং সবচেয়ে দুঃখের স্মৃতি কী? : মা'র বয়সী একজন আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি আমার মেয়ের মতো, তোমার গান আমার অনেক ভালো লাগে-এটা সুখের। আবার অনেক গুজব রটে যায়। যে জীবন আমি যাপন করিনি, সেটা নিয়েই মানুষের মাতামাতি-এটা কষ্টের। অনেকে শিল্পীর জীবন পাবলিক প্রপার্টি ভেবে জাজমেন্টাল হয়ে যায়। ব্যক্তিজীবন নিয়ে বেশি সক্রিয় হওয়ার চর্চাটা আমাকে দুঃখ দেয়।

'মগজধোলাই করে আমাকে ধর্মান্তর করানো হয়'

বিনোদন ডেস্ক : ভারতীয় জনপ্রিয় টেলিভিশন সিরিয়াল 'বড়ে ভালো লাগতে হের' সাক্ষী তান্বর এবং রাম কাপুরেরসহ অভিনেত্রী চাহাত খান্না। সম্প্রতি তার জীবনের একটি নতুন অধ্যায় সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা থেকে জানা যায়, তার ব্যক্তিগত জীবন ছিল অনেকগুলো ওঠাপড়ায় পরিপূর্ণ। চাহাতের দুটি বিয়ে ভেঙে গেছে এবং তিনি এর পেছনের কারণগুলো নিয়ে বিস্তারিত বলেছেন। চাহাত প্রথমে ২০০৬ সালে ভারত নরসিংহানির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু তাদের সম্পর্কটি কয়েক মাসের মধ্যে ভেঙে যায়। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে লেখক শাহরুখ মির্জার ছেলে ফারহান মির্জার সঙ্গে বিবাহিত হন, যার ফলে তার দুটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তবে ২০১৮ সালে যৌন ও মানসিক হয়রানির অভিযোগ তুলে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেন অভিনেত্রী। চাহাত জানিয়েছেন, সাবেক স্বামী ফারহান মির্জা তাকে ধর্মান্তরিত করার জন্য 'মগজ ধোলাই' করেছিলেন, তবে তিনি এখন তার শিকড়ে (সনাতন ধর্মে) ফিরে আসতে পেরে 'কৃতজ্ঞ'। এক সাক্ষাৎকারে আধ্যাত্মিক পরিবারে বেড়ে ওঠার কথা জানান চাহান। চিত্রনাট্যকার শাহরুখ মির্জার ছেলে ফারহান মির্জার সঙ্গে বিয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন চাহাত। তবে টেকেনি সেই বিয়ে। ডিভোর্সের পর বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার কথা জানিয়ে অভিনেত্রী বলেন, এখন নিজের শিকড়ে ফিরতে পেরে তিনি 'কৃতজ্ঞ'। ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য তার মগজ ধোলাই করা হয়েছিল কিনা জানতে চাইলে চাহাত বলেন, 'হ্যাঁ, এক প্রকারে আমার মগজ ধোলাই করা হয়েছিল। তবে আমি জানি না সেটা তাদের ভালোর জন্য বা আমার ভালোর জন্য, কিন্তু সে কারণেই আমি বলেছি, সৌভাগ্যক্রমে আমি নিজের শিকড়ের কাছে ফিরে এসেছি'। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে চাহাত বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের জন্য কোনো অনুশোচনা অনুভব করছি না। তবে সনাতন ধর্মে ফিরে এসে আমি অনেক খুশি। তিনি যোগ করেন, আমি অত্যন্ত আধ্যাত্মিক এবং সকল ধর্মে বিশ্বাসী। আমি কখনোই ধর্মান্ধ নই। চাহাত বলেন, বিবাহিত জীবনের শুরুতে আমি ইসলামের অনেক কিছু জানার চেষ্টা করেছি এবং এটি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে।

কোরিয়ান সিনেমায় আনুশকা

বিনোদন ডেস্ক : ছোট থেকেই অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল প্রতিভাবান বলিউড সুন্দরী আনুশকা সেনের। মিউজিক ভিডিও থেকে শুরু করে সিরিজ, সবকিছুতেই তিনি তার বহুমুখিতার প্রমাণ করেছেন। বলিউড পেরিয়ে এবার তার অভিষেক হতে যাচ্ছে কোরিয়ায়। 'এশিয়া' সিনেমার মাধ্যমে কোরিয়ান সিনেমায় আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি কোরিয়া ট্যুরিজম ফিয়েস্তায় ইটাইমসের সঙ্গে কোরিয়ান সিনেমায় অভিনয়সহ নানা বিষয়ে কথা বলেন আনুশকা। একান্ত সাক্ষাৎকারে জনপ্রিয়তার শীর্ষে থেকেও কোরিয়ান নাটকে নিজের অবস্থান হারানোর বিষয়েও মুখ খোলেন এ অভিনেত্রী। হাসতে হাসতে তিনি বলেন, এর অন্যতম কারণ 'কভিড!' আনুশকা সেন বলেন, 'কভিডের সময়টা খুব কঠিন ছিল, আমি খুবই অসহায় বোধ করেছিলাম। তখন কী করব তা আমি জানতাম না। একমাত্র সান্ত্বনা ছিল শাহরুখ খানের সিনেমা, যা আমি ৫০ বার দেখেছি, সেগুলোই বারবার দেখেছি।' 'কিন্তু তারপর আমি নতুন এবং ভিন্ন কিছু করতে চেয়েছিলাম। তখনই আমি কে-ড্রামা আবিষ্কার করি এবং আমার জীবন বদলে যায়। তখন থেকেই আমি কোরিয়ান সিনেমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম,' বলেন এ অভিনেত্রী। কে-ড্রামা দেখা থেকে শুরু করে কোরিয়ান সিনেমায় কাজ করা, আনুশকা সেন অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছেন। এসব সিনেমায় অভিনেত্রীকে প্রচুর অ্যাকশন সিকোয়েন্স করতে দেখা যায়। যেখানে অ্যাকশন, সেখানেই ইনজুরি। এমন কোনো অ্যাকশন দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে চোট পেয়েছেন কি না জানতে চাইলে আনুশকা বলেন, 'আমি খুব আনাড়ি এবং অবশ্যই কষ্ট হয়। তবে এখন আর সেটি অনুভব করি না। কারণ, একজন অভিনেত্রী হিসেবে সুযোগের অপেক্ষায় থাকা উচিত। শুধু নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ চাইবেন। আমি সুযোগ পেয়েছি এবং এটাই আমার লক্ষ্য ছিল।' 'এশিয়া'তে অভিনয় করতে গিয়ে কোরিয়ান সহশিল্পীদের কী কী শেখাচ্ছেন এমন প্রশ্নে আনুশকা জানান, 'আমি শুধু তাদের মাথায় ভারত, দিল্লি, মুম্বাই ভ্রমণ এবং বাটার চিকেন, রাজমা চাওয়াল, পানিপুরি খাওয়ার ধারণা ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এ ছাড়া তারা নমস্তে জানে, তাই আমি তাদের আরও হিন্দি শব্দ শেখানোর চেষ্টা করছি।' 'তারাও আমাকে সুন্দর কোরিয়ান শব্দ এবং তাদের খাবার সম্পর্কে বলে। আমি এটি পছন্দ করি। কোরিয়ান খাবার আইকনিক,' বলেন আনুশকা। আনুশকা সেনের কোরিয়ান সিনেমা 'এশিয়া'র প্রথম শিডিউল শেষ হয়েছে। তবে এর মুক্তির তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

দিনাজপুর : বীরগঞ্জে “আজমল হক ফাউন্ডেশন” এর উদ্যোগে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

ড্রাগন ক্ষেতে মড়ক আতংক

কালীগঞ্জ প্রতিনিধি : ড্রাগনের রাজধানী হিসাবে খ্যাত হলে ও মড়ক লেগে উজাড় হচ্ছে ড্রাগন ক্ষেত। কোনো ভাবেই রোগ নিয়ন্ত্রনে আনা যাচ্ছে না। নামী দামী কোম্পানীর ছত্রাক নাশক, মাকড় নাশক, ব্যাকটেরিয়া নাশক ব্যবহার করেও প্রতিকার না পাওয়ায় বেশ কয়েকজন ড্রাগন চাষী ড্রাগন গাছ কেটে ফেলছেন। মড়ক আতঙ্কে ঘুমের মধ্যেও আঁৎকে উঠছেন অন্য চাষীরা।ঝিনাইদহ জেলায় প্রায় ২ হাজার হেক্টর জমিতে ড্রাগন চাষ রয়েছে। জেলাব্যাপী প্রায় ৫/৬হাজার চাষী ড্রাগন চাষ করেন এবং এ চাষের সাথে প্রায় ২৫/৩০ হাজার লোক জড়িত আছেন। চাষীদের দেয়া তথ্য মতে প্রায় এক পঞ্চমাংশ জমির ড্রাগন গাছ মারাত্মক এ রোগে আক্রান্দ হয়েছে এবং রোগ নিরাময় করতে না পেরে কমপক্ষে ৫০বিঘা জমির ড্রাগন গাছ ইতোমধ্যে কেটে ফেলা হয়েছে। কালীগঞ্জ উপজেলার ত্রিলোচনপুর ইউনিয়নের ড্রাগন চাষী শামীম উদ্দীন জানান, প্রায় ৩ মাস আগে তার বাগানে মড়ক লাগে। মাত্র দুই-তিন দিনের ব্যবধানে দুই বিঘা জমির সব গাছ আক্রান্ত হয়ে যায়। অভিজ্ঞ চাষীদের পরামর্শে বিভিন্ন কোম্পানীর ছত্রাক নাশক, মাকড় নাশক, ব্যাকটেরিয়া নাশক ব্যবহার করেও কোনো প্রতিকার পাইনি। তবে কলিচুন ব্যবহারে রোগ নিয়ন্ত্রনে আসছে বলে তিনি মনে করছেন। শামীম জানান, তিনি আধা কেজি কলিচুন ১৬ লিটারের ৪ ঢমে পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করেছেন সপ্তাহে দুই বার। এতে ফল পাচ্ছেন বলে তিনি জানান।

অপরদিকে ড্রাগন চাষী কুতুব উদ্দিন জানান, তিনি রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার মূলক সব ধরনের ছত্রাক নাশক,কিটনাশক, ব্যাকটেরিয়া নাশক ও মাকড় নাশক ব্যবহার করেও প্রতিকার পাননি। তাই প্রায় ২বিঘা জমির ড্রাগন কেটে ফেলেছেন।একই উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের আমিরুল ইসলাম ১৫ কাঠা জমির গাছ কেটে ফেলেছেন।সদর উপজেলার পাগলা কানাই ইউনিয়নের বানিয়া কান্দর গ্রামের ড্রাগন চাষী ইউসুপ হোসেনের আড়াই বিঘা জমির ড্রাগনের মড়ক লেগেছে। এ বছরের এপ্রিল মাসে গাছগুলো রোগাগ্রস্থ হয়। বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট করলেও প্রতিকার মেলেনি। একই এলাকার ড্রাগন চাষী আকাশের দেড় বিঘা জমির ড্রাগনে একই রোগ হয়েছে। নানা ধরনের ওষুধ ব্যবহার করে তিনিও কোনো প্রতিকার পাননি।তাদের এলাকার আরও ৫/৭ জনের প্রায় ১৪/১৫ বিঘা জমির ড্রাগন গাছ একই রোগে আক্রান্ত বলে তারা জানান। মহেশপুর উপজেলার গোরিনাথ পুর গ্রামের মশিয়ার রহমানে ১৫ বিঘা জমি একই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এ ছাড়া একই উপজেলার হাসান,জাহিদুল, মহাসিনসহ বেশ কয়েকজন ড্রাগন চাষীর প্রায় ২’শ বিঘা জমির ড্রাগন গাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। কোনো ভাবেই এই রোগ নিয়ন্ত্রনে আনতে পারছেন না। কোটচাঁদপুর উপজেলার নারায়ন বাড়িয়া গ্রামের রেজাউল বিশ্বাসের ৩ বিঘা জমির ড্রাগন এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তিনি তার বাগান কাটা শুরু করেছেন। একই উপজেলার পাভেল বিশ্বাস ২ বিঘা জমির ড্রাগন, মিলন ১৫ কাটা, সুমন বিশ্বাস ২ বিঘা, নজরুল ইসলাম ২ বিঘা জমির ড্রাগন কেটে ফেলেছেন। উপজেলার আরও অনেক চাষী দ্রুতই আক্রান্ত ড্রাগন গাছ কেটে ফেলবেন বলে জানা গেছে।ক্ষতিগ্রস্থ চাষীদের অধিকাংশের অভিযোগ এ ব্যাপারে কৃষি অফিসের কার্যকর কোন পরামর্শ পাচ্ছেন না। তাই নিরুপায় হয়ে বিভিন্ন চাষীর পরামর্শে হাজার হাজার টাকার ওষুধ প্রয়োগ করে আর্থিকভাবে মারত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এবং বাধ্য হয়ে তারা গাছ কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এ ব্যাপারে কথা হয় ঝিনাইদহ ড্রাগন চাষী কল্যাণ সমিতির সেক্রেটারী আহসানুল ইসলাম ডনের সাথে। তিনি জানান এরকম সমস্যায় গত বছর তিনিও পড়েছিলেন। কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহবুব আলম রনির সাথে কথা হলে তিনি বলেন, নতুন এ রোগ গত বছর থেকে ড্রাগন ছড়িয়েছে। আমরা বাগান পরিদর্শন করে পরামর্শ দিচ্ছি। এতে ভালো কাজ হচ্ছে। তাই চাষীদের গাছ না কাটার অনুরোধ করেছেন। এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায় জানান, ড্রাগনের গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে এমন তথ্য আমার কাছে নেই। বাংলাদেশে ড্রাগন ফলের চাষ নতুন। বর্তমানে গাছে নতুন নতুন রোগবালাই হচ্ছে। আমরা সাধ্যমতো চাষীদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি।

গাবতলী বিএনপির দোয়া ও মোনাজাত

বগুড়া প্রতিনিধি : বিএনপির চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বড় নাতনী, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মেয়ে ব্যারিষ্টার জাইমা রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে জাইমা রহমান সহ বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান ও জিয়া পরিবারের সকল সদস্য’র সুস্থতা কামনা করে গতকাল শুক্রবার বগুড়ার গাবতলী পৌর বিএনপির আয়োজনে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বাদ আছর এক দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বগুড়া জেলা বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক, গাবতলী থানা বিএনপির সদস্য সাবেক পৌরসভার মেয়র মোঃ সাইফুল ইসলাম। এ সময় পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবদুর রহিম পিন্টু, সহসভাপতি মতিউর রহমান মতি, আফছার আলী মিজু, আবু হাসনাত শাহীন, নিভা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাহিদুল ইসলাম, খোরশেদ আলম জুয়েল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ তরিকুল ইসলাম, মোঃ তাজুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ নাছির উদ্দীন বুলবুল, বিএনপি নেতা নুরুল্লাহ আকন্দ, আবদুল গোফফার, ইউসুফ আলী শাকিল, টিপু, খোকন, আবুল কালাম, জালাল, কাজল, যুবদলনেতা, আনোয়ার হোসেন, তাজুল ইসলাম, দৌলতজ্জামান দিপু, নিফুল, সাব্বির, ছনি, বাবু, মামুন, পেস্তা, মান্নান, মোহন, বিপ্লব, পলাশ, শহিদুল, মালেক, ছাত্রদলনেতা, আবদুল গনি, আবদুল ওহাব, কামাল উদ্দিন, রাহি, মেহেদী, আল আমিন, শাকিল, রাজন, অভি, মইনুল, শাওনসহ বিভন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পিরাজপুরে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরেজপুরে ইয়াবা ও ফেন্সিডিলসহ আজগর আলী শেখ ওরফে ফুল মিয়া (৫৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাতে পিরেজপুর পৌর এলাকার উত্তর নামাজপুর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানান পিরোজপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এণ্ড অপস্) মো: মুকিত হাসান খাঁন। গ্রেপ্তার আজগর আলী নামাজপুর এলাকার মৃত আনছার আলী শেখের পুত্র। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুকিত হাসান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নামাজপুর এলাকা থেকে মাদক ব্যবসায়ী আজগরকে গত বৃহস্পতিবার রাতে আটক করা হয়। তখন তার ঘর থেকে ফেনসিডিল ও ২০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার আসগর আলী স্বীকার করে, জনৈক সাইফুল তাকে খুলনা ও সাতক্ষীরা থেকে ইয়াবা ও ফেনসিডিল সংগ্রহ করে দিত এবং সে তা পিরোজপুরের বিভিন্ন মাদক বিক্রেতাদের কাছে খুচরা বিক্রি করত।

সৈয়দপুরে পেয়াজ বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দামে

সৈয়দপুর প্রতিনিধি : নীলফামারীর সৈয়দপুরে হাটে বাজারে আগাম পাওয়া যাচ্ছে শীতকালীন সবজি। শীতকালীন সবজি বাজারে আসায় মানুষের মনে অনেকটা স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে। গত সপ্তাহের চেয়ে এ সপ্তাহে সব ধরনের সবজির দাম কিছুটা কমেছে। যে কাঁচা মরিচ গত সপ্তাহে বিক্রি হয়েছে ৪শ টাকা তা এখন কমে এসেছে ২৪০ টাকায়। তবে পেয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকা থেকে ১৬০ টাকা পর্যন্ত। এদিকে শিমের দাম ৪শ টাকা থেকে কমে ৩২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর প্রত্যেক মাংসের দাম বেড়েছে কেজিতে ২০ টাকা থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সকল প্রকার মুরগির দামও। গতকাল শুক্রবার সৈয়দপুর রেলওয়ে গেট বাজার, রেলওয়ে বড় বাজার ঘুরে দামের এমন চিত্র দেখা গেছে। বাজারে দেখা গেছে, গত সপ্তাহের তুলনায় প্রতিটি সবজি কেজিতে ২০ থেকে ৩০ টাকা করে কমেছে।

বাজারে কচুরমুখির কেজি ছিল ১৪০ টাকা এখন কমে হয়েছে ৮০ টাকা। বেগুন ছিল লম্বা ১৪০ টাকা তা কমে হয়েছে ৬০ টাকা, গোল ডোপা বেগুন ছিল ১৬০ টাকা তা কমে হয়েছে ৮০ টাকা, করলা ৭০ থেকে ৮০ টাকা, কাঁকরোল ১০০ টাকা, পটল ৫০ থেকে ৬০ টাকা, ঢেঁড়শ ৮০ টাকা, বরবটি ১০০ টাকায়, প্রতিটি লাউ বিক্রি হচ্ছে ৪০ থেকে ৬০ টাকা, পেঁপে প্রতি কেজি ৩০ থেকে ৪০ টাকা, ধুন্দুল ৮০ টাকা, চিচিঙ্গা ৭০ টাকা, ঝিঙ্গা ১শ টাকা শসা ৪০ থেকে ৫০ টাকা এবং কাঁচামরিচ ২৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এদিকে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের মুরগি। বাজারে ব্রয়লার মুরগি ২২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। সোনালি কক মুরগি ৩২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সোনালি হাইব্রিড ২৯০ টাকা, দেশি মুরগি ৫৫০ টাকা, লেয়ার লাল মুরগি ৩১০ টাকা এবং সাদা লেয়ার ২৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। শিম ২শ টাকা কেজি, ফুলকপি ১৫০ টাকা, থেকে ৬০ টাকা পিস, টমেটো ২শ টাকা, মুলা ৬০ টাকা এবং জলপাই ৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

লেবুর হালি ২০ টাকা, ধনে পাতা ৪শ টাকা কেজি, কাঁচা কলা হালি বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকায়,চাল কুমড়া ৬০ টাকা পিস এবং মিষ্টি কুমড়া ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। লাল শাক ৩০ টাকা আঁটি, লাউ শাক ৪০ টাকা, মুলা শাক ২০ টাকা, কলমি শাক ২৫ টাকা, পুঁই শাক ৪০ টাকা এবং ডাঁটা শাক ৩০ টাকা আঁটি দরে বিক্রি করতে দেখা গেছে। দেশি পেঁয়াজ কেজি ১৪০ টাকা, আদা ৩২০ টাকা, রসুন ২২০ টাকা। গরুর মাংস কেজি ৬৮০ টাকা, গরুর কলিজা ৭০০ টাকা, গরুর মাথার মাংস ৪৫০ টাকা, গরুর বট ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং খাসির মাংস কেজি প্রতি ১২শ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বাজারগুলোতে এক ডজন লাল ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৫৫ টাকায়, হাঁসের ডিমের ডজন ২৩০ টাকায়, দেশি মুরগির ডিমের হালি ৯০ টাকায় বিক্রি করতে দেখা গেছে। এক কেজি শিং মাছ আকার ভেদে বিক্রি হচ্ছে ৩৫০ থেকে ৬শ টাকা, প্রতি কেজি রুই মাছের দাম ৬শ টাকা, দেশি মাগুর মাছ ১২শ টাকা, মৃগেল ৪শ টাকা, চাষের পাঙ্গাস ২২০ টাকা, চিংড়ি প্রতি কেজি ১ হাজার টাকা,কাতল ৪৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। দেশি মাছ হঠাৎ পাওয়া গেলেও দাম আকাশ ছোঁয়া।

ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময়

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছে জেলা বিশেষ টাস্কফোর্স কমিটি। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক তরফদার মাহমুদুর রহমান-এর সভাপতিত্বে সভাটি সঞ্চালনা করেন কমিটির সভাপতি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোহাম্মদ রাজীব উল-আহসান। সভার শুরুতে জেলা প্রশাসক তরফদার মাহমুদুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, ব্যবসা হলো হালাল উপার্জনের সবচেয়ে ভালো মাধ্যম। ব্যবসায় মুনাফা থাকবে, তবে তা যেন যৌক্তিক পর্যায়ে হয়, সেটা ভাবনায় রাখতে হবে। সেজন্য আমাদের সবাইকে নৈতকতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ নয়, কিভাবে বাজার পরিস্থিতি সহনীয় থাকে, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা যায়, সেই বিষয়টি সবাই মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যই এই মতবিনিময় সভা। মতবিনিময় সভায় নিত্যপণ্যের বর্তমান বাজার পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার মুল্য তুলে ধরেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা ফাতেমা খাতুন। তিনি জানান, বর্তমানে খুচরা বাজারে ডিম, আলু, আদা, পোট্রি মুরগীর দাম অনেকটা সহনশীল। গত সপ্তাহে খুচরা বাজারে ডিমের হালি (৪টি) বিক্রী হয়েছে ৫৬ টাকা থেকে ৫৮ টাকা দরে। কিন্তু এখন সেটা কমে হালি ৫০ টাকা থেকে ৫২ টাকায় বিক্রী হচ্ছে।

আদা বিক্রী হচ্ছে ১৬০ টাকা থেকে ১৭০ টাকা কেজি দরে। তবে পেঁয়াজের দাম গতকাল থেকে বেড়েছে। বর্তমানে পেঁয়াজ কেজি প্রতি ৩/৪ টাকা বেড়ে বিত্রী হচ্ছে ১২৪ টাকা থেকে ১২৮ টাকা দরে। আর কাঁচা মরিচের পাইকারী বাজারে দাম সহনীয় হলেও এখনও খুচরা বাজারে কিছুটা অস্থিতিশীল রয়েছে। কোথাও কোথাও ৩৪০ টাকা কেজি থেকে ৪০০ টাকা কেজি দামে বিক্রী হতে দেখা যাচ্ছে।

বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তিনি নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার ওপর জোর দেন। এদিকে, সভায় ডিম উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা বলেন, মুরগীর খাবার এবং বাচ্চার দাম বড় বড় কোম্পানীগুলো সিন্ডিকেট করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সিন্ডিকেটের চড়ামুল্যের কারণে ডিমের বাজারেও এর প্রভাব পড়ে। তাছাড়া আমাদের জেলায় বন্যার কারণে অনেক খামার নষ্ট হওয়ায় স্থানীয়ভাবে ডিমের উৎপাদন যেমন কমেছে, তেমনি সব্জীর অনেক আবাদ নষ্ট হওয়ায় ডিমের চাহিদাও বেড়েছে। যে কারণে ডিমের দামের ওপর প্রভাব পড়েছে। কিন্তু গত সপ্তাহের তুলনায় সরকারীভাবে ডিমের মুল্য নির্ধারণের ফলে এখন ডিমের দাম অনেকটা স্থিতিশীল রয়েছে। সভার সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ নিত্যপণের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে কৃষক/উৎপাদকের নিকট থেকে সরাসরি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য খোলাবাজার ব্যবস্থা চালুর ফলে মধ্যস্বত্ত্বভোগীর দৌরাত্ম কমতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয়।

নন্দীগ্রামে প্রশাসনের নিরাপত্তা চাইলেন সাংবাদিকরা

নন্দীগ্রাম প্রতিনিধি : বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে পেশাগত কাজে সহযোগিতাসহ সার্বিক নিরাপত্তা চেয়েছেন সাংবাদিকরা। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সাংবাদিকদের সহযোগিতা চান প্রশাসনের কর্মকর্তারা। গতকাল নন্দীগ্রাম উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রোহান সরকার ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তারিকুল ইসলামের সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে উপজেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের কার্যক্রমের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে থানার ওসিকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে নন্দীগ্রাম উপজেলা প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম দয়া বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার আমলে সব রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি পালনের সংবাদ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ হয়েছে। দৈনিক করতোয়া, ভোরের দর্পণ, রূপালী বাংলাদেশ, ভোরের ডাক, প্রতিদিনের সংবাদসহ কয়েকটি গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন। তারা কারো দাসত্ব করেনি এবং কাউকেই বৈষম্যের নজরে দেখেনি। আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতার দাসত্ব করা ব্যক্তিরা মিথ্যাচার করে সাংবাদিকের হুমকির মুখে ফেলেছে। নিরপেক্ষ থাকার পরও বগুড়া সদর থানার মামলায় ষড়যন্ত্রমূলক নন্দীগ্রামের দুই সাংবাদিককে ফাঁসানো হয়েছে।

কাউখালী উপজেলা শাখার ইমাম সম্মেলন

কাউখালী প্রতিনিধি : পিরোজপুরের কাউখালীতে গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯ কাউখালী উপজেলা পরিষদের হলরুমে বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি কাউখালী উপজেলা শাখার ইমাম সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। কাউখালী উপজেলা শাখার ওলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, পিরোজপুর জেলা শাখার জাতীয় ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা মুফতি আবদুল হালিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, পিরোজপুর জেলা শাখার জাতীয় ইমাম সমিতির সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা আবদুল মতিন ফারুকী, কাউখালী উপজেলা জামায়াতে ইসলামের আমির মাওলানা নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, পিরোজপুর জেলা শাখার জাতীয় ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাকির হোসেন। এ সময় বক্তব্য রাখেন, উপাধ্যক্ষ মাওলানা ইলিয়াস খান, মাওলানা রফিকুল ইসলাম, মাওলানা আবদুল জলিল, মাওলানা দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ। সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি কাউখালী উপজেলা শাখার একটি কমিটি গঠন করা হয়।

রামু বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ

রামু প্রতিনিধি : কক্সবাজারের রামু উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জোয়ারিয়ানালা হাজী মোহাম্মদ সাঁচি উচ্চবিদ্যালয়ের বিতর্কিত প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক সিকদারের পদত্যাগের দাবিতে আবারো বিক্ষোভ করেছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গত বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক সিকদার ২০১০ সালে বিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা এবং লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আসছে। ইতঃপূর্বে পরপর ৩ টি ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে এ প্রধান শিক্ষকের আর্থিক অনিয়ম প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষার্থী ও স্থানীয় জনতার বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে বিতর্কিত প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক সিকদার এক মাসের মধ্যে পদত্যাগের ঘোষনা দেন। কিন্তু দুই মাস পার হলেও এখনো ওই প্রধান শিক্ষক পদত্যাগ করেননি।

বাঘায় ৫ মাদকসেবীর কারাদন্ড

বাঘা প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় মাদক সেবনের অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালত ৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টায় আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার তরিকুল ইসলাম বিনাশ্রমে তাদের এই কারাদণ্ড প্রদান করেন। জানা গেছে, চোলাই মদ সেবনের দায়ে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারা দন্ডরা হলো-উপজেলার বানিয়াপাড়া গ্রামের সাহাবুল আলীর ছেলে শুভ আলী, শামু আলীর ছেলে রতন আলী। এ ছাড়া গাজা ও চোলাইমদ সেবনের অপরাধে ৫ দিন করে কারাদন্ডরা হলো-তেথুলিয়া গ্রামের হজরত আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম, চকএনায়েত গ্রামের জমসেদ আলীর ছেলে বাবুল ইসলাম ও সরেরহাট গ্রামের সাহিনুল ইসলাম। এ বিষয়ে রাজশাহী মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের পরিদর্শক সাইফুল আলম বলেন, অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতে হাজির করা হলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের বাছে নিজের দোষ শিকার করায় বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন।

কালীগঞ্জে ট্রেন আসলেও রেল আইন কার্যকর হয়নি

কালীগঞ্জ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে সড়কের পাশে একাধিক হাট বাজার গড়ে উঠেছে। প্রায় ১১ বছর অগে ট্রেন দূর্ঘটনা ১১ জন বর যাত্রি নিহত হয়েছিল। এদিকে ১৮৬১ সালের রেল আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী রেল লাইনের দুই পাশের ২০ ফুটের মধ্যে রেল সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া বাইরের কেউ প্রবেশ করতে পারবে না, এমনি গরু ছাগলের প্রবেশ ছিল নিষেধ। গরু ছাগল রেল লাইনে ঢুকে পড়লে তা নিলামে বিক্রয় করার বিধানও আছে। একই ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে, রেল লাইনের ২০ ফুটের ভিতর ২৪ ঘন্টা ১৪৪ ধারা জারি থাকবে।

এভাবে রেল দূর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রেল কর্তৃপক্ষ মামলা করতে পারেন ও ১৮৯০ সালের রেলওয়ে আইনে রেল চলাচলের দিকনির্দেশনা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। এমনকি রেলওয়ে অধ্যাদেশ (অবৈধ দখলমুক্ত) ১৯৭৯ অনুসারে রেলের জমি সঠিক ভাবে উদ্ধারও করা হচ্ছে না। উপরের আইনের মত ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার রেল লাইনের ইতিহাস এত দীর্ঘ না হলেও এ রেল লাইনে ট্রেন আসা-যাওয়া করছে প্রায় ৮৭ বছর। ১৯৩৬ সাল থেকে শুরু হওয়া বারোবাজার মাছ বাজারের উপর দিয়ে শত শত বার ট্রেন আসা-যাওয়া করলেও রেলের কোন আইন এ বাজারে আসেনি। এ বাজারে ট্রেন লাইনের উপরেই ঝুকি নিয়ে প্রতিদিন বসে মাছের বড় বাজার, খুচরা বাজার ও বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে প্রতিদিন গাড়ি ভরে মাছ চলে যাচ্ছে দিনাজপুর, রংপুর,কুমিল্লা সিলেট, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়। মাছ ব্যবসায়ীরা প্রতিনিয়িত চরম ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা করছেন এখানে। প্রতিদিন সকাল থেকে শুরু হয় মাছ বেচা কেনা। বেলা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ট্রেন লাইনের উপরেই বসে যায় মাছ বাজার। ২০১৪ সালের ১ আগস্ট বারোবাজার রেলক্রসিংয়ে রাত ৩ টারদিকে বরযাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ট্রেনের সংঘর্ষে ১১ জন নিহত হয়। তাদের মধ্যে একই পরিবারের তিনজন সদস্য ছিল। আহত হয়েছিল অন্তত ৪০ জন। আলাদা গাড়িতে থাকায় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান বর তাপস বিশ্বাস ও কনে জোসনা বিশ্বাস।শৈলকুপা উপজেলার ফুলহরি গ্রারে স্কুল শিক্ষক তাপস বিশ্বাসের বিয়েতে তাঁরা ৮০ জনের মতো বরযাত্রী কালীগঞ্জ উপজেলার সাকো-মথনপুর গ্রামেযায়। ওই গ্রামের সুবল বিশ্বাসের মেয়ে জোসনা বিশ্বাসের সঙ্গে তাপসের বিয়ে হয় ট্রেনটি লাইনের ওপর দিয়ে বাসটিকে প্রায় ৫০০ গজ দূরে নিয়ে যায়। এ সময় যাত্রীদের আর্তনাদ শোনেন তাঁরা।

বারোবাজার রেলক্রসিং অতিক্রম করার সময় সৈয়দপুর থেকে খুলনাগামী সীমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেনটি বরযাত্রীবাহী বাসটিকে ধাক্কা দেয়। বাসটি রেললাইনের ওপর আড়াআড়ি পড়ে গেলে দূর ঠেলে নিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই নয়জন নিহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার সময় মারা যান আরও দুজন। অবশ্য পরে ট্রেনটি থেমে যায়। আহতদের উদ্ধার করে যশোর, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর ও কালীগঞ্জের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের কারও কারও অবস্থা আশঙ্কাজনক।দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা ছিল সুধীর কুমার (৪০), বিপ্লব কুমার বিশ্বাস (২৫), সুবল কুমার (২২), সুজয় বিশ্বাস (৩০), সঞ্জয় বিশ্বাস (৩৪), উজ্জল বিশ্বাস (৩০), সঞ্জিত বিশ্বাস (৩২), শোভন বিশ্বাস (২১), কৃষ্ণা বিশ্বাস (২৫), বর্ণা বিশ্বাস (৩৫) ও কৌশিক বিশ্বাস (৮)। শেষ তিনজন একই পরিবারের সদস্য। রেললাইনের ওপর বসছে মাছের বাজার। ব্যবসায়ীরা রেললাইনের দুই পাশে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করায় বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই এখানে রেললাইন আছে। দূর থেকে ট্রেনের কিছুই দেখা যায় না। এমনকি রাতে ট্রেনের হেডলাইটও চোখে পড়ে না। ফলে প্রায়ই ঘটে দুর্ঘটনা। কালীগঞ্জে যশোর মহাসড়কসহ বিভিন্ন সড়কের পাশে ও উপরে অবৈধভাবে বাঁশের তৈরি পণ্যের হাট,ধানেরহাট,কাচা বাজারের হাট বসছে। কালীগঞ্জ মহাসড়কের ওপর নিমতলা ষ্টান্ডে অবৈধভাবে বাঁশের তৈরি পণ্যের হাট। কালীগঞ্জ ঝিনাইদহ মহাসড়কের ধার ঘেঁষে ৩০ থেকে ৩৫ বছর ধরে সপ্তাহে দুদিন হাট বসছে। যেমন কালীগঞ্জ নিমতলা, মাহাতাব উদ্দিন কলেজ মোড়ে, বিষয়খালি, তেতুলতলা, দোকান ঘর, আবার কালীগঞ্জ যশোর সড়কের বৈশাখি তেল পাম্প, চিনিকলের সামনে, দুলাল মুন্দিয়া,কেয়াবাগান, বারোবাজার এবং কালীগঞ্জ কোটচাদপুর সড়কের কাশিপুর রেলগেট,পাতবিলা, লাউতলা, তালেশ্বরসহ বিভিন্ন স্থানে হাটবাজার বসছে। অপরদিকে মহাসড়রে পাশে রয়েছে সরকারি মাহাতাব উদ্দিন ডিগ্রী কলেজ, বিষয়খালি কলেজ ও হাইস্কুল, বিষয়খালি দাখিল মাদ্রাসা, বেজপাড়া হাইস্কুল, তেতুলতলা হাইস্কুল, দুলালমুন্দিয়া হাইস্কুল, রোস্তম আলী হাইস্কুল, বারোবাজার কলেজ ও হাইস্কুল, মায়াময় বালিকা বিদ্যালয়, কেয়াবাগান কলেজ,খড়িখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মহাসড়কের দু,পাশে রয়েছে একাধিক মসজিদ, দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাসাবাড়ি। গতবছরের ৫ জুলাই বারোবাজার মাছ বাজারে ট্রেনে কাটা পড়ে আবদুল খালেক নামের এক ব্যাক্তি নিহত হয়েছিলেন,চলতি বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি অঙ্গাত এক ব্যাক্তি ট্রেনে কেটে নিহত হয়।

নিষেধাজ্ঞাতেও থেমে নেই ইলিশ ধরা-বিক্রি

চাঁদপুর প্রতিনিধি : ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বিপণন ও মজুত ১৩ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। মা ইলিশ রক্ষা করতে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রজনন সময় বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে চাঁদপুর মেঘনা ও পদ্মা নদী সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় নিষেধাজ্ঞাতেও থেমে নেই মা ইলিশ নিধন ও বিক্রি। গতকাল শুক্রবার দুপুরে সরজমিন দেখা যায় এক শ্রেণির দুর্বত্ত জেলে প্রকাশ্যেই ধরতে নদীতে বিচরণ করছে। নদীর তীরবর্তী প্রতিটি চর এলাকায় নৌকা নিয়ে ইলিশ শিকারে মেতে রয়েছে তারা। নিষেধাজ্ঞার কথা যেন কোনোভাবেই জেলেদের কানে যাচ্ছে না। দিনরাত চলছে ইলিশ শিকার। সেইসঙ্গে বসছে নদীর পাড়ের নির্জনস্থানে ইলিশ বেচা কেনা। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে প্রশাসন নদীতে কম নেমেছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে বসে ছিলেন না চাঁদপুর সদর,হাইমচর ও মতলবের জেলেরা। অনেকেই জাল নৌকা নিয়ে চরের ঝোঁপ জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে নদীতে গিয়ে জাল ফেলে ইলিশ শিকার করছে। এসব ইলিশ কিনতে মেঘনা ও পদ্মা পাড়ের দুর্গম চরাঞ্চলে ছুটে আসছেন এলাকার ক্রেতা ও হকাররা। অনেকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন নিষিদ্ধ মৌসুমে গড়ে উঠা অস্থায়ী ইলিশের হাটে। তবে প্রশাসন একদিকে নদীতে অভিযান চালাচ্ছে অন্যদিকে নদীর পাড়ের অনেক এলাকা জুড়ে চলছে প্রকাশ্যে ইলিশ মাছ নিধন ও বিক্রি। চাঁদপুর জেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, মা ইলিশ রক্ষায় চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনা নদীতে উপজেলা মৎস্য অফিস, জেলা উপজেলা প্রশাসন, নৌ-পুলিশ, কোস্টগার্ডের অভিযান চলমান রয়েছে। সময় ভাগ করে একাধিক টিম নদীতে অভিযান চালায়। জেলেদের আটকসহ জব্দ করা হচ্ছে লাখ লাখ মিটার জাল। গত কয়েক দিনে পদ্মা মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে নৌ পুলিশ ও কোস্টগার্ড দেড় শতাধিক জেলে, বিপুল জালসহ মাছ ও অনেকগুলো নৌকা আটক করেছে। উপজেলা মৎস্য অফিস ও নৌ-পুলিশ কমপক্ষে সাড়ে নয় লাখ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করে ধ্বংস করেছে। এ ছাড়া ট্রলার জব্দও করেছে। আটক জেলেদের মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে করাদণ্ড, জরিমানা করা হয়েছে। আর উদ্ধারকৃত মাছ বিভিন্ন এতিমখানায় বিতরণ করে দেওয়া হয়েছে। জাল গুলো আগুনের পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। চাঁদপুর মেঘনা পাড়ের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নিষেধাজ্ঞার মধ্যে নদীর পাড়েই মাছের হাট বসে প্রতিদিন। মতলব,হাইমচর ও চাঁদপুর সদর উপজেলার প্রতিটি চরে এবং নদীর পাড়ে প্রতিদিন ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এবং সকাল থেকে দুপুরে ইলিশ ধরার জন্য জেলেরা নদীতে যায়।

শৈলকুপায় বৃষ্টির পানিতেই ভেঙ্গে গেল রাস্তা

শৈলকুপা প্রতিনিধি : হঠাৎ বৃষ্টির পানিতে ভেঙে গেলো শৈলকুপার কবিরপুর নতুন ব্রীজের একমাত্র রাস্তা। এ রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন ট্রাক, পিকাপ,ভ্যান,আটোসহ বিভিন্ন যানবাহন নিয়মিত ভাবে চলাচল করে। এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে, তৎকালীন বিএনপি সাকারের আমলে শৈলকূপা ও কবিরপুরের মাঝদিয়ে বয়ে যাওয়া কুমার নদীর উপর বাইপাশ সড়কের মাঝে একটি ব্রীজ নির্মান করে দুই পারের মানুষের যাতায়াতের সার্থে। এদিকে ব্রীজের দুই পাশের সড়কটি সংস্কার না করার কারণে গত দুই দিনের বৃষ্টির পানিতে রাস্তাটির একটি অংশ ভেঙে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে ট্রাক চালক আলম জানান রাস্তাটি ভেঙে যাওয়ার কারণে বিপাকে পড়তে হয়েছে। যার কারণে বিকল্প রাস্তায় যাতায়াত করতে হচ্ছে। তাতে সময় ও গাড়ির খরচ বেশি হচ্ছে। এ ব্যাপারে শৈলকূপা উপজেলা এলজিইআরডির নির্বাহী পরিচালক মিজানুর রহমান জানান শুনেছি বৃষ্টির পানিতে রাস্তার অর্ধেক ভেঙ্গে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। দ্রুতই মেরামত করা হবে। এদিকে রাস্তাটি ভেঙে যাওয়ার কারণে যে কোন সময় বড় ধরনের দূর্ঘটনার আশঙ্কা করছে এলাকাবাসী।

তানোর কলেজের কমিটির মতবিনিময়

তানোর প্রতিনিধি : রাজশাহীর তানোর মহিলা ডিগ্রি কলেজের এডহক কমিটির পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টায় কলেজের হলরুমে এ সভার আয়োজন করা হয়। কলেজটি তানোর পৌর এলাকার চাপড়া মোড়ে অবস্থিত। এতে কলেজের গভর্নিং বডির নবনির্বাচিত সভাপতি ও প্রভাষক সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক পৌর মেয়র মিজানুর রহমান মিজান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, কলেজ অধ্যক্ষ অনুকূল কুমার ঘোষ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, তানোর পৌর বিএনপির আহ্বায়ক একরাম আলী মোল্লা, যুগ্ম আহ্বায়ক আলতাফ হোসেন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক রফিক উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক তোফাজ্জুল হোসেন তোফা ও ইয়াসিন আলী, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক সাইদুর রহমান, ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি জিয়াউর রহমান জিয়া, বিএনপি নেতা সেকেন্দার আলীসহ অনেকে। বক্তব্য রাখেন, কলেজের গভর্নিং বডির নবনির্বাচিত বিদ্যোৎসাহী সদস্য ও সাংবাদিক মিজানুর রহমান, শিক্ষক প্রতিনিধি অধ্যাপক জাইদুর রহমান জাহিদ প্রমুখ।

সভায় প্রধান অতিথি মিজানুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি এলাকার গৌরব। এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিয়ে নারী শিক্ষার্থীরা দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করছে এবং করবে। তাই কলেজে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান আরও উন্নত করার জন্য গভর্নিং বডির সদস্যরা কাজ করে যাবে। শিক্ষার মান উন্নয়নে কিছু প্রদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শিক্ষকরা নিরলসভাবে শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে পাঠদান করাবে। আর গভর্নিং বডি তাদের সহযোগিতা করে যাবে। যেকোনো প্রয়োজনে জাতীয়তাবাদী আদর্শের নেতাকর্মী, গভর্নিং বডি, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের পাশে থাকবে।

চাঁদপুর : মেঘনা ও পদ্মা নদীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের দায়ে পৃথক অভিযানে ২২ জন মৎস্যজীবীকে আটক করা হয়।

অদ্ভুত ব্যাটিং, ১ রান নিতেই নেই ৮ উইকেট!

স্পোর্টস ডেস্ক : ব্যাটিং লাইন-আপ এতটা ভঙ্গুর হতে পারে? ১ রান নিতেই ৮ উইকেটের পতন হতে পারে? আশ্চর্যজনক মনে হলেও সেটাই হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ওয়ানডে কাপে। টুর্নামেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন দল ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ১ রান নিতেই হারিয়েছে ৮ উইকেট। তাসমানিয়ার বিপক্ষে ২ উইকেটে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার ছিল ৫২ রান। এরপর ৫৩ রানে অলআউট হয়ে গেছে তারা। এতে ওয়ানডে কাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রানে গুটিয়ে যাওয়ার রেকর্ডও করেছে দলটি। এর আগে ২০০৩ সালে এই তাসমানিয়ার বিপক্ষেই ৫১ রানে অলআউট হয়েছিল সাউথ অস্ট্রেলিয়া। গতকাল শুক্রবার পার্থের ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন গ্রাউন্ডে তাসমানিয়ার মুখোমুখি হয় ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া। ১৬তম ওভারে ৫২ রানে ২ উইকেট ছিল আগে ব্যাট করা ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার। পরবর্তী ২৮ ডেলিবারিতে (২০.১ ওভারে) বাকি ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলে তারা। এর মধ্যে নিতে পেরেছে মাত্র ১ রান। সেটাও আবার ওয়াইড থেকে। অর্থাৎ ব্যাট থেকে কোনো রান না নিয়েই ৮ উইকেট হারায় দলটি। নিচের দিকে টানা ৬ ব্যাটার ডাক মারেন। জবাবে ৮.৩ ওভার ব্যাট করে জয় তুলে নেয় তাসমানিয়া। ৭ উইকেটের জয়ে বোনাস পয়েন্টও পায় দলটি। অন্যদিকে টানা চতুর্থবারের মতো শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু লজ্জাজনক হারে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে দলটি। বর্তমানে টেবিলের তলানিতে আছে তারা। ফাইনালে যেতে হলে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়াকে বাকি তিন ম্যাচের সবগুলোতেই জিততে হবে। এসব ম্যাচে তারা মুখোমুখি হবে ভিক্টোরিয়া, সাউথ অস্ট্রেলিয়া ও কুইন্সল্যান্ডের।

নিউজিল্যান্ডের লিড ৩০০ পার হারের শঙ্কায় ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক : পুনে টেস্টে চালকের আসনে বসেছে নিউজিল্যান্ড। ভারতকে নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছে কিউইরা। প্রথম ইনিংসে ২৫৯ রান করে ভারতকে মাত্র ১৫৬ রানে অলআউট করে দিয়েছে সফরকারীরা। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ১৯৮ রান তুলে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে নিউজিল্যান্ড। এতেই ভারতের সামনে দাঁড়িয়েছে ৩০১ রানের বড় লিড। উইকেটে আছেন টম ব্লান্ডেল (৩০ রান) ও গ্লেন ফিলিপস (৯ রান)। তৃতীয় দিনে লিড আরও বাড়িয়ে নেবে নিউজিল্যান্ড। ফলে ভারতের উপর চাপ বাড়তে থাকবে। প্রথম ইনিংসে যেখানে ভারত মাত্র ১৫৬ রানেই অলআউট হয়ে গেছে, সেখানে নিউজিল্যান্ড যদি ৪০০ রানের কাছাকাছি লিড নেয়, তাহলে হারের শঙ্কায় পড়বে ভারত। এই ম্যাচ হেরে গেলে সিরিজও খোয়াবে স্বাগতিকরা।

গতকাল শুক্রবার ১ উইকেটে ১৬ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে ভারত। এরপর মিচেল স্যান্টনারের ঘূর্ণিতে দিশেহারা হয়ে প্রথম ইনিংসে মধ্যাহ্নবিরতির কিছুক্ষণ পরই মাত্র ১৫৬ রানে অলআউট হয়ে যায় স্বাগতিকরা। একাই ৭ উইকেট নেন নিউজিল্যান্ডের স্পিনার স্যান্টনার।

ফিফা র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি হলো বাংলাদেশের

স্পোর্টস ডেস্ক : বর্তমানে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে (বাফুফে) চলছে নির্বাচনী ব্যস্ততা। যে কারণে অক্টোবর উইন্ডোতে কোনো ম্যাচ খেলেনি বাংলাদেশ ফুটবল দল। তবে মাঠে না নামলেও সুখবর পেয়েছেন জামাল ভূঁইয়ারা। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। গত বৃহস্পতিবার র‍্যাংকিং হালনাগাদ করেছে ফিফা। তাতে কোনো ম্যাচ না খেলেও উন্নতি হয়েছে জামালদের। হালনাগাদ করা র‍্যাংকিং অনুযায়ী এক ধাপ এগিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৫ নম্বর। গত সেপ্টেম্বরে ভুটানের বিপক্ষে দুই ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ। তাতে প্রথম ম্যাচ জিতলেও পরের ম্যাচে দেখতে হয় পরাজয়। তখন দুই ধাপ পিছিয়ে ১৮৬ নাম্বারে নেমে যায় জামালের দল। এক মাস যেতেই কোনো ম্যাচ না খেলে এক ধাপ উন্নতি তাই কিছুটা বিস্ময়ের। এদিকে বাংলাদেশের উন্নতিতে এক ধাপ নিচে নেমে গেছে সামোয়া। অক্টোবর উইন্ডোতে মাঠে নেমে নিজেদের পায়েই যেন কুড়াল মারলো দেশটি। বাজে পারফর্ম করায় ১৮৫ নম্বর থেকে ১৮৬ নম্বরে নেমে গেল তারা। শীর্ষস্থানে খুব একটা পরিবর্তন নেই। বারবারের মতো শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।

চট্টগ্রাম টেস্টও মিস করবেন বাভুমা

স্পোর্টস ডেস্ক : চোটের কারণে মিরপুর টেস্টে খেলতে পারেননি দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। দ্বিতীয় টেস্টের দলে থাকলেও এখনো চোটে ভুগছেন তিনি। তাই চট্টগ্রাম টেস্টেও তার খেলা হচ্ছে না। চলতি মাসের শুরুতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে কনুইয়ের চোটে পড়েছিলেন বাভুমা। সেই চোটই এখন ভোগাচ্ছে প্রোটিয়া অধিনায়ককে। ধারণা করা হয়েছিল দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারবেন তিনি। তবে বাংলাদেশে আসলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে নামা হচ্ছে না তার। তার চোট নিয়ে এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ জানিয়েছেন, 'তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে একটা প্রক্রিয়া অনুসরণ করছিল কিন্তু আমরা ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিনি। মেডিকেলের দিক থেকে মনে হয়েছে, সে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ফিট নয় এবং তাকে শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রস্তুত হওয়ার সময় দেওয়া হয়েছে।' মিরপুর টেস্টে বাভুমার অনুপস্থিতিতে প্রোটিয়াদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এইডেন মারক্রাম। বাভুমা খেলতে না পারায় এই ম্যাচেও প্রোটিয়াদের অধিনায়কত্ব করবেন মারক্রাম। তিনি ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোয়াডে আরও আছেন ডেভিড বেডিংহাম, ম্যাথু ব্রিজকে, টনি ডি জর্জি, কেশব মহারাজ, উইয়ান মাল্ডার, সানুরান মুথুসামি, ডেন পেটারসন, ডেন পিট, কাগিসো রাবাদা, রিয়ান রিকেলটন, ট্রিস্টান স্টাবস ও কাইল ভেরেইন। মিরপুরে প্রথম টেস্টে ৭ উইকেটের জয়ে সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখানে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন কাগিসো রাবাদা, কাইল ভেরেইনা, কেশভ মহারাজরা। ২৯ অক্টোবর চট্টগ্রামে সিরিজের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

চট্টগ্রাম টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করলো বিসিবি

স্পোর্টস ডেস্ক : মিরপুরে সিরিজের প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্টটি তাই বাংলাদেশের জন্য পরিণত হয়েছে বাঁচামরার লড়াইয়ে। সিরিজ বাঁচানোর এই টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ১৫ জনের দলে একটিই পরিবর্তন, পেসার তাসকিন আহমেদের জায়গায় নেওয়া হয়েছে আরেক পেসার খালেদ আহমেদকে।

তাসকিন অবশ্য প্রথম টেস্টেও খেলেননি। সব মিলে স্কোয়াডে সদস্য সংখ্যা তাই ১৫-ই থাকছে। গত বৃহস্পতিবার ঢাকা টেস্টের চতুর্থ দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে যায় বাংলাদেশ। ঐদিন রাতেই স্কোয়াড ঘোষণা করে বোর্ড। দুই দল অবশ্য এখনও ঢাকায় অবস্থান করছে। চট্টগ্রাম টেস্টের জন্য সাগরিকা খ্যাত জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে দুই দলের অনুশীলন শুরু হওয়ার কথা রোববার।

লিড পেলো পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক : পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ডের তিন টেস্টের সিরিজ এখন ১-১। শেষ ম্যাচ যে জিতবে সিরিজ তাদের। রাওয়ালপিণ্ডিতে সেই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড ২৬৭ রান তোলে। জবাবে সাউদ শাকিলের ব্যাটে ভর করে পাকিস্তান তুলল ৩৪৪ রান। দিনের শেষে ইংল্যান্ড ২৪/৩। রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে সাউদ শাকিলের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে ৭৭ রানের লিড পেয়েছে পাকিস্তান। ইংল্যান্ডের ২৬৭ রানের জবাবে ৩৪৪ রান তুলে অলআউট হয়েছে স্বাগতিকরা। লিডের বোঝা মাথায় নিয়ে শেষ বিকেলে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ২৪ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে করা ২৬৭ রানের জবাবে পাকিস্তান দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে ৩ উইকেটে ৭৩ রানে। ১৬ রান করে অপরাজিত ছিলেন শাকিল ও শান মাসুদ। দুজনের ৫৩ রানের জুটি ভেঙে যায় শোয়েব বশিরের বলে। মাসুদ ২৬ রান করে ফেরেন। মোহাম্মদ রিজওয়ানকে নিয়ে সতর্ক ব্যাটিংয়ে জুটি ৫০ রান পার করেন শাকিল। ৫২ রানে বিচ্ছিন্ন হন তারা। ২৫ রানে রিজওয়ানকে ফেরান রেহান, এরপর একে একে ইংলিশ স্পিনারের শিকার সালমান আগা ও আমির জামাল। ১৭৭ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে লাঞ্চে যায় পাকিস্তান। শাকিল ও নোমান এই বিপদে হাল ধরেন। তাদের ৮৮ রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় স্বাগতিকরা। স্কোর সমতা থেকে ২ রান দূরে থাকতে শোয়েব বশিরের শিকার হন নোমান। ৮৪ বলে ৪৫ রান করেন তিনি। শাকিল এবার উইকেটে জমে যান সাজিদকে নিয়ে। তাদের জুটিতে লিড নেয় পাকিস্তান, তোলে ৭২ রান। শাকিল ২২৩ বলে ৫ চারে ১৩৪ রানে গাস অ্যাটকিনসের শিকার হন। জাহিদ আহমেদকে ফিরিয়ে পাকিস্তানকে ৩৪৪ রানে গুটিয়ে দেন রেহান। ৪৮ বলে ২ চার ও ৪ ছয়ে ৪৮ রানের আগ্রাসী ইনিংসে অপরাজিত ছিলেন সাজিদ। রেহান সর্বোচ্চ চার উইকেট নেন। তিনটি পান বশির। জবাব দিতে নেমে ইংল্যান্ড পঞ্চম ওভারে বেন ডাকেটকে (১২) হারায় সাজিদের বলে। টানা দুই ওভারে জ্যাক ক্রলি (২) ও অলি পোপকে (১) ফেরান নোমান। ২০ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর জো রুট ও হ্যারি ব্রুক চার রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে দিন শেষ করেন। ৩ উইকেটে ২৪ রান করা ইংল্যান্ড এখনও ৫৩ রানে পিছিয়ে।

তথ্যপ্রযুক্তি

প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায়

ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্ম
Freelancing

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : প্রতিটি ফ্রিল্যান্স কাজের প্ল্যাটফরম কিছু নিজস্ব প্রটোকলের মাধ্যমে কর্মী ও গ্রাহকদের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। তাদের মাধ্যমেই কর্মীরা গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলে কাজ বুঝে নেন, কাজ শেষে সেটা জমা দেওয়ার মাধ্যমও সেটিই। গ্রাহকরা কাজ বুঝে পাওয়ার পর প্ল্যাটফরমের মাধ্যমেই মূল্য পরিশোধ করেন। প্রতিটি গ্রাহক ও কর্মীরই উচিত প্ল্যাটফরমে যোগ দিয়েই তাঁর সব নিয়ম ও নীতিমালা পড়ে নেওয়া। কেননা বেশির ভাগ প্রতারকই প্ল্যাটফরমের নীতিমালার বাইরে কাজ করার জন্য অনুরোধ করে থাকে। অতিরিক্ত লাভজনক অফারে সতর্ক থাকুন প্রতিটি কাজের নিজস্ব ঘণ্টাপ্রতি পেমেন্টের হার রয়েছে। প্রতারকরা অতিরিক্ত পেমেন্টের লোভ দেখিয়ে প্রায় সময়ই ফ্রিল্যান্সারদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। যে কাজের জন্য বাকি সবাই দিচ্ছে ঘণ্টায় ১০ ডলার, প্রতারকরা হয়তো ২০ বা ৫০ ডলারও দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। প্রায় ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে এসব অফার পুরোটাই ভুয়া।

কাজ পাওয়ার জন্য টাকা দেবেন না : কর্মীদের কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের থেকে বানোয়াট ফি হাতিয়ে নেওয়ার প্রতারণা তুমুল জনপ্রিয়। হয়তো সেটা হতে পারে প্রশিক্ষণ ফি, বিশেষ কোনো সফটওয়্যার কেনার মূল্য বা সেফটি ফি। মনে রাখতে হবে, ফ্রিল্যান্স প্ল্যাটফরমে এমন কোনো বাড়তি ফি দিয়ে এরপর কাজ পাওয়ার রেওয়াজ নেই।

প্ল্যাটফরমের বাইরে লেনদেন করবেন না : এসক্রো সিস্টেম একই সঙ্গে গ্রাহক ও কর্মী-দুজনকেই সুরক্ষিত রাখে। গ্রাহক কাজ করিয়ে মূল্য দেবে না অথবা কর্মী অগ্রিম নিয়ে পালিয়ে যাবে-দুটি সমস্যারই সমাধান ফ্রিল্যান্স প্ল্যাটফরমের 'এসক্রো সিস্টেম'। প্রতারকরা বেশির ভাগ সময়ই 'পেপালে দিব' বা এ ধরনের অফার করে থাকে, যাতে কর্মী কাজ করে দেওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করা না লাগে।

আগে মূল্য পরিশোধ, পরে কাজ : অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাহকরা আগের কাজের পোর্টফোলিও দেখতে চান। সেটা স্বাভাবিক। তবে কাজ দেওয়ার আগে নমুনা (স্যাম্পল) কাজ বিনা মূল্যে করে দেখানোর জন্য অনুরোধ শুধু প্রতারকরাই করে থাকে। তাদের কাঙ্ক্ষিত কাজকে স্যাম্পল হিসেবে করিয়ে নেওয়ার পর তারা অন্য কাউকে কাজটি দেওয়া হয়েছে জানিয়ে দেবে। পেইড কাজ পাওয়ার পর সেটা গ্রহণ করার আগে অবশ্যই দেখে নিতে হবে কাজের পুরো বাজেট তারা এসক্রো করেছে কি না। এখন অর্ধেক দিচ্ছি, কাজ শেষ করার পর বাকিটা দেব-এমন অফার মানেই প্রতারণা।

মূল্য ছাড়া কাজ নয় : এক্সপোজার বা ইকুইটি দিয়ে কেনাকাটা করা সম্ভব নয়। তাই কাজের বিপরীতে অর্থ ছাড়া অন্য কোনো উৎকাচ গ্রহণ করা উচিত নয়। এভাবে করেই বিনা মূল্যে একের পর এক কাজ প্রতারকরা ফ্রিল্যান্সারদের মাধ্যমে করিয়ে যাচ্ছে।

কাজের লিস্টিং বিশ্বস্ত সাইটে মানেই সেটা নিরাপদ নয় : প্রতিটি স্বনামধন্য ফ্রিল্যান্সার প্ল্যাটফরমই নিরলসভাবে প্রতারক দমনে কাজ করে যাচ্ছে। এর পরও কিছু প্রতারণার ফাঁদ রয়েই যায়। একটি কাজের লিস্টিং আপওয়ার্কে দেখেছেন মানেই সেটা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য, সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

আনইন্সটল করা অ্যাপ রিমুভ করবেন যেভাবে

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : স্মার্টফোন এখন সবার নিত্যসঙ্গী। সঙ্গে আর কিছু থাকুক বা না থাকুক স্মার্টফোনটি হাতে থাকবেই। স্মার্টফোনে বিভিন্ন কাজে নানান ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করেন অনেকেই। আবার দরকার না হলে আনইনস্টল করে দেন। কিন্তু জানেন কি, শুধু আনইনস্টল করে দিলেই ফোন থেকে একেবারে মুছে যায় না। এগুলো থেকেই যায় এবং অনেক অ্যাপ ফোন থেকে তথ্য চুরি করে। আসলে আনইস্টল করে দেওয়ার পরেও এই অ্যাপগুলো মোবাইল ডাটা টানতে থাকে। এতে ব্যবহারকারীদের অসুবিধা দুই রকমের। তার মধ্যে প্রথম অসুবিধা হচ্ছে ডাটা ফুরিয়ে যায়, দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্রাইভেসি। অর্থাৎ গোপন বিষয় আর গোপনে থাকছে না। এজন্যই কোনো অ্যাপ আনইনস্টল করে দিলেই ঝামেলা শেষ হয়ে যায় না। তা বরাবরের মতো ডিলিট করা দরকার। অনেকেই ভাববেন যে আনইনস্টল করার পর অ্যাপ তো হোম পেজ থেকে উধাও হয়ে গেল, এবার সেটা ডিলিট কী করে করা যাবে! দেখে নিন কীভাবে একেবারে এই আনইনস্টলড অ্যাপ মুছে ফেলা যায়- ফোনের সেটিংস থেকে গুগল অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ম্যানেজ ইয়োর গুগল অ্যাকাউন্টে যান। এবার ক্লিক করুন ডাটা অ্যান্ড প্রাইভেসিতে। নিচের দিকে পাবেন থার্ড পার্টি অ্যাপস অ্যান্ড সার্ভিসেস অপশন। এখানে ফোনে এখনো যে অ্যাপগুলো রয়েছে এবং যেগুলো আনইস্টল করা হয়েছে, সবকটাই খুঁজে পাবেন। বেছে নিন আনইনস্টল অ্যাপ অপশন। ডিলিট অ্যাকসেস অ্যান্ড কানেকশনে ক্লিক করলেই বন্ধ হয়ে যাবে মোবাইল ডাটা শেয়ারিং।

ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষায় নতুন ফিচার আনছে গুগল

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : সাইবার নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি নতুন ফিচার আনছে গুগল। যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিচারটি হলো নগ্ন ছবি আদান-প্রদান সীমিত করার লক্ষ্যে আনা ফিচারটি। গুগলের এই ফিচারটি কারো ছবিতে নগ্নতা থাকলে সে ছবি পাঠানোর বিষয়ে ব্যবহারকারীরা সচেতন কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া এমন সব নগ্ন ছবি ঝাপসা করে দেবে। ফিচারটিতে ব্যবহার হয়েছে এমন টুল, যা ব্যবহারকারীর ফোনে থাকা এ ধরনের ছবি শনাক্ত করতে সক্ষম। এর ফলে মানুষের প্রাইভেসি সুরক্ষিত থাকবে বলে প্রতিবেদনে লিখেছে ব্রিটিশ দৈনিক ইন্ডিপেনডেন্ট। গুগল বলছে, ব্যবহারকারীর প্রাইভেসি রক্ষায় এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড মেসেজ কনটেন্ট কেবল আদান-প্রদানকারীর কাছে ব্যক্তিগত বা গোপন রাখতে ব্যবহার হয় ডিভাইসে। তারা বলছে, সংবেদনশীল কনটেন্টের সতর্কীকরণ বার্তাটি ব্যবহারকারীর ছবির বিভিন্ন কনটেন্টে প্রবেশাধিকার দেয় না গুগলকে। এমনকি গুগল এও জানে না, গোপন কোনো ছবি শনাক্ত হয়েছে কি না। এ নতুন ফিচারটি চালু হলে তা নগ্ন ছবি থাকতে পারে এমনসব ছবিকে দেখার আগেই চিহ্নিত করবে এবং কেউ এমন ছবি দেখতে চায় কি না তা যাচাইয়ের জন্য যোগ করবে একটি 'স্পিড বাম্প'ও। এছাড়া কেউ এ ধরনের ছবি শেয়ার করতে বা ফরোয়ার্ড করতে চাইছেন সে ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে। এরপর এসব ছবির বিভিন্ন লিংক ও উৎস অন্তর্ভুক্ত হবে স্পিড বাম্প-এ এবং নগ্ন ছবি পাঠানোর ঝুঁকি ও আকস্মিক শেয়ার ঠেকানোর কথা ব্যবহারকারীদের মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে ফিচারটি। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অপশনাল থাকলেও ১৮ বছরের কম বয়সীদের জন্য ফিচারটি বাধ্যতামূলক করেছে গুগল। সামনের মাসগুলোতে অ্যান্ড্রয়েড ৯ বা এরপরের সংস্করণ ও গুগল মেসেজেস অ্যাপে চলে এমনসব ডিভাইসে ফিচারটি আনবে টেক জায়ান্টটি।

ভিডিওতে লেবেল আনছে ইউটিউব

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : অনেকেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি ভিডিও ইউটিউবে প্রকাশ করেন। এসব ভিডিও বিভিন্ন হুমকি তৈরি করতে পারে এমন শঙ্কায় নতুন পদক্ষেপ নিল ইউটিউব। ব্রিটিশ দৈনিক ইন্ডিপেনডেন্ট তাদের এক প্রতিবেদনে বলছে, এখন থেকে আপলোড করা ভিডিওটি 'ক্যামেরায় ধারণ করা হয়েছে' কি না সেটি জানা যাবে। ক্যামেরায় ধারণ করা ভিডিওতে 'ক্যাপচারড উইথ এ ক্যামেরা' নামের লেবেল যুক্ত করবে ইউটিউব। এর ফলে ইউটিউবে ভালো মানের কনটেন্ট নির্মাতাদের তৈরি ভিডিওগুলো সহজেই চেনা যাবে। ইউটিউবের তথ্যমতে, ভিডিওতে থাকা বিভিন্ন দৃশ্য ও শব্দ যাচাই করে এই লেবেল যুক্ত করা হবে। যেসব ক্যামেরা ও যন্ত্র কোয়ালিশন ফর কনটেন্ট প্রভিনেন্স অ্যান্ড অথেনটিসিটি বা সিটুপিএ ফ্রেমওয়ার্ক সমর্থন করে, শুধু সেগুলোর মাধ্যমে ধারণ করা ভিডিওর ডেসক্রিপশন অপশনে এই লেবেল দেখা যাবে। ফলে সিটুপিএ সমর্থন না করা ক্যামেরা ও যন্ত্রে ধারণ করা ভিডিওগুলো বর্তমানের মতোই লেবেল ছাড়া দেখা যাবে ইউটিউবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনলাইন ভিডিও শেয়ারিং প্লাটফর্মটিতে আসল বা নকল বিভিন্ন ভিডিও আপলোডের পাশাপাশি এগুলো ব্যবহারকারীদের ট্যাগও করা হচ্ছে, যা মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে। তবে ভিডিওতে লেবেলিং করা হলে তা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে সহায়ক হবে। এসব ভিডিওতে ব্যবহৃত হবে 'সি২পিএ' নামে এক প্রচলিত প্রযুক্তি, যা কোনো ভিডিও এডিট করা হয়েছে কি না বা ভিডিওটি আসল কিনা তা স্পষ্ট করার মতো তথ্য ভিডিও থেকেই পাবে বিভিন্ন প্লাটফর্ম। যেমন- কিছু ক্যামেরা কোম্পানি তাদের বিভিন্ন ক্যামেরাতে প্রযুক্তিটি যোগ করেছে, এর ফলে ইউটিউব স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেখতে সক্ষম হবে যে ভিডিওটি আসলে কোনো ডিভাইসে রেকর্ড করা হয়েছিল না কি এআইয়ের তৈরি। এসব ভিডিও এডিট করার পাশাপাশি করা যাবে ট্যাগও। তবে এগুলো এমনভাবে এডিট করা উচিত হবে না, যাতে বিভিন্ন ভিডিও আসল না কি নকল তা বোঝার উপায় থাকে না বা ভিডিওটি কোথা থেকে এসেছে তা শনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এরইমধ্যে ইউটিউব ব্যবহারকারীদের জন্য 'অলরেডি অর সিনথেটিক কনটেন্ট' নামের এক শনাক্তকরণ বা চিহ্নিতকরণ বাটন এনেছে গুগল, যা ট্যাপ করার মাধ্যমে এআই ব্যবহারে তৈরি ভিডিওকে শনাক্ত করা যায়। তবে, এই নতুন লেবেল সিস্টেমটি এমনভাবে কাজ করবে, যেখানে নিজেদের ক্যামেরায় ধারণ করা মূল ভিডিও লেবেলিংয়ের সুযোগ পাবেন ব্যবহারকারীরা। আর নতুন প্রযুক্তিটি সহজেই জানান দেবে ভিডিওটি আসল কি না, বলেছে ইউটিউব।